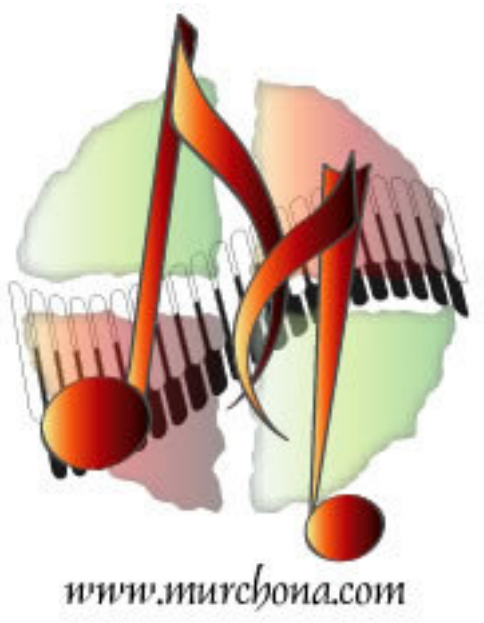

# Maddhanya.2 by Humayun Ahmed

## [Part.2]

**For More Books & Music Visit www.MurchOna.com**
**MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum**
**suman_ahm@yahoo.com**

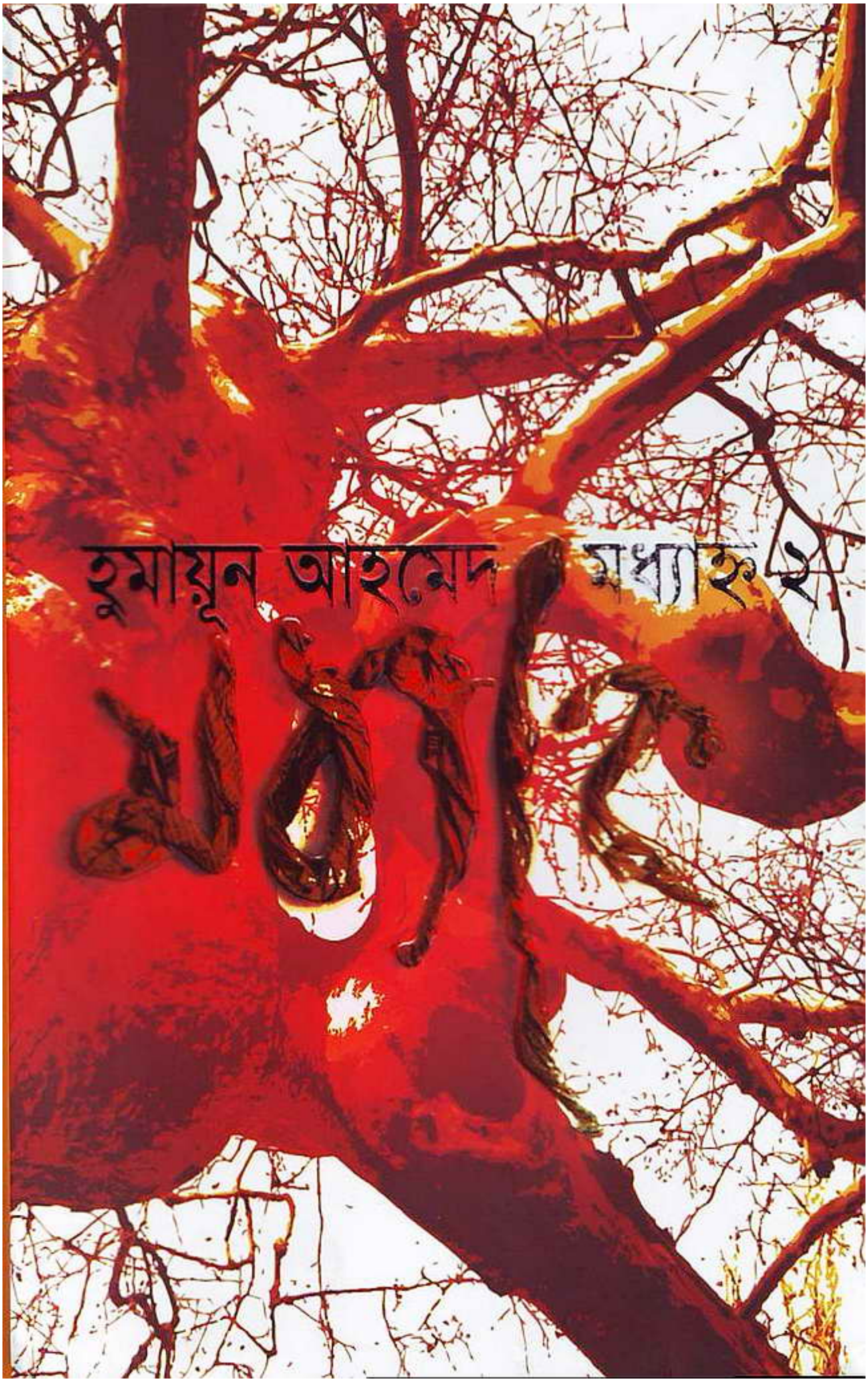
হুমায়ূন আহমেদ
মধ্যাহ্ন

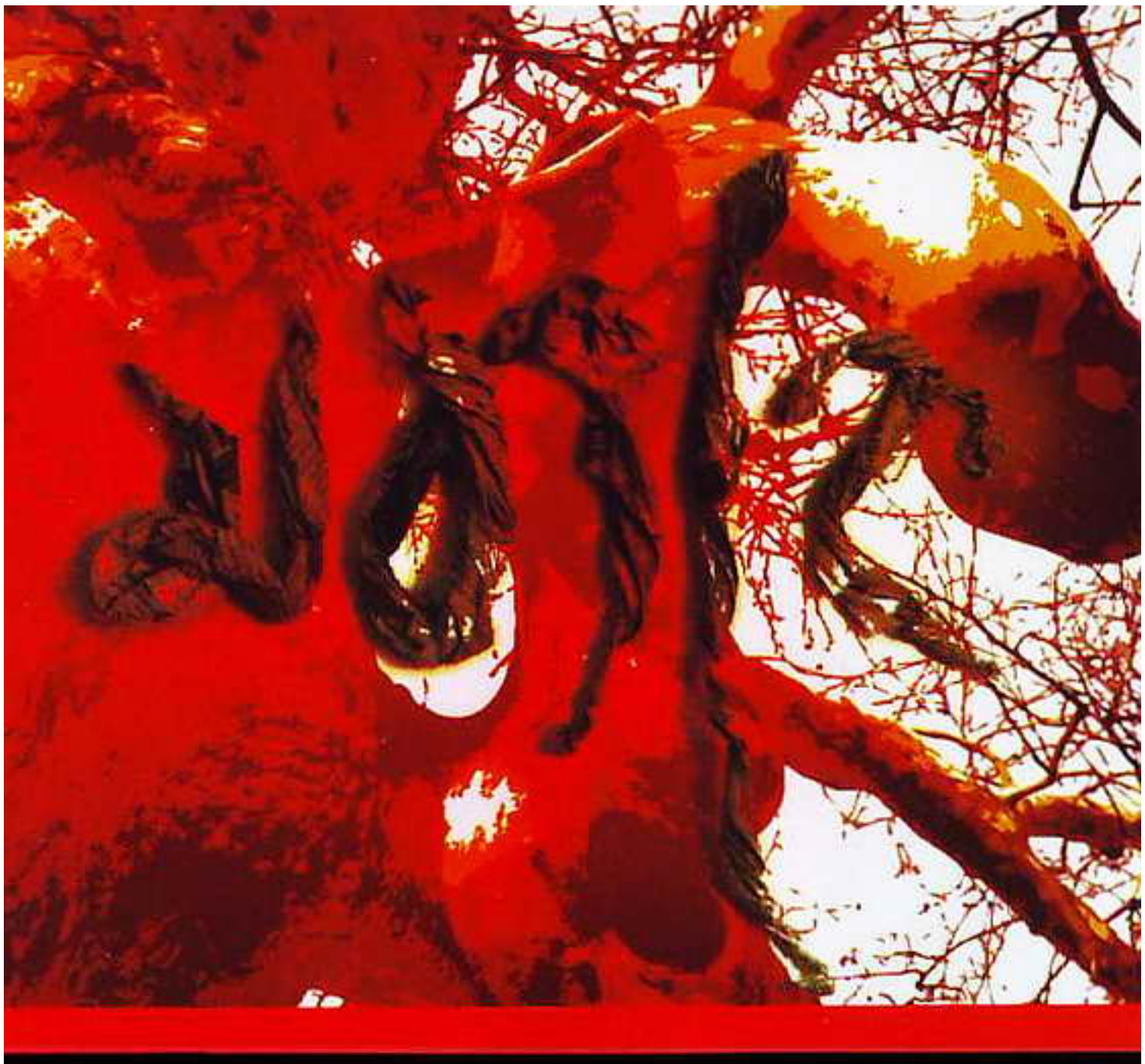

মধ্যাহ্ন রচনায় যারা নানান তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ইন্টারনেট নামক আধুনিক প্রযুক্তিকে। অনেক তথ্য সেখান থেকে পেয়েছি। তবে আমি ঐতিহাসিক না, একজন গল্পকার। আমার প্রথম ঝোঁক গল্প বলার দিকে। দ্বিতীয় ঝোঁকও গল্পে। ইতিহাস যেটুকু না আনলেই নয় ততটুকু এনেছি।

উপন্যাসের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখার অতি বিরক্তিকর কাজটি শাওন করেছে। তাকে ধন্যবাদ। পুত্র নিষাদ কয়েকবারই পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে আমাকে রাগানোর চেষ্টা করেছে। রাগ করতে পারি নি। তাকেও ধন্যবাদ লেখার সময় আশেপাশে থাকার জন্যে।

ধন্যবাদ পাঠকদের, যারা আগ্রহ নিয়ে মধ্যাহ্নের প্রথম খণ্ড পড়েছেন। তাদের আগ্রহের কারণেই দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে শুরু করেছিলাম।

হুমায়ূন আহমেদ
দখিন হাওয়া, ধানমণ্ডি

বোবায় ধরা নামের একটি জটিল ব্যাধি আমার আছে। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মনে হয় বিকট দর্শন জন্তুর মতো কয়েকটি অতিপ্রাকৃত প্রাণী আমার বুকে বসেছে। গলা চেপে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। আতংকে অস্থির হয়ে আমি চিৎকার করতে থাকি। তখন একটা কোমল স্পর্শ আমার কপালে পৌঁছে। গভীর মমতায় একজন বলে, 'এই তো আমি আছি।' আমার ঘুম ভাঙে, আমি স্বাভাবিক হই।

মমতাময়ী শাওনকে।

# প্রকাশকের কথা

'দিন যায়, ক্ষণ যায়,/সময় কাহারো নয়,/বেগে ধায়, নাহি রহে স্থির'— সময় সম্পর্কে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এভাবেই বলেছেন কবিতায়। পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, সময়ের একটি চিহ্ন রয়েছে; রূপ রয়েছে। এক-একটি যুগে, শতাব্দীতে সময়ের নানা চেহারা আমরা দেখতে পাই। যে শতাব্দীটি আমরা পেছনে ফেলে এসেছি, সেই সময়ের সঙ্গে এই সময়ের কি ফারাক নেই ? অবশ্যই রয়েছে। মানুষের যাপিত জীবন, চারপাশের প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভিন্নতার মধ্যেই সময়ের ফারাকটি টের পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছিল ইংরেজ শাসিত অখণ্ড ভারতবর্ষ, হিন্দু-মুসলমানের তীব্র দ্বন্দ্ব, কংগ্রেস-মুসলিম লীগের লড়াই। আবার এরই মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, দেশভাগ— কত কিছুই না সংঘটিত হয়েছে! সেই সময়কে উপজীব্য করে এই সময়ে এই উপন্যাসটি লিখেছেন নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তবে একটি কথা, বিশাল ক্যানভাসের এই উপন্যাসে সময়ের ছাপ পাওয়া গেলেও, ইতিহাসের রেখাপাত ঘটলেও, ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য ছিল— গল্প বলা; সেই সময়ের মানুষের কথা বলা।

'মধ্যাহ্ন'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর অসংখ্য পাঠকের কাছ থেকে আমরা চিঠি ও ইমেইল পেয়েছি। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ও টেলিফোনে তাদের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। উপন্যাসটির দ্বিতীয় খণ্ড কবে প্রকাশিত হবে সে-বিষয়ে সবার গভীর আগ্রহ লক্ষ করেছি। 'মধ্যাহ্ন'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মাজহারুল ইসলাম

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

এককড়ি ভোরবেলার কনকনে ঠান্ডায় পুকুরে মাথা ডুবিয়ে স্নান করেছেন। কোমরে লুঙ্গির মতো পেঁচিয়ে সাদা ধুতি পরে জলচৌকিতে বসেছেন। তাঁর পাশে অবিনাশ ঠাকুর হাতে ঘণ্টা নিয়ে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন। অবিনাশ ঠাকুর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ করেন। চোখ বন্ধ করে উপনিষদ থেকে শ্লোক আবৃত্তি করেন। দাঁত না থাকার কারণে কথাগুলি জড়িয়ে যায়। মন্ত্র অদ্ভুত শোনায়।

> ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমাথা বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদম। মাইহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ; অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেহস্তু।
>
> আমার সমস্ত অঙ্গ যেন পুষ্ট হয়। তার সঙ্গে আমার প্রাণবায়ু, বাকশক্তি, দৃষ্টি, শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও যেন শক্তিশালী হয়। ব্রহ্মার কথাই উপনিষদ বলে।

এককড়ির সামনে পিতলের থালা। থালায় জবাফুল, কিছু ধান, আম এবং বটের পাতা। লোকজন আসছে, কৌতূহলী হয়ে দেখছে। ছেলেমেয়েরা সকাল থেকেই ভিড় করে আছে। বান্ধবপুরে ছড়িয়ে গেছে— এককড়ি জোড়া পাঁঠা বলি দেবেন। সবাইকে পাঁঠার মাংস ভাগ করে দেয়া হবে।

মেয়েরা দলে দলে আসছে। এককড়ির বৃদ্ধা মা অনেক দূরে সাদা থান পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়ের দল দেখলেই খনখনে গলায় চিৎকার করছেন। সাবধান, বিধবারা কেউ কাছে যাবা না। সাবধান, বিধবারা দূরে। এককড়ির মা নিজেও বিধবা। তিনিও উৎসবে থাকতে পারছেন না।

আজকের উৎসবের কারণ এককড়ির মন্দির বানানো হচ্ছে। নেত্রকোণা থেকে রাজমিস্ত্রি এসেছে। তারা আজ মধ্যদুপুর থেকে ইট গাঁথা শুরু করবে। প্রথমে তৈরি হবে দেবীর মঞ্চ। মঞ্চে দেবী স্থাপনা হবে সন্ধ্যায়। এরপরেই শুরু

www.MurchOna.com

হবে দেয়াল গাঁথা। মধ্যদুপুর লগ্ন শুভ। অবিনাশ ঠাকুর ছক এঁকে বের করেছেন। এই বিশেষ সময়ে মঙ্গল কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাবে। অতি শুভ সময়।

মন্দির নির্মাণের যাবতীয় দেখাশোনা শ্রীনাথ করছেন। তাঁর আগ্রহের কোনো সীমা নাই। রামমন্দির হচ্ছে না, রাধাকৃষ্ণের মন্দিরই হচ্ছে। রাধাকৃষ্ণের মূর্তি শ্রীনাথ লাবুসের বাড়ি থেকে চাদরে জড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি এটাকে অপরাধ মনে করছেন না। দেবদেবী মুসলমান বাড়িতে অনাদরে অবহেলায় পড়ে ছিলেন। এখন পূজা পাবেন।

রাধাকৃষ্ণের এই মূর্তি হরিচরণের পরিবার পূজা করতেন। অষ্টধাতুর মূর্তি। চোখ ফেরানো যায় না এত সুন্দর।

মূর্তিটি যে চুরি গেছে লাবুসকে এই খবর দেয়া হয়েছে। খবর দিয়েছে হাদিস উদ্দিন। হাদিস উদ্দিন উত্তেজিত এবং দুঃখিত।

ছোটকর্তা, আমি হইলাম ওস্তাদ দরবার মিয়ার সাগরেদ। আমার চোখের সামনে জিনিস চুরি গেল। আমি কিছু বুঝলাম না। এই খবর শুনলে দরবার মিয়া আমার মুখে 'ছেপ' দিবেন।

লাবুস বলল, দরবার মিয়া যেহেতু শুনছেন না কাজেই তোমাকে মুখে ছেপ মাখতে হবে না।

আইজ না শুনলেন, কোনো একদিন তো শুনবেন। তখন কী উপায় হবে?

লাবুস বলল, একটা কিছু উপায় নিশ্চয়ই হবে। শান্ত হও।

ঘরের এমন দামি একটা জিনিস চুরি যাবে, আপনি কিছুই বলবেন না?

লাবুস বলল, চুরি তো যায় নাই। চোখের সামনেই থাকবে। মূর্তি দেখে সবাই আনন্দ পাবে।

হাদিস উদ্দিন বলল, কই আমি তো কোনো আনন্দ পাইতেছি না। আমার তো শইল জ্বইল্যা যাইতেছে। কপাল দিয়া গরম ভাপ বাইর হইতেছে।

লাবুস হাই তুলতে তুলতে বলল, সময়ে জ্বলুনি কমবে। এখন সামনে থেকে যাও।

সন্ধ্যাবেলা ধুমধামের সঙ্গে দেবীমূর্তি মঞ্চে স্থাপিত হলো। দেবীকে নৈবেদ্য দেয়া হলো। ভক্তরা প্রসাদ পেলেন। প্রায় সারারাত নামজপ হলো। ভোরবেলা দেখা গেল কে বা কারা মূর্তি চুরি করে নিয়ে গেছে। শুধু যে মূর্তি চুরি করেছে তা-না, যেখানে মূর্তি ছিল সেখানে এক তাল কাদা রেখে গেছে। কাদার ওপর দু'টা কাঁচকলা পাশাপাশি বসানো।

www.MurchOna.com

হাদিস উদ্দিনকে সকাল থেকেই খুব উৎফুল্ল দেখা গেল। সে নামাজ রোজার ধার ধারে না, কিন্তু সেদিন দুপুরে সে গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে মসজিদে জোহরের নামাজ পড়তে গেল। মসজিদে নতুন ইমাম সাহেব এসেছেন। শ্যামগঞ্জের আলীম পাশ বিরাট মাওলানা, নাম মোহম্মদ সিদ্দিক। নতুন ইমাম কেমন তা জানা প্রয়োজন।

মোহম্মদ সিদ্দিকের বয়স অল্প। সুন্দর চেহারা। গলার স্বর মিষ্টি। সমস্যা একটাই— তাঁর দাড়ি নেই। ইমাম সাহেবের দাড়ি না থাকলে কীভাবে হবে? ইমামের চাকরি দিতে গিয়ে ধনু শেখ থমকে গেলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, দুনিয়ার ইসলামি পাশ দিয়া বইসা আছ, তোমার দাড়ি কই?

ইমাম মাথা নিচু করে বলল, আমাদের বংশে দাড়ি নাই জনাব।

দাড়ি ছাড়া মাকুন্দা ইমাম লোকজন মানবে কেন?

সিদ্দিক বিনীত ভঙ্গিতে বলল, দাড়ি রাখা সুন্নত। নবীজির দাড়ি ছিল। যাদের দাড়ি হয় না তারা এই সুন্নত পালন করতে পারে না। এছাড়া আর কোনো সমস্যা নাই।

ধনু শেখ বললেন, সমস্যা যে নাই সেটা তুমি বলতেছ। সমস্যা তোমার না। সমস্যা আমার। লোকজন বলবে, ধনু শেখ ইচ্ছা কইরা মাকুন্দা নিয়া আসছে। যাই হোক, এসে যখন পড়েছ থাক। মুসুল্লিরা কেউ আপত্তি তুললে সঙ্গে সঙ্গে বিদায়।

আপত্তি তুলবে না।

আগ বাড়ায়া কথা বলবে না। আপত্তি তুলবে না তুমি জানো কীভাবে?

ইমাম সিদ্দিক চুপ করে রইল। ধনু শেখ বললেন, খাওয়া থাকা আমার বাড়িতে। বেতন দশ টাকা।

ঠিক আছে জনাব। তবে আপনার বাড়িতে থাকব না। রাতে মসজিদে থাকব।

মসজিদে কেন থাকবে?

আমি রাতে ইবাদত বন্দেগি করি। মসজিদে থাকা আমার জন্যে ভালো।

ধনু শেখ বললেন, তোমার জন্যে ভালো হলে ভালো। থাক মসজিদে, তবে সাবধানে থাকবা। এই মসজিদের কিছু দোষ আছে।

কী দোষ?

এই মসজিদের ইমামদের কিছুদিন পরই মাথা নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম ইদরিস ছিল। মাথা হয়ে গেল পুরাপুরি নষ্ট। বাজারের এক মেয়েছেলে বিবাহ

www.MurchOna.com

করল। এখন যে সে কোথায় আছে কেউ জানে না। তারপরে আসল করিম। বিরাট মাওলানা। সে এখন আধাপাগল হয়ে ঘুরতেছে। খবর পেয়েছি নিচুজাতের সঙ্গে এখন তার উঠাবসা। তারা চোলাই মদ বানায়, সেই মদ খায়া সে শুনেছি এইখানে সেইখানে পড়ে থাকে।

উনার কথা শুনেছি।

ধনু শেখ উগ্র গলায় বললেন, তার কথা শুনলে আমার কথাও নিশ্চয়ই শুনেছ ? তার তালাক দেয়া স্ত্রীর সাথে আমার যে বিবাহ হয়েছিল এটা শুনেছ ?

জি।

সেই মেয়ে যে রঙিলা নটিবাড়িতে থাকে, এটা শুনেছ ?

সিদ্দিক মাথা নিচু করে ফেলল। ধনু শেখ বললেন, মাথা নিচা করলা কেন ? তোমার স্ত্রী তো নটিবাড়িতে নাই। শাদি করেছ ?

জি-না।

আচ্ছা এখন সামনে থেকে যাও। মিজাজ খারাপ হয়ে গেছে। আরেকটা কথা, আতর মাইখা আমার কাছে আসবা না। আতরের গন্ধে আমার মাথায় যন্ত্রণা হয়।

জোহরের নামাজ পড়তে মুসুল্লি এসেছে মাত্র একজন— হাদিস উদ্দিন। জোহর কাজকর্মের সময়। নামাজি মানুষ এমনিতেই কম আসে। তাছাড়া নতুন ইমাম এসেছে, পাঞ্জেগানা নামাজ আবার শুরু হয়েছে— এই খবর এখনো সবার কাছে পৌঁছে নি।

নামাজ শেষ করে সিদ্দিক হঠাৎ বলল, জনাব, আপনার সঙ্গে যে আল্লাহপাকের দেখা হয়েছিল এটা কি আপনার স্মরণে আছে ?

হাদিস উদ্দিন হতভম্ব হয়ে বলল, এটা কী বললেন ?

সিদ্দিক হাসিমুখে বলল, না জেনে বলি নাই। জেনে বলেছি।

হাদিস বলল, আপনের মাথা তো আগের দুই মাওলানার চেয়েও খারাপ।

সিদ্দিক খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, আল্লাহপাক মানুষ সৃষ্টির আগে মানুষের আত্মা সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তিনি সব আত্মাকে একত্র করে বললেন, বলো তোমাদের রব কে ? আত্মারা সবাই একসঙ্গে বলল, আপনি আমাদের রব। এই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাস করলাম, আল্লাহপাকের সঙ্গে আপনার যে দেখা হয়েছিল এই ঘটনা ইয়াদ আছে কি-না ? সামান্য রহস্য করে বললাম। অপরাধ নিবেন না।

www.MurchOna.com

হাদিস উদ্দিন নতুন ইমাম সাহেবের জ্ঞানবুদ্ধিতে এবং বিনয়ে মোহিত হয়ে গেল। সে ঠিক করল, তেমন কোনো কাজকর্ম না থাকলে মাঝেমধ্যে নামাজে আসবে। জীবনযাপন করতে গেলে দু'একটা ছোটখাটো দোষত্রুটি হয়ে যায়। নামাজের মাধ্যমে সে সব কাটান দিতে হয়।

শ্রীনাথ মূর্তি চুরির বিষয়ে কথা বলার জন্যে ধনু শেখের কাছে গিয়েছে। মূর্তি কে নিয়েছে শ্রীনাথ জানে। ধনু শেখের মতো ক্ষমতাবান মানুষ ছাড়া তা উদ্ধার করা যাবে না।

ধনু শেখ তামাক টানতে টানতে বললেন, মূর্তি কে চুরি করেছে তুমি জানো?

শ্রীনাথ গলা নামিয়ে বলল, অবশ্যই জানি। লাবুসের ইশারায় চুরিটা হয়েছে। চুরি করেছে ল্যাংড়া হাদিস উদ্দিন।

ধনু শেখ বললেন, গলা নামায়া কথা বলতেছ কেন? আশেপাশে তো কেউ নাই।

শ্রীনাথ বলল, আপনি ব্যবস্থা না নিলে জিনিস উদ্ধার হবে না।

ধনু শেখ বললেন, শুনেছি রাধাকৃষ্ণ বিরাট দেবদেবী। তারা নিজেরা নিজেদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারে না? ধনু শেখের সাহায্য লাগে?

শ্রীনাথ বলল, দেবদেবীরা তাদের ক্ষমতা সর্বসাধারণে দেখান না। নিজেদের কাজ অন্যকে দিয়ে করায়ে নেন। উদ্ধারের কাজটা যেমন আপনার মাধ্যমে হবে।

ধনু শেখ তামাক টানা বন্ধ করে হঠাৎ গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, শশাংক পালের ভূত দেখার গল্পটা তো তুমি শেষ কর নাই। গাছে বসে ছিল ভূত। তুমি ঝাঁকি দিয়া ফেললা। তারপরে কী হলো?

শ্রীনাথ বলল, ওই গল্প আরেকদিন শেষ করব। আপনি মূর্তির মীমাংসাটা করেন। হাদিস উদ্দিন বদমাইশটা নিয়েছে।

বুঝলা কীভাবে?

পায়ের ছাপ দেইখা বুঝতে পেরেছি। যে চুরি করতে এসেছে তার পায়ের ছাপ পড়েছে। একপায়ের ছাপ গভীর। আরেকটা পাতলা। খোঁড়া পায়ের ছাপ পাতলা।

ধনু শেখ চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, পায়ের ছাপের কারণেই আমি চুরি করতে বাইর হই না। আমি যেখানেই যাব এক ঠ্যাং-এর ছাপ পড়বে। তোমার মতো বুদ্ধিমান লোক সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলবে চোর ধনু শেখ।

www.MurchOna.com

শ্রীনাথ দুঃখিত গলায় বলল, জনাব, আপনি পুরা বিষয়টা নিয়া হাসি তামাশা করতেছেন। এটা হাসি তামাশার কোনো বিষয় না। শুধু যে মূর্তি চুরি করেছে তা-না। হিন্দু জাতিরে বিরাট অপমানও করেছে।

কীভাবে অপমান করেছে ?

দু'টা কাঁচকলা রেখে গেছে।

ধনু শেখ বললেন, কাঁচকলার মধ্যে অপমানের কী আছে ? হিন্দু বিধবারে কলা দুইটা দেও, তারা বড়া বানায়ে খেয়ে ফেলবে।

বিষয়টা নিয়া যে কত বড় সমস্যা হবে আপনি তা বুঝতে পারতেছেন না। রঙ্গতামাশা করতেছেন। এটা রঙ্গতামাশার বিষয় না।

ধনু শেখ বললেন, এখন তুমি পথে আসছ। রঙ্গতামাশার বিষয় তো অবশ্যই না। মূর্তি চুরি নিয়া হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধতে পারে। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু মুসলমান কাটাকাটি যে শুরু করেছে এটা শুনেছ ? মুসলমান পিঁয়াজ খায়, গরু খায়, এইজন্যে কাটাকাটিতে সে আগায়া আছে। এই অঞ্চলে হিন্দু যদিও বেশি, কাটাকাটি শুরু হইলে দেখবা কী অবস্থা।

শ্রীনাথ উঠে পড়ল। এই লোকের সঙ্গে কথা বলতে আসাই তার ভুল হয়েছে। উন্মাদশ্রেণীর মানুষ। কী বলে না বলে সে নিজেও জানে না। ধনু শেখ বললেন, বেয়াদবের মতো হুট কইরা উঠে দাঁড়াইলা, তার কারণ কী ?

শ্রীনাথ বলল, আমার কথা শেষ, আমি চইলা যাব। বুঝেছি আপনার এখানে কোনো ফয়সালা হবে না।

কে বলেছে ফয়সালা হবে না ? অবশ্যই ফয়সালা হবে। আচ্ছা শ্রীনাথ, এই মূর্তি তোমরা পাইছ কই ? হরিচরণের ঠাকুরঘরে এমন মূর্তি ছিল। আমি নিজে অনেকবার দেখেছি।

শ্রীনাথ হড়বড় করে বলল, আমাদেরটা দেখতে একই রকম, কিন্তু মূর্তি ভিন্ন।

ধনু শেখ বললেন, তা হতে পারে। মানুষও একই চেহারার প্রায়ই পাওয়া যায়। এম এস বাহাদুর নামে আমার একটা লঞ্চ ছিল। সেখানে পাচক বামুন যে ছিল তার চেহারা অবিকল তোমার মতো। বিরাট চোর ছিল। একদিন তারে একশবার কানে ধরে উঠবোস করতে বললাম। বিশবার উঠবোস করে সে ধপাস করে পড়ে গেল। মিনমিন করে বলল, কর্তা আর পারব না। শ্রীনাথ শোন, মনের ভুলে কোনদিন যে তোমারেও উঠবোস করাই তার নাই ঠিক। একই রকম চেহারার কারণে ভুল হইতে পারে। মানুষ মাত্রই ভুল করে। ভালো কথা, শ্রীনাথ, তোমরার দেবদেবীরা ভুল করেন না ?

www.MurchOna.com

শ্রীনাথ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। ধনু শেখের কাছে আসা বিরাট ভুল হয়েছে। তার উচিত ছিল মন্দিরের কাছে থাকা। রাজমিস্ত্রিদের কাজ তদারক করা। মন্দির নির্মাণ বন্ধ হয় নি। কাজ পুরোদমে চলছে।

ধনু শেখ বললেন, বেশি চালাক হওয়া ঠিক না শ্রীনাথ। আমি বেশি চালাক হয়েছিলাম, আমার ঠ্যাং চলে গেছে। ইমাম করিম বেশি চালাক হয়েছিল, তার বউ চলে গেছে। তোমার কী যায় কে জানে।

শ্রীনাথ বলল, আমার যাওয়ার মতো কিছু নাই।

তাও ঠিক। এখন গল্পটা শেষ কর।

কী গল্প ?

শশাংক পালের গল্প। এত বড় জমিদার ভূত হইয়া গাছে বসা। কী লজ্জার কথা! তারপর তুমি কী করলা ? ঝাঁকি দিয়া ভূত পাড়লা ? ভূত ধুপ্‌পুস কইরা মাটিতে পড়ল ?

ইমাম করিম মাধাই খালের পাড়ে বসে আছে। সকাল থেকেই এই জায়গায় বসে ছিল। এখন মধ্যদুপুর। কাল রাতে সে স্বপ্নে দেখেছে, কলার ভেলায় করে শরিফা খাল বেয়ে আসছে। শরিফার পরনে সুন্দর শাড়ি। বোরকা হাতে পুঁটলি পাকিয়ে ধরা। মাথায় ঘোমটাও দেয় নাই। করিম বলেছে, ছিঃ ছিঃ শরিফা, এইসব কী ? বোরকা হাতে নিয়া বইসা আছ কেন ? কতজন তোমারে দেখবে!

শরিফা বলল, দেখুক।

করিম বলল, এটা কেমন কথা বললা ? সারাজীবন তোমারে পর্দা পুশিদার কথা বলেছি।

শরিফা বলল, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা। ভেলায় উঠেন দেখি।

করিম স্বপ্নের মধ্যেই ভেলায় উঠলেন। ভেলাটা তখন নৌকা হয়ে গেল। স্বপ্নে এই ব্যাপারগুলি এমনভাবে ঘটে যে মোটেই অস্বাভাবিক লাগে না। করিম বলল, আমরা যাই কই ?

শরিফা বলল, ভাটির দেশে যাই। ভাটির দেশে আমার স্বামী থাকে। তার সাথে ঘর করতে যাই।

তোমার স্বামী আবার কে ? আমি তোমার স্বামী।

উঁহু। আপনে আমার কেউ না।

করিম বলল, তোমারে একটা কথা বলব ?

শরিফা বলল, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা।

www.MurchOna.com

করিম মাধাই খালের পাড়ে বসে আছে, একটু পরপর বিড়বিড় করে বলছে, আপনের কথা ব্যাঙের মাথা। করিম বুঝতে পারছে তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একই কথা অসংখ্যবার বলা মাথা খারাপের প্রথম লক্ষণ।

মাথা খারাপ মানুষদের জন্যে অনেক সুবিধা আছে। তাদের জন্যে নামাজ রোজা মাফ। তারা খুন করলেও খুনের বিচার হবে না। একটা খুন করলে না, দশটা খুন করলেও না।

করিম ঠিক করে রেখেছে, পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলে সে কয়েকটা খুন করবে। পুরোপুরি পাগল সে এখনো হয় নাই। পুরোপুরি পাগল হলে গায়ে কাপড় রাখতে পারত না। পাগলের শীত-গ্রীষ্ম বোধ থাকে না। তার এখনো আছে। গা থেকে কম্বল খুলে দেখেছে শীত লাগে। পানিতে নামলে শীত লাগে। শীতের কারণে সে গোসল বন্ধ করে দিয়েছে।

করিম উঠে দাঁড়াল। ক্ষুধাবোধ হচ্ছে। কিছু খাওয়া দরকার। সে লাবুসের বাড়ির দিকে রওনা দিল। যাদের সে খুন করবে সেই তালিকায় লাবুসের নাম আছে, তারপরেও সে যায়। হাদিস উদ্দিন তাকে দেখলেই বলে— ইমাম সাব, কিছু খাবেন ? হাত ধুইয়া আসেন, খানা দেই।

হাত ধুইতে পারব না, তুমি খানা দাও। হাত ধুইতে গেলে শীত লাগবে।

ময়লা হাতে খাইবেন ?

মাথায় হাত মুইছা খাব। অসুবিধা নাই। পাগলের জন্যে সব মাপ।

করিম লাবুসের বাড়ির কাছাকাছি এসে মত বদলাল। ক্ষুধাটা চলে গেছে। যেহেতু ক্ষুধা নাই ওই বাড়িতে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। সে জুম্মাঘরের দিকে রওনা হলো। নতুন ইমাম এসেছে, তার সঙ্গে এখনো পরিচয় হয় নাই। পরিচয় থাকা উচিত। তাছাড়া ইমাম নতুন মানুষ। তাকে পরামর্শ দেওয়াও করিমের কর্তব্য। তাকে অঞ্চলের হাবভাব বুঝিয়ে দিতে হবে। নতুন মানুষ বিপদে যেন না পড়ে। একেক অঞ্চলের ভাব একেক রকম। রঙিলা নটিবাড়ির বিষয়টাও ইমাম সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ভুলেও যেন সেদিকে না যায়। যাওয়া দূরের কথা, ওইদিকে তাকালেও বিরাট পাপ হবে। হাবিয়া দোজখের আগুনে পুড়ে মরতে হবে। নতুন ইমাম সাহেবের জ্ঞান বুদ্ধি, হাদিস কোরানের ওপর দখল কেমন এগুলোও দেখতে হবে। আজান দিয়া নামাজ পড়াতে পারলেই ইমাম হওয়া যায় না।

ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে উঠতে গিয়ে করিম ভুরু কুঁচকে তাকাল। মনিশংকরের ছেলে শিবশংকর আসছে। করিম দ্রুত চিন্তা করল, খুন করার তালিকায় এই ছেলে আছে কি-না।

www.MurchOna.com

না, এই ছেলের নাম নেই। করিম হাসিমুখে এগিয়ে গেল। খুনের তালিকায় যাদের নাম নেই, তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা উচিত। করিম বলল, বাবা, কেমন আছ ?

শিবশংকর বলল, বেশি ভালো না কাকু। আমার রোজ জ্বর আসছে।

ম্যালেরিয়া হয়েছে। কুইনাইন খাওয়া দরকার।

কুইনাইন খাচ্ছি।

বিসমিল্লাহ বলে খাও না তো ? বিসমিল্লাহ বলে খেলে কাজ হবে না। ওষুধপত্র খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলা নিষেধ। তখন বলতে হয় আল্লাহু শাফি। আল্লাহু কাফি।

কাকু, আমি হিন্দু।

সেটা তো জানি। জানব না কেন ? পুরাপুরি পাগল তো হই নাই। যেদিন হব সেদিন হিন্দু-মুসলমান ভেদ থাকবে না। তখন আমার কাছে হিন্দুও যা, মুসলমানও তা।

শিবশংকর দুঃখিত চোখে তাকিয়ে আছে। করিম বলল, বাবা এখন যাই। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। যদিও আমার কথা হলো ব্যাঙের মাথা। শরিফা এরকম বলে। শরিফাকে চিনেছ তো ? আমার স্ত্রী। সম্পর্কে তোমার চাচি হয়। এখন সে আছে রঙিলা নটিবাড়িতে। ঠিক করেছি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে যাব। টাকা-পয়সার জোগাড় হচ্ছে না বলে যেতে পারছি না। তাড়াহুড়াও কিছু নাই। তোমার চাচি তো আর পালায়া যাচ্ছে না। রঙিলাবাড়িতে একবার কেউ ঢুকলে পালাতে পারে না। বাকিজীবন ওইখানে কাটাতে হয়।

নয়া ইমাম মোহম্মদ সিদ্দিকের জ্ঞান-বুদ্ধিতে করিম সন্তুষ্ট হলো। সব প্রশ্নের জবাব নতুন ইমাম ঠিকঠাক দিলেন। করিম এতটা আশা করে নি।

করিম বলল, ইমাম সাহেব, বলেন দেখি হাবুতি সনটা কী ? বাংলা সন, হিজরি সনের কথা সবাই জানে। হাবুতি সনের কথা জানে জ্ঞানীজন। চট করে বলেন হাবুতি সন কী ?

মোহম্মদ সিদ্দিক বললেন, হযরত আদম (আঃ)-এর বেহেশত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের দিন থেকে হাবুতি সন শুরু।

করিম বললেন, হয়েছে। মাশাল্লাহ। এখন বলেন নবীদের মধ্যে সবচে' দীর্ঘ আয়ু কে পেয়েছেন, স্বল্প আয়ু কে পেয়েছেন ?

সবচে' দীর্ঘ আয়ু পেয়েছেন দুই নবী। হযরত নুহ (আঃ) এবং হযরত আয়ুব (আঃ), দুইজনই ১৪০০ বছর বেঁচেছেন। আর অল্প আয়ু পেয়েছেন

www.MurchOna.com

দুইজন। হযরত ঈসা (আঃ), উনি বেঁচেছেন মাত্র ৩৩ বৎসর। আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদও (দঃ) অল্প আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি বেঁচেছেন মাত্র ৬৩ বৎসর।

মাশাল্লাহ। শেষ প্রশ্ন, এটা না পারলেও ক্ষতি নাই। হযরত আদমের বংশধরদের তালিকা বলেন। নবীবংশ বললেই হবে।

মোহম্মদ সিদ্দিক চোখ বন্ধ করে তালিকা বলা শুরু করলেন— *

(১) হযরত আদম (আঃ)
(২) হযরত শীশ (আঃ)
(৩) হযরত ইয়াসিন (আঃ)
(৪) হযরত কাইনান (আঃ)
(৫) হযরত মাহলীল (আঃ)
(৬) হযরত ইয়ারত (আঃ)
(৭) হযরত ইদরিস (আঃ)
(৮) হযরত আখিমুখ (আঃ)
(৯) হযরত শালিখ (আঃ)
(১০) হযরত লামক (আঃ)
(১১) হযরত নুহ (আঃ)
(১২) হযরত সাম (আঃ)
(১৩) হযরত আরফাক শাম (আঃ)

করিম বললেন, আর বলতে হবে না। মাশাল্লাহ। আপনার জ্ঞানে আমি মুগ্ধ। আসেন কোলাকুলি করি।

মোহম্মদ সিদ্দিক বললেন, আপনার সঙ্গে আমি কোলাকুলি করব না। আপনার শরীর এবং কাপড় নোংরা। আপনি কতদিন গোসল করেন না কে জানে।

শীতের কারণে গোসল করতে পারতেছি না। তাছাড়া সাবানও নাই। সাবান ছাড়া গোসল করে ফয়দা কী ?

সিদ্দিক বললেন, আমি গরম পানি আর সাবানের ব্যবস্থা করলে গোসল করবেন ? গোসল করা উচিত। আমাদের নবী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

গরম পানি কোথায় পাবেন ?

---

* এই তালিকার সঙ্গে লুক লিখিত সুমাচারের অদ্ভুত মিল আছে। শুধু কিছু নামের বানান ভিন্ন। —লেখক

www.MurchOna.com

আমি ব্যবস্থা করব।

গোসলের পর পরব কী ?

আমি লুঙ্গি, পাঞ্জাবির ব্যবস্থা করব।

করিম বেশকিছু সময় চিন্তা করে বললেন, গোসল করতে রাজি আছি।

মোহম্মদ সিদ্দিক গরম পানির সন্ধানে গেলেন। গরম পানি, সাবান, পরিষ্কার ধোয়া কাপড় নিয়ে ফিরে এসে দেখেন— করিম নেই।

সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রথমে গুড়িগুড়ি কুয়াশার মতো পড়ছিল। যতই রাত বাড়তে লাগল বৃষ্টিও বাড়তে লাগল। একসময় শিল পড়তে শুরু করল। শীতের দিনে এমন শিলাবৃষ্টি অনেক দিন এই অঞ্চলে হয় নি। ধনু শেখ আগ্রহ নিয়ে শিলপড়া দেখছেন। পা ভালো থাকলে ছোটবেলার মতো শিল কুড়াতেন। মাটির গোল সরায় শিল জমা করতেন। কিছুক্ষণ পর সরা ভাঙলে পাওয়া যেত বরফের গোল বল। ধনু শেখ ডাকলেন, সদরুল।

সদরুল দৌড়ে এলো।

ধনু শেখ বললেন, আমি আবছামতো দেখেছি করিম কদম গাছের নিচে দাঁড়ায়ে আছে। বৃষ্টিতে ভিজতেছে। মাথার মধ্যে শিল পড়তেছে।

তাড়ায়া দিয়া আসি ? যদি বলেন বাড়ি দিয়া ঠ্যাং ভাঙ্গব। বড় ত্যক্ত করতেছে।

ধনু শেখ বললেন, না। তারে ধইরা নিয়া আস। সাবান ডইল্যা গরম পানি দিয়া গোসল দেও। শুকনা কাপড় দেও। আইজ তারে সঙ্গে নিয়া খানা খাব। তারে দেইখা হঠাৎ মায়া লাগল।

সদরুল বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল।

ধনু শেখ বললেন, এইভাবে তাকায়া আছ কেন ? আমার কথা বুঝতে পার নাই ?

বুঝেছি।

তাহলে দৌড় দেও।

সদরুল কদম গাছের দিকে ছুটে গেল।

করিম জলচৌকিতে ঝিম ধরে বসে আছে। সদরুল তার গায়ে সাবান ডলছে। অন্য একজন লোটায় করে মাথায় পানি ঢালছে। করিম লজ্জায় মরে যাচ্ছে। খালি গায়ে তাকে গোসল দেয়া হচ্ছে— এই কারণে লজ্জা না। আতর নামের

www.MurchOna.com

মেয়েটা দূর থেকে তাকে দেখছে এটাই লজ্জা। খুন করার তালিকায় এই মেয়েটা আছে কি-না করিম মনে করতে পারছে না। মনে হয় আছে। মেয়েটাকে সে একটা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিটা সে শরিফাকে দেয় নি। যদি দিত অবস্থা ভিন্ন হতো। এই অপরাধ গুরুতর। এই অপরাধের জন্যে অবশ্যই তাকে খুন করা যায়। তবে এ মেয়েছেলে এবং বয়স অল্প। অল্পবয়েসি মেয়েছেলের কারণে তাকে কি ক্ষমা করা যায় ? করিম চিন্তা করে কূল পাচ্ছে না।

আতর আজ তার বাবার কিছু অপরাধ ক্ষমা করেছে। বাবা যে মমতা ইমাম করিমকে দেখিয়েছে সেই মমতার হয়তো অন্য অর্থ আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে মমতাটাই চোখে পড়ছে। অন্যকিছু না। আতর ছাতি মাথায় দিয়ে শিল কুড়াতে শুরু করল।

করিম মুগ্ধ হয়ে আতরের শিল কুড়ানো দেখছে। শরিফাও শিল কুড়াত। গ্লাসে জমা করে রাখত। শরিফার একটা কাজ আতর করছে, এইজন্যে করিম আতরকে ক্ষমা করে দিল। এবং কোমল গলায় বলল, আম্মাজি, ভালো আছেন ?

আতর বলল, এখন থেকে আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন। পথেঘাটে ঘুরবেন না।

করিম বলল, কেন ?

আতর বলল, আপনি আমাকে আম্মাজি ডেকেছেন এইজন্যে।

করিমের চোখে পানি এসে গেছে। তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে বলে চোখের পানি আলাদা করা যাচ্ছে না।

শীতে ধনু শেখের শরীর জমে যাচ্ছে। বিলাতি পানিতে শীত কমবে। একা একা এই পানি খেয়ে মজা নাই। রঙিলা বাড়িতে যাওয়া যায়। ঝড়বৃষ্টিতে পথ কাদা হয়ে আছে। পাল্কি বরদাররা পা পিছলে পাল্কি নিয়ে পড়লে অবস্থা কাহিল হবে। ধনু শেখ কী করবেন মনস্থির করতে পারছেন না। রঙিলা বাড়িতে গেলে শরিফার সঙ্গে দেখা হবে। এর আলাদা আনন্দ। নতুন জায়গায় মেয়েটা কেমন আছে স্বচক্ষে দেখা। তার ঘটনা কী জানা। ধনু শেখ ডাকলেন, সদরুল।

সদরুল ছুটে এলো।

শীত কেমন নামল বলো দেখি ?

ভালো নামছে।

বুড়াবুড়ি যা আছে এই শীতে শেষ হবে কি-না বলো ? শীত হলো বুড়া মরার কাল। ঠিক বলেছি না ?

www.MurchOna.com

অবশ্যই ঠিক বলেছেন।

আমি নিজেও তো বুড়ার দলে। শীতে আমারও মরণের কথা।

আপনে কী যে কন!

ধনু শেখ বললেন, আমার শীত কমানোর ব্যবস্থা কর। শীত না কমলে আমি শেষ।

সদরুল মাথা চুলকাচ্ছে। শীত কীভাবে কমাবে বুঝতে পারছে না। সে ইতস্তত করে বলল, আগুন করব ?

ধনু শেখ বললেন, এটা মন্দ না। শীতের আসল ওষুধ আগুন। বড় করে আগুন কর, কয়েকটা হিন্দু বাড়ি জ্বালায়া দাও।

সদরুল বলল, কথাটা বুঝলাম না।

ধনু শেখ বললেন, কথা না বুঝার কী আছে ? সব জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলতেছে। এইখানে কিছুই নাই। হিন্দুস্থান পাকিস্তান ভাগাভাগি যখন হবে, তখন দেখা যাবে বান্ধবপুর পড়েছে হিন্দুস্থানে। সেটা ভালো হবে ?

জে না।

হিন্দু কিছু কমাইতে হবে। ভোটাভুটিরও ব্যাপার আছে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন কিছু হিন্দু কমে, কিছু দেশ ছাইড়া পালায়।

আইজ আগুন দেওয়া সমস্যা। বৃষ্টিতে সব ভিজা।

ধনু শেখ হতাশ গলায় বললেন, তোমরার বুদ্ধি গরু-ছাগলের বুদ্ধি। পেট্রল ঘরে রাখা আছে না ? পানির সাথে মিশলে পেট্রল ভালো জ্বলে। বুঝেছ ?

জি।

ঠান্ডা আর ঝড়বৃষ্টির কারণে লোকজন সব থাকবে ঘরে। আগুনের কারিগররে কেউ দেখবে না। কথা ঠিক বলেছি ?

জি বলেছেন।

এককড়ির দোকানটা অবশ্যই জ্বালাইবা।

জি আচ্ছা।

জুম্মাঘরে আগুন দিতে ভুলবা না কিন্তু।

কথাটা বুঝলাম না।

ধনু শেখ ঠান্ডা গলায় বললেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট আসবে। পুলিশ সুপার আসবে। তারা স্বচক্ষে দেখবে মুসলমানের পবিত্র ধর্মস্থান হিন্দুরা কীভাবে জ্বালায়ে দিয়েছে। এখন বুঝেছ ?

www.MurchOna.com

বুঝেছি। আপনার বুদ্ধির কোনো সীমা নাই।

বুদ্ধি অনেকেরই আছে। সবে বুদ্ধি ব্যবহার করে না। আমি করি। পাল্কি ঠিক করতে বলো। রঙিলা বাড়িতে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শীত কমানোর ব্যবস্থা।

আগুনের ব্যবস্থা কি এখনই করব ?

অবশ্যই। আগুন দেখতে দেখতে যাব।

প্রায় একই সঙ্গে কয়েকটা জায়গায় আগুন জ্বলল। এককড়ির দু'টা দোকান। ভরদ্বাজের বাড়ি। মনিশংকরের বাংলাঘর এবং জুম্মাঘর। বান্ধবপুর অঞ্চল জুড়ে হৈচৈ ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। বাচ্চাদের কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে। অনেক হিন্দু বাড়িতে শঙ্খ বাজানো শুরু হয়েছে। ভয়াবহ দুর্যোগে শঙ্খ বাজানোর নিয়ম।

ধনু শেখ পাল্কি করে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন শ্রীনাথ দৌড়ে যাচ্ছে। তিনি ডাকলেন, শ্রীনাথ, যাও কই ?

শ্রীনাথ থমকে দাঁড়াল। জবাব দিল না। ধনু শেখ বললেন, যেখানেই যাও ধীরেসুস্থে যাও। রাস্তা পিছল। পিছল রাস্তায় সাবধানে হাঁটতে হয়। বুদ্ধিমান মানুষ সাবধানে হাঁটে। তোমারে বুদ্ধিমান জানতাম।

শ্রীনাথ কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। ধনু শেখ বললেন, শশাংক পালের ভূতের বিষয়টা শুনলাম না। ঝাঁকি দিয়া ভূতটারে তুমি যখন নিচে ফেললা তখন কী হইল ? আচ্ছা থাক, পরে শুনব। মনে হয় আইজ তুমি সামান্য ব্যস্ত।

ধনু শেখের পাল্কি এগুচ্ছে। শ্রীনাথ কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। আগুন বাড়ছে। বাতাসের কারণে দ্রুত ছড়াচ্ছে।

মালেকাইন ধনু শেখের যত্নের চূড়ান্ত করছেন। বিলাতি পানি আনা হয়েছে। হুক্কায় আম্বুরী তামাক পুড়ছে। পিতলের বড় মালসায় কাঠকয়লার আগুন করে ধনু শেখের পাশে রাখা হয়েছে। হাত গরম করার ব্যবস্থা। ধনু শেখ বললেন, একটা পা না থাকার কারণে আমার এখানে আসা-যাওয়ার বড়ই অসুবিধা। আসতে ইচ্ছা করলেও আসতে পারি না।

মালেকাইন বললেন, আহা আহা!

ধনু শেখ বললেন, আমার এই অসুবিধা আপনি সহজেই দূর করতে পারেন।

www.MurchOna.com

মালেকাইন বললেন, অবশ্যই। আমার চার বেহারার পাল্কি আছে। আপনি খবর দিলেই পাল্কি যাবে। আদবের সাথে আপনাকে নিয়ে আসবে।

ধনু শেখ বললেন, পাল্কি আমারও আছে।

মালেকাইন বললেন, তাও ঠিক।

ধনু শেখ তামাকে লম্বা টান দিয়ে বললেন, আমার সমস্যা দূর করার সহজ উপায় রঙিলা বাড়ির যাকে আমার পছন্দ তারে পাল্কি দিয়া আমার কাছে পৌছায়ে দেয়া।

মালেকাইন বললেন, সেটা সম্ভব না। এই বাড়ির কিছু নিয়ম আছে। অনেক দিনের পুরনো নিয়ম। বাড়ির মেয়ে কোনোখানে পাঠানো যাবে না। এরা থাকবে আলাদা। কোনোখানে যাবে না।

দিনের সাথে নিয়ম পাল্টায়। ইংরেজ আমলের নিয়ম আর স্বরাজ আমলের নিয়ম এক না।

মালেকাইন বললেন, স্বরাজ এখনো হয় নাই। যখন হবে তখন দেখব। তবে রঙিলা বাড়ির নিয়ম তখনো বহাল থাকবে।

ধনু শেখ বললেন, আপনার প্রয়োজন টাকা। নিয়মের আপনার প্রয়োজন নাই। আমি যখন কাউকে নিজের বাড়িতে নিয়া রাখব ডাবল টাকা দিব।

তিনগুণ টাকাতেও হবে না।

ধনু শেখ বললেন, না হলে কী আর করা। আমি নিজেও নিয়ম মানা মানুষ। নিয়মের বাইরে যাই না। বান্ধবপুরের বিভিন্ন জায়গায় আগুন লেগেছে। এই খবর কি পেয়েছেন ?

পেয়েছি।

আগুন নিয়ম মানে না। সে তার ইচ্ছায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। আপনি সাবধানে থাকবেন যেন রঙিলা বাড়িতে আগুন না ধরে। রঙিলা বাড়ি পুইড়া ছাই হয়ে গেলে আপনার আমার সবেরই অসুবিধা।

মালেকাইন ধনু শেখের গ্লাসে বিলাতি পানি ঢালতে ঢালতে চিন্তিত গলায় বললেন, আপনি কাকে নিজের বাড়িতে নিতে চান ?

ধনু শেখ বললেন, শরিফাকে।

আজই নিতে চান ?

হুঁ।

রাখবেন কত দিন ?

www.MurchOna.com

জানি না।

মালেকাইন বললেন, ঠিক আছে নিয়া যান।

ধনু শেখ বললেন, আপনার অনেক মেহেরবাণী।

শরিফা আলাদা পাল্কিতে ধনু শেখের বাড়িতে যাচ্ছে। তাকে চিন্তিত বা দুঃখিত মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে ক্লান্ত। যেন অনেক দিন শান্তিমতো ঘুমাচ্ছে না। সে পাল্কিতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বান্ধবপুরের আগুনে পাঁচজন মানুষ মারা গেল। এদের মধ্যে মুসলমান একজন। জুম্মাঘরের নতুন ইমাম মোহম্মদ সিদ্দিক। আগুন লাগার পর সে দরজা খুলে বের হতে পারে নি। দরজা খুঁজে পায় নি। মসজিদের ভেতর ছোটাছুটি করেছে এবং চিৎকার করেছে— ইবলিশ শয়তান। ইবলিশ। ইবলিশ। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ধারণা ছিল— ইবলিশ শয়তান কিছু একটা করছে। ইবলিশের মায়া। আসলে আগুন-টাগুন কিছুই লাগে নি।

গৌরাঙ্গ এককড়ির দোকানেই ঘুমাত। আগুন লাগার পর সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল। দোকানের ক্যাশবাক্স উদ্ধারের জন্যে সে আবার দৌড় দিয়ে জ্বলন্ত ঘরে ঢুকে। তখনি ঘরের চাল তার ওপর পড়ে। ক্যাশবাক্সে ছিল ছয় টাকা সাত আনা।

বাকি তিনজন শিশু। ভরদ্বাজের তিন মেয়ে— সুশিলা, সরজুবালা এবং দুর্গা। উদ্ধারের পর দেখা যায় তিনবোন জড়াজড়ি করে আছে।

বান্ধবপুরে বুনকা বুনকা ধোঁয়া উড়ছে। আগুন জ্বলছে। কিছু জায়গায় এখনো আগুন নেভানোর চেষ্টা হচ্ছে। ধনু শেখ আগ্রহ নিয়ে আগুনের খেলা দেখছেন।

আরো একজন আগুনের খেলা দেখছেন তাঁর গোপন বাংকারে বসে। তাঁর নাম হিটলার। হিটলারের সামনে বৃদ্ধ এক জিপসি। সে দেয়াশলাইয়ের কাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। জিপসির নাম ইয়ান'র। তাঁর চেহারা সাধু সন্তের মতো। লম্বা দাড়ি, লম্বা চুল। ঘন নীল চোখ।

ইয়ান'র একের পর এক কাঠি জ্বালাচ্ছে। কাঠির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে। দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। নিজের মনে বিড়বিড় করছে। তার সামনে বিশ্বের অতি ক্ষমতাধর একজন বসে আছে। এই ঘটনা তাকে তেমন আলোড়িত করছে বলে মনে হচ্ছে না।

www.MurchOna.com

হিটলার দেয়াশলাইয়ের কাঠির আগুনে জার্মান বাহিনীর ভবিষ্যৎ দেখতে চাচ্ছেন। ভবিষ্যৎ দেখা খেলা তাঁর পছন্দের। টেরট কার্ড দিয়ে ভবিষ্যৎ বলার কিছু পদ্ধতি তিনি নিজেও জানেন। কার্ড দেখে যুদ্ধে জার্মানির ভবিষ্যৎ বলার খেলা মাঝেমধ্যে তিনি তাঁর বান্ধবী ইভা ব্রাউনের সঙ্গে খেলেন।

হিটলার বললেন, কী দেখলে ?

জিপসি শিতল গলায় বলল, বরফ পড়ছে।

শীতকালে বরফ পড়বে। শীতকালে আকাশ থেকে কমলা বৃষ্টি হবে না। ভালো করে দেখে বলো, রাশিয়াতে আমার বাহিনীর অবস্থা কী ?

বরফ পড়ছে। জার্মানবাহিনী বরফের কাছে পরাজিত।

হিটলার বললেন, বরফ শুধু জার্মানবাহিনীর ওপর পড়ছে না। রুশদের ওপরও পড়ছে।

জার্মানবাহিনী বরফের হাতে পরাজিত। রুশবাহিনী না, রুশরা বরফের সঙ্গে পরিচিত।

তোমার দেশ কোথায় ?

আমি জিপসি। আমার কোনো দেশ নেই।

জন্মেছ কোথায় ?

মস্কোর কাছে, ভলগা নদীর তীরে।

জার্মানবাহিনী রুশদের কঠিন শিক্ষা দিয়েছে, এই গল্প তুমি জানো। জার্মানদের প্রতি ক্রোধের কারণে জার্মানবাহিনী সম্পর্কে এধরনের কথা বলছো।

আমি জিপসি, কারো প্রতি আমার কোনো ক্রোধ নেই।

হিটলার উঠে দাঁড়ালেন। জিপসি তখনো বসে। এখনো তার হাতে দেয়াশলাইয়ের কাঠি। হিটলার নির্দেশ দিলেন ইহুদিদের সঙ্গে জিপসিদেরও যেন নির্মূল করা হয়। আধুনিক জার্মানি হবে ইহুদি এবং জিপসিমুক্ত।

লেনিনগ্রাদ অবরুদ্ধ। জার্মানরা এই শহরকে একটা মৃত শহরে পরিণত করেছে। চব্বিশ ঘণ্টাই কামানের গোলাবর্ষণ হচ্ছে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী রেলস্টেশন তিখভিন জার্মানদের দখলে। বোমা এবং কামানের আঘাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি মোটামুটি ধ্বংস। শহরে খাদ্য নেই বললেই হয়। কলকারখানার শ্রমিকরা গ্রিজ, কারখানার তেল খাচ্ছে। কাঠের গুড়ি দিয়ে রুটি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। ক্ষুধার্ত মানুষজন কুকুর-বিড়াল সিদ্ধ করে খাচ্ছে। নরমাংস খওয়ার ঘটনাও ঘটছে।

www.MurchOna.com

অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। বসতবাড়িতে বিদ্যুৎ দেয়া হচ্ছে না। সামান্য বিদ্যুৎ যা তৈরি হচ্ছে চলে যাচ্ছে কলকারখানাতে। শীতে জমে যাওয়া মানুষজন ঘরের কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র পুড়িয়ে চেষ্টা করছে শরীর উষ্ণ রাখতে। শহরে শিশুখাদ্য শেষ। কর্তৃপক্ষ প্রতিটি শিশুর জন্যে সপ্তাহে ছয়গ্রাম চিনি বরাদ্দ করেছেন। সেই চিনির জন্যে দীর্ঘ লাইন।

জার্মানরা শহরটিতে কোনো খাদ্য আসতে দিচ্ছে না। সব পথ বন্ধ। একটা পথ অবশ্যি খোলা আছে। লাগোদা হ্রদের ওপর দিয়ে ট্রাকে করে খাদ্য নিয়ে আসা। ট্রাক আসার জন্যে হ্রদের পানি জমে কম করে হলেও দু'শ মিলিমিটার পুরো হতে হবে। তার জন্যে আরো তুষারপাত প্রয়োজন। বন্দি লেনিনগ্রাদবাসী শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রার্থনা করছে আরো দুর্দান্ত শীতের। তুষারপাতের। যেন লাগোদা হ্রদ জমে লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়।

২৬ নভেম্বর (১৯৪২) আটটা ট্রাক লেনিনগ্রাদ থেকে বের হয় এবং লাগোদা হ্রদ পার হয়ে খাদ্য নিয়ে শহরে ফিরে আসে। খাদ্যের পরিমাণ ৩৩ টন।

একই সঙ্গে জাবেরি নামের শহরের সঙ্গে লেনিনগ্রাদের যোগাযোগের জন্যে রাস্তা বানানো হয়। জাবেরি থেকে খাদ্য আনার ব্যবস্থা। মাত্র ২৭ দিনে তৈরি হয় দুশ মাইল রাস্তা। এই সড়কই বিখ্যাত 'রোড টু লাইফ'। ডিসেম্বরের ছয় তারিখ তিনশ' ট্রাক খাদ্য নিয়ে লেনিনগ্রাদের দিকে যাত্রা করে।

রুশরা জার্মানদের হাত থেকে দখল করে নেয় রেলস্টেশন তিখভিন। রুশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মানির ওপর।

জার্মানদের পরাজয়ের স্বাদগ্রহণের পালা শুরু হয়।

www.MurchOna.com

জুলেখা কলিকাতা বেতার ভবনের একটা ঘরে অনেকক্ষণ হলো বসে আছে। ঘরটির বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা— মহিলাদের বিশ্রাম কক্ষ। তিন-চারজন পুরুষ মানুষকে দেখা যাচ্ছে। তারা আসছে যাচ্ছে।

ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতা। হারমোনিয়াম তবলা আছে। হারমোনিয়ামের পাশেই বিরাট এক পিকদান। কেউ কেউ পানের পিক ফেলার জন্যেই ঘরে ঢুকছেন। পিক ফেলে চলে যাচ্ছেন।

জুলেখা এসেছে, আজ তাকে একটি গানের সুর দেখিয়ে দেয়া হবে। সে গলায় গান তুলবে। কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ইসলামি গান। ইসলামি গানের এখন খুব কদর হয়েছে। 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে' গানটির রেকর্ড আছে সব মুসলমানের বাড়িতে। আব্বাসউদ্দিনের সুরেলা গলা এইক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

জুলেখা যে গান গাইবে তার কথা—

ভালোবাসা পায় না যে জন
রসুল তারে ভালোবাসে।
উম্মতেরে ছেড়ে কভু
বেহেশতে যায় না সে॥
যে জন বেড়ায় পিয়াস লয়ে
দ্বারে দ্বারে নিরাশ হয়ে
সবুরেরি মেওয়া নিয়ে
নবীজি তাঁর সামনে আসে॥
যে খেটে খায় হালাল রুজি
তারি দুনিয়াদারি
মোর নবীজি কমলিওয়ালা
সহায় যে হন তারি
সংসারে যে নয় উদাসীন
খোদার কাজে যে রহে লীন

www.MurchOna.com

রসুল তারে বক্ষে বাঁধেন
রহমতেরি বাহুর পাশে। *

জুলেখাকে গানের কথা দেয়া হয়েছে। সুর বলা হয় নি। কাজী নজরুল ইসলাম তাকে সুর দেখিয়ে দেবেন এবং গলায় গান তুলে দেবেন। এই আলাভোলা মানুষটার সঙ্গে জুলেখার পরিচয় আছে। তিনি যখন রেকর্ড কোম্পানিতে চাকরি করতেন তখনি পরিচয়।

কাজী নজরুল রেকর্ড কোম্পানির কাজ ছেড়ে রেডিওতে যোগ দিয়েছেন। রেডিওকে বলা হচ্ছে 'আকাশবাণী'। রবীন্দ্রনাথের দেয়া নাম। আকাশবাণীতে যোগ দেয়ার পর থেকে কবি নজরুল অন্যমনস্ক। কথাবার্তা এলোমেলো। হঠাৎ হঠাৎ বিচিত্র সব কথা বলেন। কাজে কোনো মন নেই। বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে তিনি হঠাৎ বললেন, দুদিন আগে যেমন করে যে ভাষায় বলতে পারতাম, সে ভাষা আমি ভুলে গেছি। যদি আর বাঁশি না বাজে আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।

কবি নজরুল তার অতি ঘনিষ্ঠদের অদ্ভুত অদ্ভুত কথাও বলেছেন। যেমন আল্লাহর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। অনেক গূঢ় বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। মা কালীর সঙ্গেও কথা হয়েছে। মা কালীর কণ্ঠস্বর অতি মধুর ও সুরেলা।

জুলেখা কয়েকবার রেডিও অফিসে খোঁজ নিয়েছে। কাজীদা আসেন নি। সম্ভবত আজ আর গান তোলা হবে না। জুলেখা চলে যাবার জন্যে মন ঠিক করে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজী নজরুল ঢুকলেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। গলায় গেরুয়া চাদর। কবি সরাসরি হারমোনিয়ামের সামনে বসে জুলেখাকে ডাকলেন।

জুলিয়া, ভালো আছ ?

জুলেখা কবির সামনে বসল। কবি তাকে জুলিয়া ডাকেন। জুলেখা নামটা না-কি তাঁর মাথায় থাকে না। পাতলা হয়ে জুলিয়া হয়ে যায়।

জুলিয়া, তুমি এই গান গাইবে বেণুকা রাগিণীতে। বেণুকা আর দোলনচাঁপা এই দু'টা রাগিণী আমার তৈরি, তোমাকে বলেছি না ?

জুলেখাকে এই বিষয়ে কাজী নজরুল কখনো কিছু বলেন নি, তবু জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার প্রধান চেষ্টা সময় নষ্ট না করে গানটা গলায় তুলে নেয়া। একবার দেখিয়ে দিলেই সে পারবে। গান দেখিয়ে দেবার সময় কি কবির হবে ? তিনি ছটফট করছেন।

---

* সূত্র : *নজরুল গীতি অখণ্ড*, আব্দুল আজিজ আল আমান। হরফ প্রকাশনী। কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা।

www.MurchOna.com

জুলিয়া, আমি যে হাত দেখতে পারি তুমি জানো ?

না।

এসো তোমার হাত দেখে দেই। গান পরে হবে। কবি জুলেখার হাত টেনে নিলেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে হাতের রেখা দেখতে দেখতে বললেন, তোমার হাতের রেখা ভালো। বৃহস্পতিতে ত্রিশুল চিহ্ন আছে। বৃহস্পতিতে ত্রিশুল থাকা অত্যন্ত শুভ। গানবাজনায় নাম করবে। অবশ্যি নাম তো এখনই করেছ। পারিবারিক জীবন শুভ। স্বামীভাগ্যে তুমি ভাগ্যবতী।

জুলেখা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। কবি নিঃশ্বাসের অর্থ ধরতে পারলেন না।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে অনেক কাটাকুটি। স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। প্রায়ই নানান অসুখবিসুখ হবে। হয় না ?

জুলেখার অসুখবিসুখ তেমন হয় না। তারপরেও হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। আজ মনে হয় গান তোলা হবে না। সময় কেটে যাবে হাত দেখাদেখিতে।

কবি বললেন, তুমি কি আমার ঐ গানটা শুনেছ ? 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী দেব খোঁপায় তারার ফুল।'

জি শুনেছি।

গান লেখার ইতিহাসটা শোন। জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। হঠাৎ আব্বাসউদ্দিন বলল, এক লক্ষ টাকা যদি লটারিতে পাওয়া যায়, তাহলে প্রিয়ার জন্যে কে কী উপহার কিনবে ? একেকজন একেক কথা বলছে, আমি করলাম কী হারমোনিয়াম টেনে গান ধরলাম— 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানি দেব খোঁপায় তারার ফুল।' হা হা হা। একটা পয়সা খরচ হলো না। প্রিয়া তার উপহার পেয়ে গেল। হা হা হা।

জুলেখা তাকিয়ে আছে। তার মন বলছে মানুষটা ভালো নেই।

কবি হঠাৎ গলা অস্বাভাবিক নিচু করে বললেন, কাউকে যদি না বলো তাহলে তোমাকে অতি গোপন একটা কথা বলব।

কাউকে বলব না।

তোমার চেহারার সঙ্গে নার্গিসের চেহারার মিল আছে। সেও তোমার মতো রূপবতী।

নার্গিস কে ?

আমার প্রথম স্ত্রী। কুমিল্লার মেয়ে। বিয়ের রাতেই আমি তাকে ফেলে চলে আসি।

www.MurchOna.com

কেন ?

সেটা তো তোমাকে বলব না। শৈলজানন্দ আমার অতি প্রিয়জন। তাকেও বলি নি।

কবি গলার স্বর নিচু করে বললেন, তবে আল্লাহর সঙ্গে আমার কী কথাবার্তা হয়েছে সেটা বলব। বাতেনী কথা, অর্থাৎ অতি গূঢ় রহস্যের কথা। তিনি আমাকে ডেকেছেন 'চিরকবি' নামে। যে কারণে আমি যখন অটোগ্রাফ দেই তখন লিখি— চিরকবি নজরুল। দেখি তোমার গানের খাতা। চিরকবি নজরুল লিখে দেই।

জুলেখা গানের খাতা এগিয়ে দিল। কাজী নজরুল লিখলেন—

জুলিয়া
আমারে যেও না ভুলিয়া।
চিরকবি কাজী নজরুল ইসলাম।

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই কবি চিরদিনের জন্যে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কবি তাঁর একটি গানে লিখেছিলেন— 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।' তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশেই তাঁর কবর।

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই॥
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।
গোর আজাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই।
কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজির উম্মত
ঐ মসজিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত।
সেই কোরান শুনে যেন আমি পরান জুড়াই।
কত দরবেশ ফকির রে ভাই মসজিদের আঙিনাতে
আল্লাহর নামে জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে॥
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে
আল্লাহর নাম জপিতে চাই। *

* হিজ মাস্টার্স ভয়েসের রেকর্ড। গায়ক মোঃ কাশেম। রেকর্ড নাম্বার N 17476

www.MurchOna.com

বার্লিন আর্মি হেড কোয়ার্টারের বিশেষ এক বাঙ্কারে হিটলার নৈশভোজ শুরু করেছেন। নৈশভোজে কিছুটা আড়ম্বর আছে। কারণ আজ অনেকদিন পর হিটলারের বান্ধবী ইভা ব্রাউন উপস্থিত আছেন।

পুরনো রেড ওয়াইনের বোতল খোলা হয়েছে। হিটলার এক চুমুক রেড ওয়াইন খেয়ে মাথা নাড়লেন। তাঁর পছন্দ হয়েছে। দু'রকমের স্যুপ দেয়া হয়েছে। বেবী কর্ন-এর একটি প্রিপারেশন আছে। আলুভাজা আছে। মাখন মাখানো মাশরুম আছে। শূকরের মাংসের সসেজ এবং লাল করে পোড়ানো খরগোসের মাংস আছে। মাংসের বাটিগুলির ঢাকনা খোলা হয় নি। হিটলার নিরামিষ খাবার পছন্দ করেন, তবে কিছুদিন আগে জেনারেলদের এক সম্মেলনে এক টুকরা খরগোসের মাংস মুখে দিয়েছিলেন বলে বিশেষ আয়োজনের দিনে তাঁর টেবিলে মাংস রাখা হয়। মাছের কোনো আইটেম নেই। ইভা ব্রাউন মাছের গন্ধ পছন্দ করেন না।

একটু দূরে গ্রামোফোনে মোৎসার্ট বাজছে। ডাইনিং টেবিলে মোমবাতির আলো। পরিবেশ চমৎকার। হিটলারকে প্রসন্ন দেখাচ্ছে। যুদ্ধের ভালো কোনো খবর পেলে তিনি প্রসন্ন বোধ করেন। ভালো খবর পাওয়ার তেমন কারণ নেই। ভয়াবহ দুঃসংবাদ একের পর এক আসছে। তারপরেও যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটে। ইভা ব্রাউনের ধারণা তেমন কোনো ঘটনা ঘটেছে।

ইভা ব্রাউন ওয়াইন গ্লাস তুলে টোস্ট করলেন— জার্মানির মৃত্যুঞ্জয়ী বীরসৈনিকদের। হিটলারও গ্লাস তুললেন। গ্লাসে গ্লাসে শব্দ হলো। সেই শব্দও সঙ্গীতের মতোই। হিটলার ইশারা করলেন, গ্রামোফোন যেন বন্ধ করা হয়। তিনি ডিনার নীরবেই করেন, তবে মাঝে মাঝে তার কথা বলতে ইচ্ছা করে। আজ সে রকম একটা দিন।

হিটলার আলুভাজা মুখে দিতে দিতে বললেন, জার্মান ফিল্ড মার্শালদের বিশেষত্ব কী তুমি জানো?

ইভা ব্রাউন বললেন, তারা ধীমান বীর। মহান যোদ্ধা। সাহসী।

www.MurchOna.com

ঠিকই আছে, তবে তাদের প্রধান বিশেষত্ব হলো তারা কখনোই জীবিত অবস্থায় শত্রুর কাছে ধরা পড়ে না। আত্মসমর্পণ করে না। মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। প্রয়োজনে আত্মহত্যা করবে, কিন্তু ধরা দেবে না।

ইভা ব্রাউন বললেন, ফিল্ড মার্শালদের এই বিষয়টি জানতাম না।

হিটলার অহংকারের সঙ্গে বললেন, এখন পর্যন্ত কোনো জার্মান ফিল্ড মার্শালকে কেউ জীবিত অবস্থায় বন্দি করতে পারে নি।

ইভা ব্রাউন রেড ওয়াইনের গ্লাস আবারো উঁচু করে বললেন, মহান ফিল্ড মার্শালদের উদ্দেশে।

হিটলার বললেন, তুমি জার্মান ফিল্ড মার্শাল বলো নি।

ইভা ব্রাউন বললেন, ভুল হয়েছে। সরি। মহান জার্মান ফিল্ড মার্শালদের উদ্দেশে।

হিটলার গম্ভীর গলায় বললেন, এ ধরনের ভুল আমার পছন্দ না।

সময় ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাস। তারিখ দুই। হিটলার তখনো জানেন না তাঁর ফিল্ড মার্শালদের একজন, ফিল্ড মার্শাল পাউলাস, স্টেলিনগ্রাদে সোভিয়েতদের কাছে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেছে ৯১ হাজার জার্মান সৈন্য। তারা বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। শীতে এবং ক্ষুধায় কাতর।

ফিল্ড মার্শাল পাউলাসকে সোভিয়েত মার্শাল জর্জি ঝুকভের তাঁবুতে নেয়া হলো। তাঁবুতে পেতলের কড়াইয়ে আগুন জ্বলছিল। ঝুকভ হাতের দস্তানা খুলে আগুনের সামনে হাত মেলে রেখেছেন। ফিল্ড মার্শাল পাউলাসের সঙ্গে তিনি হ্যান্ডশেক করতে করতে বললেন, আগুনের আরো কাছে এসে দাঁড়ান, শরীর গরম হোক।

পাউলাস কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

ঝুকভ বললেন, গরম এক মগ সামরিক কফি কি দেব? কফি শীত কাটাতে সাহায্য করে। আপনি ক্ষুধার্ত?

পাউলাস হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নৈশভোজ সারব। আপনি ভাগ্যবান। আপনার জন্যে আমরা দু'বোতল জার্মান রেড ওয়াইন জোগাড় করতে পেরেছি। আমাদের যেমন ভদকা, আপনাদের তেমন রেড ওয়াইন। আমার খুব শখ বার্লিনে বসে আপনাদের রেড ওয়াইন খেয়ে দেখব। যেখানকার জিনিস সেখানে বসেই খাওয়া উচিত।

www.MurchOna.com

'মার্শাল ঝুকভের তাড়া খাইয়া জার্মানবাহিনী বার্লিনের উদ্দেশে ছুটিতেছে...'

এককড়ির দোকানে খবর পড়া হচ্ছে। আজ দু'টা পত্রিকা পড়া হবে। *কলিকাতা সমাচার* এবং *ঢাকা প্রকাশ*। যুদ্ধের খবর এক পত্রিকায় পড়ে মজা পাওয়া যায় না। শ্রোতারা আরো জানতে চায়। যুদ্ধের ফলাফল কী ? এখনো পরিষ্কার না। *ঢাকা প্রকাশ* লিখেছে— তুরুপের তাস এখনো হিটলারের হাতে। তুরুপের তাসটা কী তাও বোঝা যাচ্ছে না।

খবর পাঠক মাথা দুলিয়ে বলল, হিটলারের বিচি তো মাথায় উঠছে। এই বিচি আর নামব না। খবর পাঠকের নাম দেবু। সে গৌরাঙ্গের ভঙ্গিতে খবর পড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেরকম হচ্ছে না। পাখি উড়ে গেলে তার পালক পড়ে থাকে। গৌরাঙ্গ মারা গেছে কিন্তু তার খবর পাঠ রেখে গেছে।

এককড়ি বললেন, অসভ্য অশ্লীল কথা বলবা না।

এক শ্রোতা বলল, ঘটনা সত্য, বলতে অসুবিধা কী ?

এককড়ি বললেন, তুমি জানো ঘটনা সত্য ? যুদ্ধ তুমি করতেছ ? পুরাটাই হিটলারের কৌশল।

কী কৌশল ?

এমন ভাব করতেছে যে পরাজিত। রওনা দিয়েছে বার্লিনের দিকে। পিছনে পিছনে আসতেছে রুশরা। ফাঁদে পা দিয়েছে। জার্মান বিমান যখন ঝাঁপ দিয়া পড়ব তখন বুঝব।

ঘটনা এইরকম আপনেরে বলেছে কে ? হিটলার সাব তো আপনের সাথে পরামর্শ করে নাই।

হিটলারকে যে চিনে সে জানে ঘটনা এইরকম। হিটলার সাগু খাওয়া জিনিস না। অন্য জিনিস।

এইটা অবশ্য ঠিক।

হিটলার তো একলা না, তার সাথে আছে মুসৌলিনি। আরেক ধাইন্যা মরিচ। আছে জাপানিরা। জাপানিরা কী এখনো বুঝ নাই ? কলিকাতা খালি কইরা সব পালাইছে কোন সুখে ? জাপানিরা যখন বোমা ফেলতে শুরু করব আমরার বান্ধবপুর বাদ থাকব এরকম চিন্তা করবা না।

দর্শকরা আগ্রহ নিয়ে নড়েচড়ে বসল। দেবু বলল, একটা বিষয় কেউ বুঝতেছে না। মহাবিপদ আমরার সামনে।

এক শ্রোতা বলল, বুঝায়া বলো বিপদটা কী ?

www.MurchOna.com

জাপানিরা বার্মা দিয়া ঢুকবে চিটাগাং। সেখান থেকে ময়মনসিংহ-ঢাকা। ময়মনসিংহ-ঢাকা জয় হয়ে গেলে তারা রওনা দিবে কলিকাতা। বান্ধবপুরের উপর দিয়া যেতে হবে। এরা যেদিকে যায় ছারখার করে দিয়ে যায়। যুবক সব মেরে ফেলে। অল্পবয়স্ক মেয়ে সব নিজের দেশে চালান করে দেয়।

কেন ?

দেবু বিরক্ত হয়ে বলল, একেকটা প্রশ্ন এমন করেন! মেয়ে ধইরা নিয়া যাবে কেন বুঝেন না ? মা ডাকার জন্য নিবে না।

এককড়ি বললেন, বাজে আলাপ বন্ধ। কাগজ পড়। দেশের মেয়ে নিয়া যাওয়া সহজ না। নেতাজি স্বয়ং আছেন। নেতাজিও সাগু খাওয়া লোক না।

খবর পাঠ চলতে থাকে।

ভয়াবহ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এই চিন্তার মধ্যে কি কোনো আনন্দ আছে ? হয়তো আছে। খবর শুনতে আসা মানুষদের আনন্দিত মনে হয়। মানুষ বড়ই বিচিত্র জীব।

ধনু শেখও খবর শুনছেন। তাঁকে পড়ে শোনাচ্ছে আতর। ধনু শেখ খাটে হেলান দিয়ে বসেছেন। পায়ের ওপর কম্বল চাপা দেয়া। হাতে তামাকের নল। চোখে চশমা। এমনিতে তিনি চশমা পরেন না। যখন খবর শুনতে বসেন তখন আয়োজন করে চশমা চোখে দেন। ধনু শেখের বাড়িতে যে কাগজ আসে তার নাম *যুদ্ধ সংবাদ*। সেখানে যুদ্ধের খবর ছাড়া আর কোনো খবর থাকে না। এই ভালো। যুদ্ধের খবর ছাড়া আর সব খবরই এখন গুরুত্বহীন।

খবর পড়া শেষ হয়েছে। আতর চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ধনু শেখ বললেন, একটু বসো। কথা আছে।

আতর বসল।

অনেক দিন ধরে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাস করব বলে ভেবেছি। জিজ্ঞাস করা হয় নাই।

জিজ্ঞাস করেন।

শরিফারে বাড়ি থেকে পালাবার ব্যবস্থা কি তুমি একাই করেছ ? না-কি আরো কেউ তোমার সঙ্গে ছিল ?

আমি একাই করেছি।

যে কাজটা করেছ তাতে শরিফার লাভ হয়েছে, না ক্ষতি হয়েছে ? ভালোমতো চিন্তা কইরা উত্তর দাও।

www.MurchOna.com

ক্ষতি হয়েছে।

অল্প ক্ষতি, না বড় ক্ষতি ?

বড় ক্ষতি।

এতে কী প্রমাণিত হয়েছে বলো ?

আতর চুপ করে আছে। সে বুঝতে পারছে না তার বাবা কী উত্তর শুনতে চাচ্ছেন। তিনি যে উত্তর শুনতে চাচ্ছেন সেই উত্তর ছাড়া অন্য কোনো উত্তরেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন না।

ধনু শেখ হুক্কার নলে লম্বা টান দিয়ে বললেন, এতে প্রমাণিত হয়েছে— 'নারী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'। ভবিষ্যতে আর কখনো নিজের বুদ্ধিতে কিছু করবা না।

আচ্ছা।

এখন বলো আমারে তুমি কি অপছন্দ কর ?

করি।

অল্প অপছন্দ কর, না বেশি ?

বেশি।

ঘিন্না কর ?

হুঁ।

যারে ঘিন্না কর তারে সব সময় চোখের সামনে দেখা তো ভালো কথা না। কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমার বিবাহ দিব। এক ছেলের পিতার সঙ্গে আগে কথা হয়েছিল। তাকে পত্র দিয়েছিলাম ছেলে এবং ছেলের পিতা যেন তোমাকে দেখে যায়। পত্রের উত্তর এসেছে। দুই-একদিনের মধ্যে তারা আসবে। সন্ধ্যাকালে 'কন্যা' দেখানো হবে। যদি পছন্দ হয় তাহলে বিবাহের দিন এবং কাবিন ধার্য হবে। এই বিষয়ে কিছু বলতে চাও।

না।

তোমার পাড়াবেড়ানি অভ্যাস আছে আমি জানি। আগামীকাল থাইকা যেন ঘরের বাইরে পা না যায়।

আচ্ছা।

যার সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা হয়েছে তার বিষয়ে কিছু জানতে চাও ?

না।

ধনু শেখ বললেন, জানতে না চাইলেও আমার জানানো কর্তব্য। ছেলের পারিবারিক অবস্থা ভালো না, তবে ছেলে উচ্চশিক্ষিত। এম.এ পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ হয় নাই। আবার দিবে। বুঝেছ ?

www.MurchOna.com

হুঁ।

গোটা বান্ধবপুরে এম. এ পরীক্ষা দেওয়া কেউ নাই, এটা খেয়াল রাখবা। ছেলের গাত্রবর্ণ কালো। তবে পুরুষমানুষের কালো গাত্রবর্ণ শুভ। ছেলের নাম শাহনেয়াজ। এখন সামনে থেকে বিদায় হও।

আমগাছের চারপাশে শিবশংকর ঘুরছে। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে অসুস্থ। গত রাতে তার জ্বর এসেছে। এখন জ্বর নেই, তবে মনে হচ্ছে জ্বর আসবে। মাথা ফাঁকা লাগছে। জ্বর আসার আগে এরকম লাগে।

শিবশংকর ঠিক করেছে শরীর যখন ঠিক থাকবে, মন ভালো থাকবে, তখন সে clockwise ঘুরবে। আবার শরীর যখন খারাপ থাকবে, মনও ভালো থাকবে না, তখন ঘুরবে Anti clockwise. এখন সে এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরছে।

আতর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মাথায় ওড়না। ওড়নার রঙ গাঢ় হলুদ। তার পরনের শাড়ির রঙ নীল। সে শাড়ি দিয়ে মাথায় ঘোমটা দেয় নি। ওড়না দিয়ে দিয়েছে। আতর আজ একা আসে নি। হামিদাকে নিয়ে এসেছে। হামিদা যথারীতি বোরকা পরা। সে আতরের মাথায় ছাতা ধরে রেখেছে। হামিদার কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। আতর, হামিদাকে দাঁড়া করিয়ে এগিয়ে গেল। শিবশংকর বলল, আমি তোমার জন্য সুন্দর একটা নাম খুঁজে বের করেছি।

আতর নামটা কি সুন্দর না ?

হ্যাঁ সুন্দর। কিন্তু তারচে'ও সুন্দর। নামটা বলব ?

না। এখন পর্যন্ত আতর নামটাই আমার পছন্দ। যেদিন পছন্দ হবে না আপনার কাছ থেকে নতুন নাম নেব।

তোমার সঙ্গে বোরকা পরা উনি কে ?

আমার পাহারাদার। আপনি কি আমার একটা কাজ করে দেবেন ?

অবশ্যই। কী কাজ ?

একটা চিঠি লিখে দিবেন ? আমি একজনকে একটা চিঠি পাঠাব। জরুরি চিঠি। আজই পাঠাতে হবে।

তুমি তো লিখতে পার।

আমি চাই না যাকে চিঠি লিখব সে আমার হাতের লেখা দেখে আমাকে চিনে ফেলুক।

কাগজ-কলম তো আনি নাই।

কাগজ-কলম আমার সঙ্গে আছে। দিব ?

www.MurchOna.com

দাও। আমার হাতের লেখা কিন্তু ভালো না। তবে বানান ভুল হবে না।

আতর হামিদার কাছ থেকে কাগজ এবং কলম এনে দিল। শিবশংকর চিঠি লিখতে বসেছে। আতর পাশে দাঁড়িয়ে।

শিবশংকর বলল, সম্বোধন কী লিখব ?

আতর বলল, সম্বোধন লাগবে না। লিখেন—

> আমার খুব ইচ্ছা আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। এটা কি সম্ভব ? যদি সম্ভব মনে করেন তবে বাড়ির সামনে একটা খুঁটি পুঁতবেন। খুঁটি দেখে বুঝব।
>
> আপনার চিরদিনের দাসী আতর

শিবশংকর বলল, দাসী লিখব কেন ?

আতর বলল, আমার দাসী লিখতে ইচ্ছা করতেছে। দাসীর চেয়েও নিচে যদি কিছু থাকত তাই লিখতে বলতাম।

শিবশংকর বলল, যাকে তুমি এই চিঠি লিখছ সে যে কী খুশি হবে। কয়েকটা খুঁটি পুঁতবে।

আতর বলল, আমাকে বিয়ে করলে খুশি হবে কেন ?

কারণ তুমি ভালো মেয়ে। দেখতেও সুন্দর। সবাই সুন্দর পছন্দ করে।

আপনি করেন ?

না।

আপনি কী পছন্দ করেন ?

বুদ্ধি।

আতর বলল, আচ্ছা যাই।

শিবশংকর বলল, চিঠিটা নিয়ে যাও। আতর বলল, চিঠিটা আপনার জন্যে। আতর ছোট ছোট পা ফেলে যাচ্ছে। সে একবারও পেছনে তাকাল না।

শিবশংকর চিঠি হাতে নিয়ে বসে আছে। তার মুখ ছাইবর্ণ। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। যে জ্বর আসব আসব করছিল সে জ্বর এসে গেছে। চোখ জ্বালাপোড়া করছে। রোদের দিকে তাকাতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে যে-ই তাকে দেখছে সে-ই বুঝে ফেলছে ঘটনা কী। শিবশংকর চিঠিটাকে গুটি পাকিয়ে বলের মতো করেছে। সেই বল হাতের মুঠিতে লুকানো। চিঠিটা সে খুবই গোপন কোনো জায়গায় লুকিয়ে রাখবে। এমন কোনো গোপন জায়গা যেন কেউ কোনোদিন খুঁজে না পায়। সে চিঠি নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হবে। গহীন জঙ্গলে ঢুকে পড়বে। বড় কোনো

www.MurchOna.com

গাছ খুঁজে বের করবে। বড় বড় গাছের কাণ্ডে কাঠবিড়ালি গর্ত তৈরি করে, চিঠিটা রাখতে হবে এমন কোনো গর্তে। কাঠবিড়ালির তৈরি করা গর্তে কখনো বৃষ্টির পানি ঢোকে না।

গোপীনাথ বল্লভ শিবশংকরের খোঁজে এসেছেন। তাঁর ছাত্রের শরীর ভালো না। এই অসুস্থ শরীরেও সে যেন কোথায় কোথায় ঘোরে। তিনি খবর পেয়েছেন শিবশংকর মাঝে মাঝে জঙ্গলে ঢোকে। জঙ্গলে বুনো শূকরের উপদ্রব হয়েছে। দাঁতাল শূকর নমশুদ্র পাড়ার একজনকে দাঁত বসিয়ে জখম করেছে। গোপীনাথ বল্লভ বললেন, তুমি এখানে ?

হু।

কী কর ?

কিছু করি না। একটু আগে হাঁটছিলাম, এখন বসে আছি।

তোমার জ্বর কি বেড়েছে ? চোখমুখ লাল। চল বাড়িতে চল।

না।

এখানে বসে থাকবে ?

এখানে বসেও থাকব না। আমি জঙ্গলে ঢুকব। জঙ্গলে আমার কিছু কাজ আছে। কাজ শেষ করে বাড়িতে যাব।

জঙ্গলে কী কাজ ?

সেটা আপনাকে বলব না।

গোপীনাথ শিবশংকরের হাত ধরলেন। শিবশংকরের মনে হলো, তার হাতের চিঠি কেড়ে নিতে যাচ্ছে। সে এক ঝটকায় হাত সরাল। কঠিন গলায় বলল, আমার কাছে আসবেন না।

তোমার কাছে আসব না কেন ?

আপনাকে নিষেধ করেছি এই জন্যে। এখন থেকে আমি আপনার কোনো কথা শুনব না। আপনি একজন মূর্খ। স্বাস্থ্যবিদ্যার কিছুই জানেন না। আয়ুর্বেদ চিকিৎসারও কিছু জানেন না।

তোমার হয়েছে কী ?

শিবশংকর উঠে দাঁড়াল। গোপীনাথ চিন্তিত মুখে বললেন, যাও কই ?

জঙ্গলে যাই। আপনি আমার পেছনে পেছনে আসবেন না। যদি আসেন আমি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করব।

আমার তো মনে হয় তোমাকে ভূত-পেত্নিতে ধরেছে।

www.MurchOna.com

শিবশংকর হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল। তার হাতের মুঠায় চিঠি। পেছনে পেছনে দৌড়ালেন গোপীনাথ। তবে তিনি শিবশংকরের নাগাল পেলেন না। সে গহীন জঙ্গলে ঢুকে গেল।

দুপুরের পর অনেক ঝামেলা করে তাকে উদ্ধার করা হলো। সে অনেক উঁচুতে একটা কড়ই গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে জ্বরের ঘোরে কাঁপছিল। বান্ধবপুরে ছড়িয়ে পড়ল মনিশংকরের ছেলে শিবশংকরকে ভূতে ধরেছে। ভূত তাকে কড়ই গাছের মাথায় নিয়ে তুলেছিল। ভূত নামানের জন্যে ভূতের ওঝা আনতে লোক ছুটল।

ধনু শেখের বাড়িতে কনে দেখার লোকজন উপস্থিত। দু'একদিনের মধ্যে তাদের আসার কথা, তারা আজই চলে এসেছে। আজ দিনটা না-কি বিশেষ শুভ। বর শাহনেয়াজ এসেছে। তার বাবা, বড় চাচা এবং এক মামা এসেছেন। তাদেরকে সমাদর করে বসানো হয়েছে। মুরুব্বিরা অপেক্ষা করছেন 'কন্যাসুন্দর আলো'র জন্য। এই আলোয় কুরূপা মেয়েকেও অপরূপ মনে হয়।

শাহনেয়াজ হালকা পাতলা গড়নের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের যুবক। লাজুক স্বভাবের। সহজে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। বেশির ভাগ সময়ই তার দৃষ্টি জানালার দিকে। জানালা দিয়ে বড় গাঙের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আতর যখন হামিদার হাত ধরে ঘরে ঢুকল তখনো শাহনেয়াজ জানালা দিয়ে তাকিয়ে।

আতরকে বেশ কিছু পরীক্ষা দিতে হলো। যেমন, গামলায় দু'পা ডুবিয়ে মেঝের ওপর হেঁটে যাওয়া পরীক্ষা। মেঝেতে পায়ের পাতার ছাপ কী রকম পড়ছে তা দেখাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। মেঝেতে ছাপ যত কম পড়বে তত ভালো। এরপর শুরু হলো সুতা পরীক্ষা। পায়ের কোনো আঙুল জোড়া কিনা তা সুতা ঢুকিয়ে দেখা।

ছাপ পরীক্ষার পর ধর্মজ্ঞান বিষয়ক পরীক্ষা। যেমন, বেতরের নামাজের নিয়ত কী ? অজুর নিয়ত কী ?

ধর্ম পরীক্ষার পর সাধারণ বুদ্ধি পরীক্ষা। যেমন, একসের বেগুন ডুবাতে কত সের পানি লাগবে ?

সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার সময় শাহনেয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, আর কত ! বেগুন পানিতে ডুবানোর দরকার কী ?

প্রশ্নকর্তা শাহনেয়াজের চাচা। তিনি বললেন, দরকার আছে। তুমি যা বুঝ না তা নিয়া কথা বলবে না। মুরুব্বিদের সঙ্গে কথা বলতে হয় আদবের সঙ্গে। তোমার মধ্যে আদবের অভাব দেখলাম। যাই হোক, মা আতর এখন বলো কোন জিনিস বিহনে খাদ্য প্রস্তুত হবে না ?

www.MurchOna.com

আতর বলল, আগুন।

হয় নাই। শশা লবণের ছিটা দিয়া খাওয়া যায়। আগুন লাগে না।

আতর বলল, লবণ ?

না, লবণ না। চিন্তা-ভাবনা করে বলো। যা মনে আসে তাই বলবা না।

শাহনেয়াজ বলল, চাচা, আপনিও চিন্তা-ভাবনা করে প্রশ্ন করেন। এইসব কী প্রশ্ন ?

শাহনেয়াজের বড় চাচা উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন গলায় বললেন, তোমার এই বেয়াদবি তো আমি নিব না। সবার সামনে অপমান করেছ। নিজেকে তুমি কী ভাবো ? তাকে বসানোর চেষ্টা করা হলো। সব চেষ্টাই বিফলে গেল। তিনি এই মুহূর্তেই নৌকা নিয়ে গ্রামে ফিরবেন। বিরাট হট্টগোল শুরু হলো। এই হট্টগোলের মধ্যে শাহনেয়াজ আতরকে স্পষ্ট গলায় বলল, মেয়ে দেখার নামে আমরা যে অপমান তোমাকে করেছি তার জন্যে কিছু মনে করো না।

ধনু শেখ শাহনেয়াজের বড় চাচাকে ফেরাবার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর লোকজন গিয়ে পায়ে ধরে তাকে ফেরত আনল। গ্রামের মানুষজনের কাছে পায়ে ধরা অনেক বড় জিনিস।

বড় চাচার মাধ্যমেই জানা গেল যে, কন্যাকে সবারই অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। সুলক্ষণা কন্যা। এখন সবচে' ভালো হয় মাওলানা ডাকিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিলে। পছন্দ হবার পর বিয়ে ফেলে রাখতে হয় না। কন্যার ওপর জিনের নজর পড়ে। বিয়ে পড়ানো হয়ে গেলে জিন নজর দিতে পারে না। বিবাহিত মেয়েদের বিষয়ে জিনের কোনো আগ্রহ নাই।

শিবশংকরের ভূত নামানোর ওঝা চলে এসেছে। উঠানে আগুন করা হয়েছে। আগুনের সামনে জলচৌকিতে বসানো হয়েছে শিবশংকরকে। তার চোখ রক্তবর্ণ। মুখ দিয়ে বাচ্চাদের মতো লালা পড়ছে। আগুনে হলুদ পুড়তে দেয়া হয়েছে। ওঝা মন্ত্রপাঠ করছেন—

কালীঘাটে কালী মা
হায় আলি হায় ফাতেমা
পুবে গুনাই ঘট
রাখিলাম জঙ্গল পট
বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদস্ফ শূলপানি। ইত্যাদি.....

www.MurchOna.com

মন্ত্রপড়া শেষ করে শুকনা মরিচপোড়া শিবশংকরের নাকের কাছে ধরা হলো। ওঝা কঠিন গলায় বললেন, তুই কে ? তোর নাম কী ? তুই থাকস কই ? না বললে বান মাইরা কী করব তার নাই ঠিক। বল কই থাকস ?

শিবশংকর গোঙাতে গোঙাতে বলল, গাছে থাকি।

তুই নারী না পুরুষ, এইটা বল। নারী ?

হুঁ।

ওঝা তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, যা ভেবেছিলাম তাই। পেতত্নিতে ধরেছে। জঙ্গলায় তিন চাইরটা পেতত্নি থাকে— সব কয়টা দুষ্টের সেরা। এই তোর নাম বল। নাম না বললে মরিচপুড়া নাকের ভিতর ঢুকায়ে দিব।

শিবশংকর বিড়বিড় করে নাম বলল।

পরিষ্কার করে বল। সবাই যেন শুনে, এইভাবে বল। তোর নাম কী ?

হরিদাসী।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। কারণ অল্প কিছুদিন আগেই হরিদাসী মারা গেছে। তাকে শশ্মানে পুড়িয়ে তার ছাই পাঠানো হয়েছে গঙ্গায় ফেলার জন্যে। তার যে গতি হয় নাই, সে প্রেতযোনী প্রাপ্ত হয়েছে, এটা বান্ধবপুরের লোকজন জানত না।

আতর তার স্বামীর সঙ্গে বিশাল রেলিং দেয়া খাটের এক কোণে জড়সড় হয়ে আছে। মেঝেতে আতরের দাসী হামিদা বসে আছে। প্রথম বাসরের এই নিয়ম। স্বামী যেন স্ত্রীর খুব কাছে যেতে না পারে তার জন্যে পাহারার ব্যবস্থা। সারারাত সে এখানেই থাকবে।

শাহনেয়াজ নিচু গলায় বলল, আমি যে কবিতা লেখি এটা বোধহয় তুমি জানো না। আমার তিনটা কবিতা *সওগাত*-এ ছাপা হয়েছে। *সওগাত* পত্রিকার নাম শুনেছ ?

আতর না-সূচক মাথা নাড়ল।

বাংলা পড়তে পার ?

আতর হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

শরৎ বাবুর উপন্যাস পড়েছ ?

আতর না-সূচক মাথা নাড়ল।

'আনোয়ারা' পড়েছ ?

www.MurchOna.com

আতর আবারো না-সূচক মাথা নাড়ল। শাহনেয়াজ বলল, এখন থেকে গল্প-উপন্যাস পড়বে। আমি জোগাড় করে দিব। সাহিত্যবোধ তৈরি না হলে আমার কবিতা বুঝতে পারবে না। এখন তোমাকে বিদ্যাসুন্দর পড়ে শোনাব। মন দিয়ে শোন, বুঝতে পার কি-না দেখ। বিদ্যার রূপ বর্ণনা পড়ব। বিদ্যা ছিল তোমার মতোই রূপবতী। তার রূপের বর্ণনা এবং তোমার রূপের বর্ণনা একই। বুঝেছ?

আতর আবার না-সূচক মাথা নাড়ল, তবে তার ধারণা সে মানুষটাকে বুঝতে পারছে। পাগলা ধরনের মানুষ। পাগলা না হলে বইখাতা নিয়ে কেউ স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে আসে না।

শুন রাজা সাবধানে পূর্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিতিবে যেই
পতি হবে সেই যে তাহার।
রাজাপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কী হবে ইহার ॥

শাহনেয়াজ মুগ্ধ হয়ে পড়ছে। আতর তাকিয়ে আছে। আতরের হঠাৎ মনে হলো তার জীবনটা মনে হয় সুখেই কাটবে। আজ ভোরেই সে শিবশংকরকে একটা চিঠি দিয়েছে, এই ভেবে এখন খারাপ লাগছে।

বই থেকে চোখ তুলে শাহনেয়াজ বলল, আতর।

জি।

কী পড়ছি বুঝতে পারছ তো?

পারছি।

লোচন অর্থ কী বলো? ওই যে লাইনটা—

বিধি চক্ষু দিল যারে সে যদি না দেখে তারে
তাহার লোচনে কিবা ফল?

আতর বলল, লোচন অর্থ আমি জানি না।

লোচন হলো চক্ষু। লাইন দু'টার অর্থ হলো, বিধি যাকে চোখ দিয়েছেন সে যদি সেই চোখে না দেখে তাহলে চোখ দিয়ে লাভ কী? বুঝেছ?

জি।

www.MurchOna.com

বুঝতে না পারলে বলবে, আমি বুঝিয়ে দেব। হাসে কে ? কে যেন হাসল।

হামিদা হাসে। আপনার কথা শুনে মজা পেয়ে হাসে।

শাহনেয়াজ বই থেকে চোখ তুলে মেঝেতে বসে থাকা হামিদার দিকে তাকাল। হামিদা মাথা নিচু করে প্রায় পুঁটলির মতো হয়ে গেল। শাহনেয়াজ বলল, প্রতিশব্দ বলে একটা বিষয় আছে। একই জিনিসের দু'টা তিনটা করে নাম। প্রতিশব্দ শিখতে হবে। কবিতা লেখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। বুঝেছ ?

আতর বলল, কথাটা কারে বললেন ?

শাহনেয়াজ বলল, তোমাকে বলেছি।

হামিদার দিকে তাকায়া বলেছেন তো, এই জন্যে ভাবলাম তাকে বলেছেন।

তোমাকেই বলেছি। এখন তুমি বলো দেখি 'দুপুর'-এর প্রতিশব্দ কী ?

জানি না।

হুট করে জানি না বলবা না। চিন্তা-ভাবনা করবা। চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে। আচ্ছা দেখি আমি কয়টা বলতে পারি।

শাহনেয়াজ চোখে থেকে চশমা খুলল। চোখ বন্ধ করে গড়গড় করে প্রতিশব্দ বলতে থাকল।

দুপুর
মধ্যাহ্ন
দ্বিপ্রহর
মাঝবেলা
দিবামধ্য
মধ্যদিন
যোহর

আতরের হাসি আসছে। সে হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে। শাহনেয়াজ বলল, এখন আসো রাতের প্রতিশব্দ কী জানো বলতে থাক। আতর অনেক ভেবেচিন্তে বলল, নিশা।

শাহনেয়াজ বলল, হয়েছে। আরো বলো।

আর পারব না। আপনি বলেন।

শাহনেয়াজ গড়গড় করে প্রতিশব্দ বলে যাচ্ছে—

রাত
রাতি
নিশীথ

www.MurchOna.com

রজনী
যামিনী
বিভাবরী
তামসী
ক্ষণদা
নক্ত
অসুরা
যামবতী

আতর খিলখিল করে হেসে ফেলল। শাহনেয়াজ বন্ধ চোখ খুলে বিরক্ত হয়ে বলল, হাসো কেন ?

আতর বলল, আপনার যা মনে আসতেছে আপনে বলতেছেন।

কী বললা তুমি ? আমি ডিকশনারি মুখস্থ করা লোক। ডিকশনারি মুখস্থ করতে গিয়ে প্রথমবার এম এ সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষায় ফেল করেছি।

ও আচ্ছা।

তোমাদের বাড়িতে কি ডিকশনারি আছে ?

না।

ডিকশনারি থাকলে তোমার কাছে পরীক্ষা দিতাম।

আতর বলল, পরীক্ষা দিতে হবে না। রাত অনেক হয়েছে, ঘুমাবেন না ?

শাহনেয়াজ বলল, রাতে আমি ঘুমাই না। যারা কবি-সাহিত্যিক তাদের জন্যে রাতের ঘুম হারাম। কবি-সাহিত্যিকরা রাতে চিন্তা-ভাবনা করেন। দিনে ভাব আসে না। ভাব আসে রাতে।

আপনি ঘুমান কখন ?

দিনে। বলতে গেলে সারাদিনই ঘুমাই। আতর, একটা কলম এনে দাও তো। দেখি কিছু লেখা যায় কি-না। তোমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখে রাখি। কবিতার নামটা মাথায় চলে আসছে— 'মানস প্রিয়া'। মানস প্রিয়া অর্থ কী বুঝেছ ? যে প্রিয়া মনে বাস করে।

আমি তো মনে বাস করি না। আমি বান্ধবপুরে বাস করি।

শাহনেয়াজ বিরক্ত হয়ে বলল, বান্ধবপুর কবির মনের বাইরের কোনো জায়গা না। এখন তুমি বলো মনের কী কী প্রতিশব্দ জানো।

আমি কেনোটাই জানি না। আপনি বলেন।

www.MurchOna.com

শাহনেয়াজ আগ্রহ নিয়ে প্রতিশব্দ বলছে। প্রতিশব্দ বলার সময় সে চোখ বন্ধ করে থাকে। কাজেই হামিদা ঘোমটা তুলে আতরের দিকে তাকিয়ে হাসল।

মন
চিত্ত
অন্তর
মানস
হৃদি
মর্ম
হিয়া
আঁত
দিল
পরান
অন্তকরণ
চিত্তপট
মনোমন্দির

শাহনেয়াজ চোখ মেলে বলল, আরো তিন চারটা আছে, এখন মনে পড়ছে না। এসব হচ্ছে চর্চার ব্যাপার। অভ্যাসের ব্যাপার। অনভ্যাসে বিদ্যাহ্রাস। যাও কাগজ-কলম নিয়ে আস। না-কি তোমাদের বাড়িতে কাগজ-কলমের ব্যবহার নাই ?

হামিদা কাগজ-কলম আনতে গেল। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে সে ফিরছে না। শাহনেয়াজ বলল, ব্যাপার কী ?

আতর বলল, হামিদা ফিরবে না।

কেন ?

তার বুদ্ধি বেশি এইজন্যে ফিরবে না।

এখানে বুদ্ধি বেশির কি আছে ?

আতর বলল, সে ফিরবে না যাতে আপনি আমারে নিয়া ভাব ভালোবাসা করতে পারেন। খাট থেকে নামেন। দরজা বন্ধ করেন। বাতি নিভান।

কবি শাহনেয়াজ খাট থেকে নামতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আতর তাকে টেনে তুলল। আতরই দরজা বন্ধ করল, বাতি নেভাল।

শাহনেয়াজ বলল, তোমার নাম আতর না হয়ে 'হিয়া' হলে ভালো হতো।

কেন ?

www.MurchOna.com

অনেক মিল পাওয়া যেত। আতরের সঙ্গে মিলে আতর কাতর পাথর। আর কিছু না। হিয়ার সঙ্গে অনেক কিছু মিলে যেমন—

হিয়া
প্রিয়া
নিয়া
দিয়া

আতর বলল, চুপ করেন তো।

শাহনেয়াজ বলল, বাতিটা একটু জ্বালাও। আমি অন্ধকারে থাকতে পারি না। ভয় লাগে।

কিসের ভয় ?

ভূতের। আমাদের বাড়িতে তিন-চারটা ভূত আছে। এর মধ্যে একটা খুবই দুষ্ট। তোমাদের এই বাড়িতে কি ভূত আছে ?

আতর হেসে ফেলল। শাহনেয়াজ বলল, রাতে হাসবা না। ভূত প্রেত রাতে হাসির শব্দে আকৃষ্ট হয়। চুম্বক যেমন লোহা টানে— মেয়েদের হাসি তেমন ভূত টানে। কই বাতি জ্বালাতে বললাম না ?

আতর বাতি জ্বালালো। *

---

* 'মধ্যাহ্ন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছিলাম, মনিশংকরের পুত্র শিবশংকর পরিণত বয়সে মারা যান। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার এবং পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার। একটি ব্যাপার বলা হয় নি— তিনি চিরকুমার ছিলেন। তাঁর Ph.D গবেষণাপত্র *An Introduction to Tantric Buddhism* তিনি উৎসর্গ করেছিলেন একজন মুসলমান কিশোরীকে। তার নাম আতর।

www.MurchOna.com

বড়গাঙ থেকে এক-দেড়শ' হাত দূরে নমশুদ্র পাড়া। বাঁশের খুঁটির ওপর ছনের ছাউনি। শুকানো কলাপাতা এবং চটের বেড়া। কৈবর্তরা থাকে উত্তরে। এদের বাড়িঘরের অবস্থা আরো শোচনীয়। বাড়িঘর নৌকার ছইয়ের মতো। এদের জীবিকা মূলত মাছধরা। শুকাতে দেয়া ছেঁড়া জাল দেখলেই এটা বোঝা যায়। কয়েক ঘর চামার এবং ঢুলি বাজারের কাছাকাছি থাকে। তাদের কারো ঘরেই চাল নেই। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করে এদের অভ্যাস আছে। খাদ্য সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব মেয়েরা পালন করে। জঙ্গল খুঁড়ে বনআলু নিয়ে আসে। কচুশাক সিদ্ধ খাদ্য হিসেবে অনেকদিন থেকেই চালু। কচুশাকের অভাব হয় নি। নমশুদ্ররা আগে শামুক ঝিনুক খেত না। হাঁসের খাবার মানুষ কেন খাবে ? ইদানীং খাচ্ছে।

কৈবর্ত নরেশ পড়েছে বিপদে। তার মেয়ে লক্ষ্মী ভাত খাবে। সে না-কি স্বপ্নে দেখেছে, সোনার থালায় করে শিং মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাচ্ছে। স্বপ্ন দেখার পর থেকেই তার মুখে ভাত ছাড়া অন্য কথা নেই। লক্ষ্মীর বয়স আট। নরেশের ন্যাওটা। সারাক্ষণ বাবার সঙ্গে আছে। বাবা যেখানে যাবে সে সঙ্গে যাবে। লক্ষ্মী গত পাঁচদিন ধরেই ভাত খেতে চাচ্ছে। তার না-কি শুধু একবার ভাত খেলেই হবে। আর ভাত চাইবে না। সোনার থালা লাগবে না। কলাপাতায় দিলেই হবে। নরেশ বলেছে, তোরে বুধবারে ভাত খাওয়ামু যা।

নরেশের স্ত্রী বলেছে, বুধবারে ভাত কই পাইবেন ?

নরেশ বলেছে, সেটা আমার বিষয়।

আজ বুধবার। নরেশ মেয়েকে বলেছে, চল দেখি।

লক্ষ্মী বাবার হাত ধরে যাচ্ছে। তার চোখমুখ উজ্জ্বল। কতদিন সে ভাত খায় না। আজ ভাত খাবে ভাবতেই শরীর ঝিমঝিম করছে। মুখ লালায় ভর্তি হয়ে আসছে। লক্ষ্মী বলল, ভাত কী দিয়া খামু বাপজান ? শিং মাছ দিয়া ?

নরেশ বলল, ভাত এমন জিনিস যে ভাতের উপরে লবণ ছিটা দিয়া খাইলেও অমৃত। একটা কাঁচামরিচ যদি থাকে তাইলে তো কথাই নাই। এক নলা ভাত মুখে দিয়া কাঁচামরিচে কামুড়।

www.MurchOna.com

লক্ষ্মী বলল, দেশের ভাত কই গেছে বাপজান ?

নরেশ বলল, যুদ্ধের কারণে দেশে ভাত নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেই ভাত পাইবি। তখন কত ভাত খাইবি খা।

তখন আমি পুরা এক পাতিল ভাত খামু।

আচ্ছা যা খাবি।

যুদ্ধ শেষ হইব কবে ?

সময় ঘনায়া আসছে।

বাপজান, আমারে ঘাড়ে তোল।

নরেশ মেয়েকে ঘাড়ে উঠিয়ে নিল। লক্ষ্মীর মুখে হাসি। বাবার কাঁধে চড়তে তার এত ভালো লাগে। ইস্ সে যদি সারাজীবন বাবার ঘাড়ে বসে থাকতে পারত!

নরেশ মেয়েকে এককড়ির দোকানঘরের সামনে ঘাড় থেকে নামাল। এককড়ির এই দোকানঘরটা নতুন। আগের দু'টা ঘর আগুনে পুড়ে যাবার পর এই ঘর বানানো হয়েছে। এককড়ি ক্যাশবাক্সের সামনে বসে ছিলেন। নরেশ দোকানে ঢুকল না। ঢোকার নিয়ম নেই। যেহেতু কৈবর্তরা জল চল জাত না। তারা ঘরে ঢোকা মানে ঘরে রাখা সমস্ত পানি নষ্ট হওয়া।

কর্তা, একটা কথা ছিল।

এককড়ি বিরক্ত মুখে তাকালেন।

নরেশ হাতজোড় করে বলল, এক ছটাক চাউল দেন। মেয়েটা ভাত খাইতে চায়।

এককড়ি বললেন, দেশে কি চাউল আছে যে তোরে দিব ? আমি নিজে একবেলা রুটি খাই। গলা দিয়া রুটি নামে না। তারপরেও খাই।

মেয়েটারে বলেছিলাম বুধবার ভাত খাইতে দিব। একটা সপ্তাহ মেয়েটা অপেক্ষা করেছে। কর্তা, আমার বড়ই আদরের সন্তান।

এককড়ি বললেন, পুলাপান অবুঝ হইলে তারারে বুঝ দিতে হয়। তারে বুঝায়া বল যে দেশে চাউল নাই। আদর দিয়া নষ্ট করিস না। আদরে হয় বাঁদর।

নরেশ বলল, কর্তা, একটু ব্যবস্থা করেন।

আইজ তরে এক ছটাক চাউল দিলাম, কাইল আসব পঞ্চাশজন। তখন উপায় ? আমি কি কুবীর ? আমার কুবীরের ভাণ্ডার নাই। দোকানপাট গেছে আগুনে পুইড়া। মন্দির বানায়েছি। ট্যাকা গেছে জলের মতো।

www.MurchOna.com

নরেশ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, দোকানের কাউরে গিন্নিমার কাছে পাঠান। উনারে বললেই ভাত আসব। মেয়েটা দোকানের সামনে বইসা খাইব। নুনের ছিটা দিয়া চাইরটা ভাত।

এককড়ি জবাব দিলেন না। কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খেরো খাতার হিসাব দেখতে লাগলেন। এককড়ি নিশ্চিত নরেশ ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করে চলে যাবে। এদের পেছনে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো অর্থ হয় না।

লক্ষ্মী ফিসফিস করে বলল, ভাত কি দিব বাপজান ?

নরেশ জোরগলায় বলল, অবশ্যই দিব। কর্তার ম্যালা কাজ আমি করছি। সাহায্য কোনোদিন চাই নাই। আইজ প্রথম চাইলাম। চল ছায়াতে বসি, আইজ রইদও পড়ছে কড়া।

পিতা-কন্যা কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বসা। এখান থেকে এককড়ির নতুন মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের চূড়া উঁচু হয়ে উঠে গেছে। চূড়ায় পিতলের ত্রিশূল। রোদে ঝকমক করছে। নরেশ মন্দিরের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। বাবার দেখাদেখি লক্ষ্মীও করল। সব দেবদেবীকে তুষ্ট রাখা দরকার। দেবদেবীদের যে-কোনো একজন বিরূপ হলে মহাবিপদ।

ভাত মনে হয় আসবে। নরেশ দেখল এককড়ি তার দোকানের এক কর্মচারীকে নিচুগলায় কী যেন বললেন। সে দোকান থেকে বের হয়ে এককড়ির বাড়ির দিকে যাচ্ছে। নরেশ হৃষ্টচিত্তে বিড়ি ধরাল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাত আসতাছে। ভাতের জন্যে লোক গেছে।

লক্ষ্মী বলল, কলাপাতা কাইট্যা আনবা না ?

নরেশ বলল, আগে ভাতটা আসুক। কলাপাতা কাটতে কতক্ষণ ?

যে কর্মচারী দোকান থেকে বের হয়েছিল সে ফিরল দেড় ঘণ্টা পর। তার হাতে ভাতের গামলা নেই। হিসাবের কিছু খাতাপত্র।

নরেশ মেয়েকে নিয়ে উঠে পড়ল। তার মাথায় রক্ত উঠে গেছে। ভয়ঙ্কর কিছু করতে ইচ্ছা করছে। ভয়ঙ্করটা কী বুঝতে পারছে না। সে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, চল বাড়িত যাই। ভাতের চিন্তা বাদ।

লক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে বলল, আচ্ছা।

জগতে কাকতালীয় কিছু ব্যাপার সবসময় ঘটে। বিশ্বাসীরা এইসব ঘটনায় অলৌকিকত্ব আরোপ করতে পছন্দ করেন। একটা কাকতালীয় ঘটনা নরেশের জীবনে ঘটল। তার সঙ্গে দেখা হলো লাবুসের। লাবুস ছাতা মাথায় দিয়ে হনহন করে আসছিল।

www.MurchOna.com

নরেশকে দেখে ছাতা বন্ধ করে বলল, মেয়েটাকে নিয়ে চল আমার ঘরে। ভাত খাবে।

নরেশ ভাবল সে ভুল শুনছে। ভাতের চিন্তায় অস্থির হয়েছে বলেই ভাতের কথা শুনছে। নরেশ বলল, কর্তা কী কইলেন ?

লাবুস বলল, ভাত খেতে বলেছি। মুসলমানের ঘরে খেতে সমস্যা আছে ?

নরেশ কিছু বলার আগেই লক্ষ্মী বলল, সমস্যা নাই।

লাবুস বলল, মা, বাপের ঘাড় থেকে নামো। আমার হাত ধর। গল্প করতে করতে যাই।

ঘটনা যতটা কাকতালীয় মনে হচ্ছে ততটা না। এর মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব নেই। এককড়ির দোকানের সামনে এক নমশুদ্র ভাত খাবে বলে বসে আছে, এই খবর লাবুসকে দিয়েছে হাদিস উদ্দিন। সে বাজারে এসেছিল মশুর ডাল কিনতে। তখনি ঘটনা দেখেছে।

লাবুস বলল, ভাত কি দিয়েছে ?

হাদিস উদ্দিন বলল, জানি না। বাপ বেটিতে খুঁটি গাইড়া য্যামনে বসছে ভাত না দিয়া উপায় আছে ? লাবুস সঙ্গে সঙ্গেই ছাতা নিয়ে বের হয়েছে।

পিতা এবং কন্যা দু'জনকেই খাবার দেয়া হয়েছে। অ্যালমুনিয়ামের গামলাভর্তি ভাত। ভাতের উপর গাওয়া ঘি। একপাশে ডিমের সালুন। আলাদা বাটিতে ডাল। ঘিয়ের গন্ধে জায়গাটা ম ম করছে। নরেশ খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে বসে আছে। লাবুস বলল, নরেশ, তুমি খাবে না ?

নরেশ বলল, না কর্তা।

খাবার তো আছে। খাবে না কেন ?

লক্ষ্মীর মা পনেরোদিন ধইরা ভাত খায় না। তারে থুইয়া আমি খাব না।

লাবুস কিছু বলল না। লক্ষ্মী ডানহাতে ভাত খাচ্ছে, বামহাতে ডিমটা ধরে আছে। যেন কেউ হঠাৎ এসে ডিমটা নিয়ে যাবে। ডিম রক্ষা করা দরকার। নরেশ মেয়ের পিঠে হাত রেখে বলল, আস্তে আস্তে খাও গো মা।

সব আমি একলা খামু বাপজান ?

পারলে খাইবা। পারবা ?

হুঁ।

লাবুস বলল, নমশুদ্রপাড়ার সবারই কি তোমার মতো অবস্থা ?

www.MurchOna.com

জে কর্তা। ভাতের কষ্ট বিরাট কষ্ট।

লক্ষ্মী খাওয়া শেষ করেছে। সে সামান্যই খেতে পেরেছে। ডিমটা খায় নি। এখনো হাতে ধরা। সে জেদ ধরেছে গামলার সব ভাত বাড়িতে নিয়ে যাবে। নরেশ কঠিন গলায় বলেছে, না।

বিদায় নেবার সময় নরেশ হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। লক্ষ্মী তার বাবার কাঁদার কারণ কিছুই বুঝতে পারছে না। সে তার ছোট ছোট হাতে বাবাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

সন্ধ্যাবেলা লাবুস হাদিসকে ডেকে পাঠাল। হাদিস যথারীতি জ্বলন্ত কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে হুক্কা এনে লাবুসের সামনে রাখল। সে নিশ্চিত কোনো এক বিশেষ দিনে ছোটকর্তা হুক্কায় টান দেবেন। কিছুই বলা যায় না সেই বিশেষ দিনটা আজই হতে পারে।

হাদিস উদ্দিন! আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি ব্যবস্থা কর।

অবশ্যই ব্যবস্থা করব। সিদ্ধান্তটা কী ?

বড়গাঙের পাড়ে আমি একটা লঙ্গরখানা দিব।

কী দিবেন ?

লঙ্গরখানা। সেখানে যারা খেতে পায় না তারা একবেলা ভরপেট খাবে।

ছোটকর্তা, পাগলের মতো এইসব কী বলতেছেন! কাঙালের গোষ্ঠী খাওয়ায়া আপনার লাভ কী ?

হাদিস উদ্দিন, আমি তো ব্যবসায়ী না যে লাভ লোকসান দেখব।

মাগনার হোটেল চালু করবেন, দুনিয়ার কাঙাল ভিড় করব। কী জন্যে কাজটা করবেন ?

লাবুস হাদিস উদ্দিনকে অবাক করে দিয়ে হুক্কার নল টেনে নিল। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে। আম্বুরী তামাকের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। লাবুস বলল, আমি যে হুক্কা খাচ্ছি তুমি দেখে আনন্দ পাচ্ছ না ?

হাদিস উদ্দিন মুগ্ধ গলায় বলল, ছোটকর্তা, খুবই আনন্দ পাইতেছি। এই দেখেন আমার চউক্ষে পানি।

লাবুস বলল, ক্ষুধার্ত মানুষরা যখন আরাম করে খিচুড়ি খাবে, সেই দৃশ্য দেখে আমিও আনন্দ পাব। আনন্দে আমার চোখে পানি আসবে। এরচে' বড় কিছু আছে ?

জে না। তামাক খায়া মজা পাইতেছেন ?

www.MurchOna.com

পাচ্ছি।

আপনার জন্যে নেত্রকোনা থাইকা আরো ভালো তামাক আনায়ে দিব।

আচ্ছা।

একটা টান দিবেন বান্ধবপুর জুইড়া বাস ছাড়ব।

ভালো তো।

লাবুস হুক্কা টানছে। গুড়ুক গুড়ুক শব্দ হচ্ছে। হাদিস উদ্দিনের এই দৃশ্যটা দেখে এত ভালো লাগছে। যেন তার দীর্ঘদিনের সাধনা সফল হয়েছে। তার চোখে আবারো পানি এসে গেছে।

ধনু শেখ দুপুরের খাওয়া শেষ করেছেন। এখন একটা চমচম খেয়ে দুপুরের খাবারের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। পানদানিতে পান নিয়ে অপেক্ষা করছে সদরুল। পান মুখে দিয়ে তিনি বাংলাঘরে পাটি পেতে শুয়ে থাকবেন। সদরুল নরম হাতে পিঠে ইলিবিলি করে তাকে ঘুম পাড়াবে। এই সময় পাংখাবরদার সারাক্ষণ টানা পাখায় তাকে বাতাস দিবে। এক মুহূর্তের জন্যেও থামতে পারবে না। থামা মানেই চাকরি শেষ। এর আগে দুইজনের এইভাবে চাকরি গেছে।

আতরের জন্যে ধনু শেখের মন মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। এই মন খারাপকে তিনি পাত্তা দেন না। মন ভালো করার নানান বুদ্ধি তাঁর কাছে আছে। তাছাড়া তাঁর মেয়ে ভালো আছে এবং সুখে আছে, এই খবর তিনি পেয়েছেন। মেয়েকে তিনি একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। মেয়ে তার উত্তরে এক লাইন লিখেছে— 'আমি ভালো আছি।' এই যথেষ্ট। মেয়ে নিয়ে এত চিন্তার কিছু নাই। পৃথিবীতে চিন্তার অনেক বিষয় আছে।

গল্পগুজব করার জন্যে একজন কেউ থাকলে ভালো হতো। শরিফাকে তিনি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাকে কি আজ আবার আনাবেন? শরিফার জবুথবু ভাব কেটে গেছে। রঙিলা বাড়ির শিক্ষা। সে এখন কথার পিঠে কথা বলা শিখেছে। গুনগুন করে গানও গায়। ধনু শেখ মোটামুটি বিস্মিত হয়ে বললেন, গান কবে শিখলা?

শরিফা বলল, দিন তারিখের প্রয়োজন আছে? গান শুনতে চাইলে বলেন, শুনায়া দিব।

গান ছাড়া আর কিছু শিখেছ?

ভাব ভালোবাসা দিয়া অচেনা পুরুষের মন ভুলাইতে শিখেছি।

www.MurchOna.com

দেখি কেমন শিখেছ ? আমারে দেখাও। আমার মন ভুলাও।

আপনেরে ভুলাইতে পারব না। আপনের মন নাই। আপনের আছে শরীর। তাও পুরাটা নাই। এক ঠ্যাং বাদ।

কটকটি ধরনের কথা। শুনতে খারাপ লাগে না। ধনু শেখ মাথা থেকে শরিফার বিষয় দূর করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সারাক্ষণ এক 'নটিবেটি'র কথা ভাবলে দিন চলবে না।

পানের পিক ফেলতে ফেলতে ধনু শেখ বললেন, শুনলাম লাবুস বড়গাঙের পারে লঙ্গরখানা দিয়েছে ?

সদরুল বলল, ঠিকই শুনছেন। বিরাট মচ্ছব বসছে। দুপুর থাইকা খিচুড়ি রান্ধা হয়। চাইরটার সময় খানা দেওয়া হয়। দুই লাইনে খাওয়া। পুরুষ একদিকে, মেয়েছেলে আর পুলাপান আরেকদিকে।

খাওয়ায় কী ?

চাইলে ডাইলে খিচুড়ি। সঙ্গে সবজি থাকে। লাবুস সাব নিজেও সবের সাথে বইসা খান।

বলো কী ?

উনি আগে থাইকাই শুনেছি একবেলা খান।

লঙ্গরখানায় লোক কেমন হয় ?

দুনিয়ার মানুষ। আশেপাশে থাইকাও খবর পাইয়া আসতেছে। মিনি মাগনার খাওয়া।

হিন্দু-মুসলমান আলাদা ?

না, একত্রেই খায়।

লাবুস এই লঙ্গরখানা কতদিন চালাইব ?

অতি অল্পদিন। মানুষ যেভাবে আসতেছে রাজার রাজত্বও ফুরায়া যাবে।

ঘুম জড়ানো গলায় ধনু শেখ বললেন, এরে বলে পরের ধনে পোদ্দারি। একটা পয়সা লাবুসের নিজের রোজগার না। হরিচরণের পয়সা। উড়াইতাছে লাবুস।

সদরুল বলল, কথা সত্য।

ধনু শেখ হাই তুলতে তুলতে বললেন, তুমি দশ বস্তা চাউল আইজ লঙ্গরখানায় পাঠায়া দিবা।

www.MurchOna.com

সদরুল ভুল শুনল কি-না বুঝতে পারল না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলালো না। ধনু শেখ চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন। মনে হয় ঘুমে। সদরুলের কথা শুনে কাঁচাঘুম ভাঙলে বিরাট সমস্যা হবে।

ধনু শেখ শুধু একা যে সাহায্য পাঠালেন তা-না। বিশেষ এক জায়গা থেকে তিন হাজার টাকা চলে এলো। জায়গার নাম রঙিলা নটিবাড়ি। টাকা নিয়ে এসেছেন রঙিলা বাড়ির মালেকাইন নিজে। বোরকায় তার সারা শরীর ঢাকা। শুধু সুরমা পরা চোখ দেখা যায়।

মালেকাইন বললেন, পাপ মানুষের মধ্যে লেখা থাকে। টাকাতে পাপ লেখা থাকে না। আপনি কি আমাদের টাকা নিবেন ?

লাবুস বলল, নিব।

শুনেছি এখানকার খিচুড়ি খুব ভালো হয়। আমার মেয়েগুলার খুব ইচ্ছা, একবার খিচুড়ি খায়।

আমি খিচুড়ি পাঠায়ে দিব।

মালেকাইন বললেন, আপনার অনেক মেহেরবানি। আমার মেয়েগুলি বলে দিয়েছে, তাদের সবার হয়ে যেন আমি আপনাকে প্রণাম করি।

লাবুস কিছু বলার আগেই মালেকাইন মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

লঙ্গরখানায় শ্রীনাথ খুব ঝামেলা করার চেষ্টা করছে। তার বক্তব্য, হিন্দু হয়ে যবনের খাদ্য খাওয়া মহাপাতক হওয়ার ব্যবস্থা। জাত শেষ।

নরেশ বলল, আমরা নমশুদ্র, আমরার আবার জাত কী ?

শ্রীনাথ বলল, ইহকালের জাত না, পরকালের জাত।

পরকালেও জাত আছে জানতাম না তো।

এখন জানলা। রৌরব নরকে পুড়তে হবে খিয়াল রাখ।

নরেশ বলল, রৌরব নরকে আমরা একলা যাব না। আপনিও যাবেন। লাবুস সাহেবের বাড়িতে আপনি ম্যালা দিন ছিলেন। মুসলমানের খানা খেয়েছেন।

না জেনে কথা বলবা না। আমি স্বপাক খেয়েছি। নিজের রান্না নিজে রেঁধেছি।

www.MurchOna.com

এইখানেও তো একই ব্যবস্থা। নিজেদের রান্না আমরা নিজেরা রান্দি। ওই দেখেন। দেখছেন ? এখন বিদায় হন। আরেকবার যদি লঙ্গরখানায় আপনেরে দেখি তাইলে ঘটনা আছে।

কী ঘটনা ? কী করবা তুমি ?

নরেশ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, পাছা দিয়া লঙ্গরখানার খিচুড়ি ঢুকায়া দিব।

শ্রীনাথ ঝাঁপিয়ে পড়ল নরেশের ওপর। কিল ঘুসি চড় থাপ্পড় চলতে থাকল। নরেশ চুপ করেই রইল। ব্রাহ্মণের গায়ে হাত তোলা যায় না। নিচু জাতের কেউ ব্রাহ্মণের শরীরে হাত তোলা আর ভগবানের গায়ে হাত তোলা একই ব্যাপার। শ্রীনাথকে অনেক কষ্টে থামালেন মনিশংকর।

মনিশংকর ছেলেকে নিয়ে লঙ্গরখানা দেখতে এসেছিলেন। শিবশংকরকে নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। তার শরীর পুরোপুরি গেছে। মাথায়ও মনে হয় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। প্রায় দেখা যায় সে বাড়ির সামনে খুঁটি পুঁতে ঝিম ধরে বসে থাকে।

আজ তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে সুজিয়ে এনেছেন।

মনিশংকর লঙ্গরখানার কর্মকাণ্ড মুগ্ধ হয়ে দেখলেন। শিবশংকর হঠাৎ শরীরের ক্লান্তি এবং অসুস্থতা ঝেড়ে ফেলল। তাকে দেখা গেল একটা কাগজ এবং পেনসিল নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘুরছে। মোট কতজন খাবে, তাদের মধ্যে কতজন শিশু, কতজন মহিলা, সব গুছিয়ে লিখছে। এই কাজটা সে কেন করছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে কাজটা করে সে যে আনন্দ পাচ্ছে এটা বোঝা যাচ্ছে। মনিশংকর লাবুসকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গেলেন। তিনি তাকে গোপন কিছু কথা বলবেন।

মনিশংকর বললেন, আমি গত রাতে শেষপ্রহরে একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব।

লাবুস তাকিয়ে আছে। স্বপ্ন নিয়ে তার সঙ্গে কী আলাপ তা সে বুঝতে পারছে না।

শিবশংকর বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি হরিচরণ বাবুকে। তিনি যেন ঘরে এসেছেন। আমি ঘুমাচ্ছিলাম। আমাকে জাগালেন। বিছানায় বসলেন। শিবশংকরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, ছেলের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। তিনি বললেন, তাকে কাজে ব্যস্ত রাখ, শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, কী কাজে ব্যস্ত রাখব ?

উনি বললেন, লঙ্গরখানার কাজ।

www.MurchOna.com

তখন ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি শিবশংকরকে নিয়ে এসেছি। তুমি তাকে কাজে লাগাও। সে খুব গোছানো ছেলে। যে কাজটা তাকে করতে দিবে সে গুছিয়ে করবে।

লাবুস হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। মনিশংকর বললেন, তুমি যে কর্মকাণ্ড শুরু করেছ তাতে জলের মতো টাকা যাওয়ার কথা। যাচ্ছে না ?

যাচ্ছে।

শিবশংকরের মা তার পিতৃধন হিসেবে কিছু টাকা পেয়েছিল। এই টাকাটা কলিকাতায় শিবশংকরের নামে জমা আছে। আমি টাকাটা আনিয়ে তোমাকে দিব। আমার অর্থ গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি নাই তো ?

জি-না। আপনি দুর্গা পূজা উপলক্ষে আমার মা'কে একটা লাল শাড়ি দিয়েছিলেন। মা কী যে খুশি হয়েছিলেন ! উনি শাড়িটা আমার গায়ে জড়ায়ে দিয়ে বলেছিলেন, কী সুন্দর শাড়ি, তুই একটু পরে দেখ।

তোমার মায়ের কোনো সন্ধান তোমার কাছে আছে ?

না।

মনিশংকর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, বাবা, একটা কথা মনে রাখবে। মায়ের গায়ে কোনো দোষ লাগে না। ছেলে কখনো মায়ের ত্রুটি দেখবে না। অন্যরা দেখলে দেখবে, সন্তান কখনো না। মনে থাকবে ?

থাকবে।

খাবার দেয়া শুরু হয়েছে। একটা খিচুড়ির গামলা শিবশংকরের হাতে। সে মহাউৎসাহে খিচুড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

লাবুস খেতে বসেছে। তার একপাশে মীরা, অন্যপাশে নরেশের মেয়ে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীর পাশে বসেছে ইমাম করিম। করিম বলল, এই মেয়ে, গতকাল দেখলাম বিসমিল্লাহ্ না বলে ভাত মুখে দিলা। আজকেও যদি ভুল হয় তাহলে কী যে করব তার নাই ঠিক।

লক্ষ্মী বলল, আমি তো হিন্দু।

হিন্দু হও আর যাই হও বিসমিল্লাহ্ বলবা।

যদি না বলি আপনে কী করবেন ?

করিম গম্ভীর গলায় বলল, আমি না খায়া উঠে যাব।

সত্যিই ?

অবশ্যই। আমি এককথার মানুষ।

www.MurchOna.com

লক্ষ্মী বলল, বিসমিল্লাহ্।

আঠারোজনের একটা নতুন দল এসেছে নিশাপুর থেকে। শিবশংকর তাদের কাছে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, পরিশ্রম করে এসেছেন, এক্ষুণি খেতে বসবেন না। হাত মুখ ধুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবেন। আগন্তুক দলের অতি বৃদ্ধ একজন বলল, বাবা, খাওয়া থাকব তো ?

অবশ্যই থাকবে।

শুনেছি পাচক মুসলমান। মুসলমানের রান্না তো বাবা খাব না। আমি ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ পাচকের রান্নাও আছে। আপনার অসুবিধা হবে না।

যিনি খাওন দিচ্ছেন তাঁর জাত কী ?

তাঁর মতো বড় ব্রাহ্মণ খুব কমই আছে।

বৃদ্ধের সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলল, ঠাকুরে কিন্তু ভেজাল থাকে।

বৃদ্ধ বললেন, তা থাকে। তবে 'বিপদে নিয়ম নাস্তি'।

সবাই এই কথায় একমত হলো।

বৃদ্ধ বলল, তাইলে আর অসুবিধা কিছু দেখি না।

প্রায় দুইশ' মানুষ একসঙ্গে খাচ্ছে। লাবুস কিছুক্ষণের জন্যে খাওয়া বন্ধ করে চারদিক দেখল। একই সময়ে গভীর আনন্দ এবং গভীর বেদনায় তার হৃদয় পূর্ণ হলো। শুধু মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টি আবেগ ধারণ করা সম্ভব।

সনটা বলি। ১৯৪৩, জুন মাস। ভারতবর্ষ মানুষের তৈরি করা দুর্ভিক্ষে কাতর। গান্ধিজি আগা খান প্রাসাদে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে বন্দি। বাপুজিকে ছাড়াই চলছে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই হবে। ইংরেজ সরকার নির্বিকারে কংগ্রেস কর্মী গ্রেফতার করে জেলে ঢোকাচ্ছে।

কোলকাতার পথে পথে থালা হাতে নিরন্ন মানুষ। তাদের কাছে ভারত ছাড় আন্দোলন, স্বরাজ, স্বাধীনতা, সব অর্থহীন। তারা ভাত চায়, আর কিছু না। ভাত ভিক্ষা চাইতেও এখন তাদের সংকোচ। তারা ক্ষীণ গলায় বলে, একটু ফ্যান দিবেন মা-জননী ?

এক মা তার কংকালসার শিশুকন্যা নিয়ে ডাস্টবিন ঘাঁটছেন। খাদ্য অনুসন্ধান। একটা নাদুসনুদুস কুকুর আগ্রহ নিয়ে এই দৃশ্য দেখছে। তাদের খাবারে ভাগ বসাতে আসা মানুষ দেখে সে অভ্যস্ত না। ডাস্টবিনে একটা কাক বসে আছে। সেও বিস্মিত হয়ে দৃশ্যটি দেখছে।

www.MurchOna.com

কোলকাতার পথেঘাটের অতি সাধারণ একটি দৃশ্য। এই সাধারণ দৃশ্যই এক তরুণ যুবক হাঁটু গেঢ়ে বসে আঁকছে। তরুণের ভরসা হাতে তৈরি কাগজ, পেন্সিল এবং কাঠকয়লা। তার কাঁধের ঝুলিতে চায়নিজ ইংকের কৌটা এবং তুলিও আছে। যুবকের হাতের টান স্পষ্ট এবং ঋজু। সে মুহূর্তের মধ্যেই দৃশ্যটা কাগজে নিয়ে এলো। যুবকের পাশে বসে থাকা বৃদ্ধ বললেন, বাহ্ !

যুবক বলল, ছবি আপনার পছন্দ হয়েছে ?

বৃদ্ধ বলল, জি জনাব মাশাল্লাহ্।

বৃদ্ধকে আমরা চিনি। তিনি কোরানে হাফেজ মাওলানা ইদরিস। তার শরীর এখন কিছুটা সেরেছে। মাঝে মধ্যে তিনি কোলকাতা শহর দেখতে বের হন। বেশিদূর যান না, যমুনার বাড়ির আশেপাশেই থাকেন। এই শহর তাঁর পরিচিত না।

ইদরিস যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, জনাব, আপনার নাম ?

তরুণ বলল, আমার নাম জয়নুল আবেদিন।

মুসলমান ?

জি।

ইদরিস দুঃখিত গলায় বললেন, তাহলে তো জনাব বিরাট পাপ হয়েছে। যাদের জীবন আছে তাদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ।

জয়নুল আবেদিন কপালের ঘাম মুছলেন। আজ তীব্র গরম পড়েছে। ইদরিস বললেন, মহিলা এঁকেছেন তার জন্যে পাপ হবে। তার কোলের শিশুটার জন্যে পাপ হবে। কুকুর এবং কাক আঁকার জন্যে পাপ হবে। এদের জীবন আছে।

জয়নুল আবেদিন বললেন, সবচে' কম পাপ মনে হয় কাকটা আঁকার জন্য হবে। সবচে' ছোট প্রাণ।

আল্লাহপাকের কাছে প্রাণের কোনো ছোট বড় নাই। তার কাছে সব প্রাণ মূল্যবান।

আপনি মাওলানা ?

জি জনাব। আমি কোরানে হাফেজ। আমার নাম ইদরিস। একটা কাজে বগুড়া যাওয়া ধরেছিলাম। জমিদার শশাংক পালের কাজ। আল্লাহপাক আমাকে কলিকাতা নিয়ে এসেছেন। উনার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

জয়নুল বললেন, আপনি হাফেজ মানুষ। মনে হচ্ছে বিরাট মাওলানা। আপনার দাড়ি নাই কেন ?

www.MurchOna.com

মাওলানা ইদরিস লজ্জায় পড়ে গেলেন। লজ্জা এবং দুঃখ মেশানো গলায় বললেন, দাড়ি ছিল। শিয়ালদা ইস্টিশনে অসুখ হলো, তখন চুল দাড়ি সব পড়ে গেল। মনে হয় আমার কোনো পাপের শাস্তি।

আপনি পাপের শাস্তি ভয় পান। সারা দুপুর আমার ছবি আঁকা দেখেছেন, আপনার পাপ হয় নাই?

এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানা নাই। প্রাণীর ছবি অংকন করা পাপ। অংকন দেখা পাপ কি-না জানি না।

আগ্রহ করে ছবি আঁকা দেখলেন, এর কারণ কী?

চক্ষের নিমিষে এমন সুন্দর ছবি আঁকলেন। মন ভরে গেছে। মাশাল্লাহ।

এই ছবির কোনটা আপনার ভালো লেগেছে?

কাকটা।

জয়নুল বিস্মিত হয়ে বললেন, কাক! কেন?

ইদরিস বললেন, কাকটা দেখে মন হয় এক্ষণ উড়াল দিবে।

বাহ, ভালো বলেছেন তো!

ইদরিস ইতস্তত করে বললেন, জনাব, আরেকটা কাক কি আঁকবেন?

অবশ্যই। এই ছবিতেই আরেকটা কাক দিয়ে দেই। একটা উড়াল দেয়ার জন্যে তৈরি, আরেকটা তাকিয়ে আছে ডাস্টবিনের দিকে।

দেখতে দেখতে আরেকটা কাক তৈরি হলো। মাওলানা ইদরিস বললেন, সুবাহানাল্লাহ্। জনাব, কাক কীভাবে আঁকেন?

আপনি কি কাক আঁকা শিখতে চান?

জি জনাব।

জয়নুল বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

আমার একটা মেয়ে আছে, নাম মীরা। তারে কাক এঁকে দেখাব। সে খুশি হবে। পুলাপানরা এইসব জিনিস দেখলে খুশি হয়।

সত্যি সত্যি কাক আঁকা শিখতে চান?

জি জনাব। যদি আপনার তকলিফ না হয়।

জয়নুল ছবির খাতা বের করলেন। কাঠকয়লা বের করলেন। তিনি ছাত্রকে বসালেন তার পাশে।

মাওলানা সাহেব, কাকটা দেখতে পাচ্ছেন না?

জি জনাব।

www.MurchOna.com

এক কাজ করি, কাকের ঠোঁটটা এঁকে ফেলি। ঠোঁট তীক্ষ্ণ। একটু বাঁকা না ?

জি।

দেখুন তো হয়েছে ?

জি।

ঠোঁট হয়ে গেছে, এখন ঠোঁটের মাপে শরীর। ঠোঁট বড় শরীর ছোট হলে তো হবে না। এখন মনে মনে মাপটা ঠিক করে ফেলি। মাপ ঠিক করে লেজটা আঁকি। এখান থেকে শুরু করি লেজ। হবে না ?

মাওলানা বললেন, না লেজটা বড় হয়ে যাবে।

ঠিক ধরেছেন। তার মানে আমি কী বলছি বুঝতে পারছেন। লেজটা একটু ছোট করে দিলাম। এখন আঁকব পাখা। কাকের পাখার রঙ কী ?

কালো।

পুরোপুরি কালো না। দাঁড়কাক হয় কুচকুচে কালো। যেন চাইনিজ ইংক। এই কাকগুলোর কালোর সঙ্গে সামান্য সাদা আছে। আমি কালো দিয়েই আঁকব, তারপর ঘাড়ের কাছে রঙটা বুড়ো আঙুল দিয়ে ঘষে পাতলা করে দিব।

কাক আঁকা শেষ হয়েছে। জয়নুল পাতাটা ছিঁড়ে মাওলানার হাতে দিয়ে বললেন, নিয়ে যান।

ইদরিস বললেন, জনাব শুকরিয়া।

জয়নুল বললেন, পান খাবেন ? আমি এখন জর্দা দিয়ে একটা পান খাব। পান সিগারেট খাবার বিরাট বদঅভ্যাস হয়েছে।

ইদরিস বলল, আগে পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। একদিন মনে হলো, কী সর্বনাশ, আমাদের নবীজি তো পান খান না। তাঁর দেশে তো পান সুপারি নাই।

আপনি নবীভক্ত মানুষ ?

জি।

আপনার মতো আরেকজন নবীভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনিও কোরানে হাফেজ। বিরাট কবি ছিলেন। শিরাজ নগরে ছিল তাঁর বাড়ি। আমার পছন্দের কবি। তাঁর কবিতার বইয়ের নাম 'দিওয়ান-ই-হাফিজ'। কবি হাফিজের নাম শুনেছেন ?

জি-না। আমি বিরাট মূর্খ।

আমরা সবাই মূর্খ। বলেই জয়নুল ব্যাগ থেকে পানের কৌটা বের করে পান মুখে দিলেন। আয়োজন করে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, এখন আপনার পরীক্ষা।

www.MurchOna.com

কী পরীক্ষা ?

আপনি হচ্ছেন আমার জীবনের প্রথম ছাত্র। কাক আঁকা শিখিয়েছি। ছাত্র কাক আঁকতে পারল কি-না দেখব না ? ওই কাকটা দেখে দেখে একটা কাক আঁকুন। এই নিন কাগজ। এই যে কয়লা। কয়লাটা শক্ত করে ধরবেন। কয়লাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। কয়লা আপনাকে কামড়াবে না।

মাওলানা কোনোরকম অস্বস্তি ছাড়াই আঁকতে বসলেন।

আমি যদি পা দু'টা আগে আঁকি অসুবিধা আছে ?

না। পা যেহেতু কাকের মাঝখানে, পা দিয়ে শুরু করাই ভালো হবে। Proportion ঠিক করা সহজ হবে।

কী বললেন বুঝলাম না।

আপনাকে বুঝতে হবে না। আপনি ছবি আঁকুন।

মাওলানা কাক এঁকে শেষ করলেন। লজ্জিত চোখে তাকালেন তার তরুণ শিক্ষকের দিকে। জয়নুল বললেন, আপনার কি ধারণা হয়েছে ?

মাওলানা ক্ষীণ গলায় বললেন, হয়েছে।

জয়নুল বললেন, আমি আপনাকে দিলাম দশে আট। আমি ভালো শিক্ষক। ছাত্রকে ভালো নাম্বার দেই। কাকটার নিচে দশে আট লিখে জয়নুল নিজের নাম সই করলেন। করে বললেন, এই কাকটা আমি রেখে দেব। পরীক্ষার খাতা টিচারের কাছে থাকে এই নিয়ম। *

ইদরিস বাসায় ফিরলেন আনন্দ নিয়ে। তাঁর শরীর পুরোপুরি সারে নি। রাত করে জ্বর আসছে। শরীর কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর জ্বর। জ্বরের সময় তাঁর মনে হয় পৃথিবীর অতি শীতলতম স্থানে কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে। যে শীত দোজখের আগুনের চেয়েও ভয়াবহ। এটা কি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ? মৃত্যুর আগে আগে মানুষ কি শীতের জগতে প্রবেশ করে ? মৃত্যু কি চরম শৈত্য ? জ্বরের ঘোরে তিনি লম্বা সাদা টুপি পরা কিছু মানুষজন দেখেন। তাদের মাথার টুপি যেমন লম্বা তারাও লম্বা। তাদের সবার গায়ে ভারী কম্বল। সেই কম্বলের রঙও সাদা। তিনি যেমন শীতে কষ্ট পাচ্ছেন তারাও পাচ্ছে। লোকগুলি নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে। ইদরিস তাদের কথা শুনতে পারেন না, তবে তারা যখন মুখ নাড়ে তখন তাদের মুখ দিয়ে সাদা কুয়াশার মতো বের হয়।

* ১৯৬০ কিংবা '৬৫-র দিকে জয়নুল আবেদিনের এই কাক এক ভক্ত অনেক টাকা দিয়ে মাদ্রিদে কিনে নিল। জয়নুলের নাম সই আছে। যে বিখ্যাত কাক বেচারা কিনল তা জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছিল না। (সূত্র : অসমর্থিত)

www.MurchOna.com

মাওলানা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলেন না। তাঁর লজ্জা লাগে। জ্বর বিকারে মানুষ অনেক কিছু দেখে, তা নিয়ে আলাপ করার কিছু নাই। অবশ্য মাঝে মাঝে গোপালনগর স্কুলের একজন শিক্ষকের সঙ্গে এই বিষয়ে তাঁর আলোচনা হয়। শিক্ষকের নাম বিভূতিভূষণ। ব্রাহ্মণ। পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শিক্ষক হঠাৎ হঠাৎ যমুনাদের বাড়িতে আসেন। তারাশংকর বাবুর সঙ্গে নানান বিষয়ে কথা বলেন। একসময় ভূতের গল্প শুরু করেন। তখন তারাশংকর বিরক্ত গলায় বলেন, আপনার মতো লেখক যদি ভূতপ্রেত নিয়ে থাকেন তাহলে কি হয় ? সাহিত্য জীবননির্ভর। ভূতনির্ভর না।

বিভূতিভূষণ আলাভুলা ধরনের মানুষ। খাওয়াদাওয়ার গল্প করতে খুব পছন্দ করেন। একদিন ইদরিসকে বললেন, শিং মাছের ডিমের পাতুরি কখনো খেয়েছেন ?

ইদরিস বললেন, জি-না জনাব।

একদিন খেয়ে দেখবেন। অসাধারণ। কীভাবে রাঁধবেন বলে দেই ? খুব সহজ।

জি বলুন।

শিং মাছের ডিমের সঙ্গে সামান্য মসলা দেবেন। কাঁচামরিচ লাগবে। পিঁয়াজ দেবেন না। কলাপাতা দিয়ে ডিম মুড়ে ভাতের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। মনে থাকবে ?

জি জনাব থাকবে।

কচ্ছপের ডিমের একটা রন্ধন প্রণালি আমার কাছে আছে। আপনাকে দেব ?

জি-না জনাব। আমি মুসলমান। কচ্ছপ খাই না।

আপনি মুসলমান আমি জানি। আমাদের এলাকার অনেক মুসলমান কচ্ছপ খান বলেই বলেছি। কিছু মনে করবেন না।

কিছুই মনে করি নাই।

বিভূতিভূষণ বললেন, আপনাদের যেমন এক ঈশ্বরবাদ, আমাদেরও কিন্তু এক অর্থে তাই। বেদান্ত গ্রন্থে আছে 'একং ব্রহ্ম দ্বিতীয়ং নাস্তি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' এর অর্থ— ব্রহ্মা এক, তিনি ব্যতীত আর উপাস্য কেউ নেই।

মাওলানা জ্বরের সময় তাঁর অভিজজ্ঞতার কথা এই জ্ঞানী মানুষকে বলেছেন। বিভূতিভূষণ বলেছেন, মৃত্যুর আগে আগে সমস্ত মানুষকেই তার মৃত্যুসংবাদ দেয়া হয়। কেউ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না।

ইদরিস বললেন, এটা কি মৃত্যুসংবাদ ?

www.MurchOna.com

বিভূতিভূষণ বললেন, হতে পারে। তবে আপনি ভয় পাবেন না। মৃত্যুর পরের জগৎ অতি আনন্দময়। সেই আনন্দ যে কী তা আমাদের ধারণা করা সম্ভব না।

শুধুই আনন্দ ? দুঃখ নাই ?

আমার মনে হয় নাই। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের কষ্ট দেবেন তা আমি মনে করি না। মৃত্যুর পর তিনি আমাদের তাঁর জগৎ, তাঁর সৃষ্টিরহস্য দেখার সুযোগ করে দেবেন। পরকাল নিয়ে আমার একটা লেখা আছে। নাম 'দেবযান'। আপনি কি পড়তে চান ?

ইদরিস বললেন, জি-না জনাব। গল্পকাহিনী আমার ভালো লাগে না। কাছাছুল আম্বিয়ার কাহিনী ভালো লাগে। অন্যকিছু ভালো লাগে না।

যমুনার কাছে 'দেবযান' বইটা আছে। যদি পড়তে ইচ্ছা করে পড়বেন।

জি আচ্ছা জনাব। তবে পড়তে ইচ্ছা করবে না।

বিভূতিভূষণ হেসে ফেললেন। *

---

* এই মহান ঔপন্যাসিক বান্ধবপুর এসেছিলেন। যথাসময়ে সেই গল্প করব। সেপ্টেম্বরের এক তারিখ ১৯৫১ সনে তিনি মারা যান। মৃত্যুর তিনদিন আগে তাঁর ভয়ঙ্কর এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন সন্ধ্যাকাল। তিনি বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ দেখলেন একদল শ্মশানযাত্রী শব নিয়ে যাচ্ছে। তিনি কৌতূহলী হয়ে তাকালেন এবং অবাক বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, যে শব নিয়ে যাচ্ছে সে আর কেউ না। তিনি নিজে। বিভূতিভূষণ এই দৃশ্য দেখেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তৃতীয়দিনের দিন মারা গেলেন।

www.MurchOna.com

আষাঢ় মাসের ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মাওলানা ইদরিস গ্রামে ফিরছেন। তাঁর মন বিষণ্ন। বাড়ি ফেরার আনন্দ পাচ্ছেন না। যে কাজে বের হয়েছিলেন তা শেষ করতে পারেন নি। শশাংক পালের মেয়ে ললিতার খোঁজ বের করতে পারেন নি। যমুনা তাঁকে বগুড়া যেতে দেয় নি, তবে নিজে লোক পাঠিয়েছিল। সেই লোক বিফল হয়ে ফিরেছে।

ইদরিস লঞ্চঘাটায় নেমে হাঁটতে শুরু করেছেন। বৃষ্টি পড়ছে বলেই তাকে কেউ সেভাবে লক্ষ করছে না। তিনি তাতে খুব স্বস্তি বোধ করছেন। সারাজীবন পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি পরেছেন। আজ তাঁর পরনে হাফ হাতা, সাইড পকেটওয়ালা নীল রঙের সার্ট। কালো প্যান্ট। যমুনা তাকে একজোড়া চামড়ার কাবলি স্যান্ডেল কিনে দিয়েছে। কাদার মধ্যে বারবার স্যান্ডেল আটকে যাচ্ছে।

ইদরিসের মাথায় কংগ্রেসি টুপি। যমুনার স্বামী সুরেন এই টুপি তাকে পরিয়ে দিয়েছে। টুপির রঙ কটকটে হলুদ। একজন আগ্রহ করে নিজে মাথায় পরিয়ে দিয়েছে বলে খুলতেও পারছেন না। মাথার টুপি হবে সাদা কিংবা কালো। ইদরিসের হাতে গান্ধিজির লাঠির মতো একটা লাঠি। লাঠিতে ভর দিয়ে খানিকটা কুঁজো হয়ে তিনি লাবুসের বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। অনেক পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কেউ তাঁকে চিনতে পারে নি।

মীরা পুকুরঘাটে খেলছিল। পুকুরঘাটে আসা তার নিষেধ। আজ বাড়িতে কেউ নেই বলে সে চলে এসেছে। কয়লা দিয়ে ঘর কেটে এক্কাদোক্কা খেলছে। এই খেলাটা একটু অন্যরকম। চাড়া ফেলার সময় সুর করে ছড়া পড়তে হয়—

আমি সতী ভাগ্যবতী
আমি যাব স্বামীর বাড়ি
আমার স্বামীর নাই ঘর
আমারে নিয়া রওনা কর।

'আমারে নিয়া রওনা কর' বলেই চোখ বন্ধ করে উল্টোদিক ফিরে চাড়া ফেলতে হয়। মীরা তাই করল। তার অনুমানে ভুল হলো। চাড়া গিয়ে পড়ল

www.MurchOna.com

পুকুরে। চাড়াটা পানিতে ভাসছে। মীরা একধাপ পানিতে নামলেই চাড়া হাতে পাবে। সে সাবধানে একধাপ নিচে নামল। পানিতে ঢেউ ওঠায় চাড়া সামান্য সরে গেছে। তাকে আরো একধাপ নামতে হবে। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। চাড়াটা তার পছন্দের। মীরা যখন ঠিক করল সে আরো একধাপ নামবে তখনি মাওলানা ইদরিস কাদায় মাখামাখি হওয়া পা ধুতে পুকুরঘাটে এলেন। মীরা তার দিকে তাকিয়ে টনটনে পরিষ্কার গলায় বলল, বাবা, তোমার দাড়ি গেল কই ?

মেয়ে রাম বলছে না। টর টর করে পরিষ্কার কথা বলছে। ইদরিসকে হতভম্ব করে মীরা বলল, বাবা, তোমার হাতের লাঠি কি সাপমারা লাঠি ? বাড়িতে হাদিস চাচা একটা সাপ মেরেছে, এক হাজার হাত লম্বা।

মাওলানা মেয়ের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। শিয়ালদা রেলস্টেশনে যখন পড়ে ছিলেন তখন এই মেয়ের সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তিনি কল্পনাও করেন নি। একসময় আল্লাহপাককে ডেকে বলেওছিলেন, হে গাফুরুর রহিম! মেয়েটাকে তোমার হাতে সোপর্দ করলাম।

মীরা বলল, বাবা, কাঁদো কেন ?

ইদরিস জবাব না দিয়ে পুকুরঘাটে শোকরানা নামাজ পড়ার জন্যে অজু করতে বসলেন। আল্লাহপাকের কাছে সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। যদিও বান্দার কৃতজ্ঞতায় বা অকৃতজ্ঞতায় তাঁর কিছুই যায় আসে না।

মীরা হাঁটুপানিতে দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখছে। মাঝে মাঝে চাড়াটার দিকে তাকাচ্ছে। চাড়াটা বাতাস পেয়ে এখন তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে মনে হয় আরেক ধাপ নিচে নামতে হবে না।

নামাজ শেষ করেই মাওলানা কাঁধে ঝুলানো ব্যাগ থেকে কাগজ এবং কয়লা বের করলেন। বৃষ্টি থেমে গেছে। পুকুরঘাটেই এখন কাক আঁকা যাবে। মেয়েটাকে মুগ্ধ করতে হবে।

মীরা চোখ বড় বড় করে বাবার কাণ্ড দেখছে।

কী কর বাবা ?

তাকায়া থাক। দেখ কী করি।

চিঠি লেখ ?

হুঁ।

কারে চিঠি লেখ ?

ইদরিসের কাক আঁকা শেষ হয়েছে। তিনি কাগজটা মেয়ের সামনে ধরলেন। মীরা চিৎকার দিয়ে বলল, ও আল্লা, কাউয়া!

www.MurchOna.com

মাওলানা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত 'কাউয়া' আঁকলেন। মীরার আনন্দের সীমা রইল না। একসময় সে বলল, বাবা, কাউয়া ছাড়া তুমি আর কিছু আঁকা জানো না ?

না। একটাই আঁকতে শিখেছি।

কে তোমারে শিখায়েছে ? আল্লাহ্।

ঠিকই ধরেছ। উনিই শিখায়েছেন, তবে অন্যের মাধ্যমে।

মাধ্যম কী ?

মাওলানা বিপদে পড়লেন। মাধ্যম মেয়েকে বুঝাবেন কীভাবে ? এত কথা সে কীভাবে বলে এটাও রহস্য।

বাবা, আরো কাউয়া বানাও।

মাওলানা মেয়ের আনন্দ দেখে অভিভূত হলেন। তিনি মনে মনে বললেন, আল্লাহপাক, তুমি আনন্দ তৈরির কারিগর। আমার মেয়েটার মনে তুমি যে আনন্দ তৈরি করেছ তার জন্যে তোমার পাক দরবারে শুকরিয়া।

মাওলানা ইদরিসের মতো আরেকজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরেই হাতজোড় করে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মূর্তির সামনে বসে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বলছেন, ঠাকুর, আমার পুত্র এখন সর্ব রোগব্যাধি থেকে মুক্ত। ঠাকুর, এই কাজ হরিচরণের মাধ্যমে তোমারই করা। আমার আনন্দের সীমা নাই।

তিনি ঠাকুরকে ফুল নিবেদন করলেন। তারপর শিবশংকরকে ডেকে পাঠালেন।

বাবা, তোমার শরীর কেমন ?

শরীর ভালো।

সব সময় খেয়াল রাখবে ঋষি হরিচরণ তোমার দিকে লক্ষ রাখছেন। উনার নির্দেশমতো কাজ করায় আজ তুমি নীরোগ।

শিবশংকর বলল, স্বপ্ন কোনো বিষয় না বাবা। মানুষ যা ভাবে তাই স্বপ্ন দেখে। সারাক্ষণ তোমার মাথায় ঋষি হরিচরণ থাকে বলে তুমি উনাকে স্বপ্নে দেখ।

মূর্খের মতো অন্যায় কথা বলেছ। ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাও।

শিবশংকর বলল, আমি ঠাকুরদেবতা মানি না বাবা। আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য। আমি স্বামীজির মতো নাস্তিক।

বিবেকানন্দ নাস্তিক ?

হুঁ। উনি বলেছেন, 'যে ঈশ্বর ক্ষুধায় পৃথিবীর মানুষকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি পরকালে আমাদের পরম সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

www.MurchOna.com

মনিশংকর হতভম্ব গলায় বললেন, স্বামীজি এই কথা বলেছেন ? ভগবান রামকৃষ্ণের একনম্বর ভক্ত এই কথা বলেছেন ?

শিবশংকর বলল, বইয়ে লেখা আছে। আমার কাছে বই আছে, দেখাব ?

না, দেখাতে হবে না। আমি আগামী দুইদিন তোমার মুখ দর্শন করব না।

পুত্রের পাপের ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে মনিশংকর ঠিক করলেন, আগামী দুই দিন তিনি নিরম্বু উপবাস করবেন। ঠাকুরঘর থেকে বের হবেন না। একমনে জপ করবেন—

পুত্রকে ক্ষমা কর ঠাকুর।
অবোধকে ক্ষমা কর।
নির্বোধকে ক্ষমা কর।
মূর্খকে ক্ষমা কর।

এককড়ি তাঁর নিজস্ব ঠাকুরঘরে বসে আছেন। সম্পূর্ণ নিজের আলাদা ঠাকুর থাকার আনন্দ এখন বোধ করছেন। তাঁর নিজের ঠাকুর এখন তাকেই দেখবেন, অন্যকে না।

আজ এককড়ির মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত। শ্রীনাথের কারণে বিক্ষিপ্ত। সে না-কি নমশুদ্রদের সাথে মারামারি করে এসেছে। কাজটা ভুল হয়েছে। ছোটজাতকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে হয়। ছোটজাতকে কখনো খেপিয়ে তুলতে নেই। এরা থাকে দলবদ্ধ। সব একসঙ্গে হলে বিরাট ঝামেলা করতে পারে। তাঁর চালের গুদাম লুট করতে পারে। আগুন লাগিয়ে দিতে পারে। কিছুদিন আগে বাজারের দোকানে আগুন লাগল। এই আগুনের পেছনে নমশুদ্রের দল থাকতে পারে। ছোটলোকরা ধনবানদের দেখতে পারে না।

বান্ধবপুরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা যেটা হয়েছে তার পেছনে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ আছে, এটা তার মনে হয় না। ঠিকমতো তদন্ত হলে সব বের হতো। তদন্ত ঠিকমতো হচ্ছে না। এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ ময়মনসিংহ সদর থেকে এসপি সাহেব আসেন নাই। ইংরেজ এসপি এসে একটু হম্বিতম্বি করলে থলের বিড়াল বের হয়ে যেত। এসেছে কে ? ঘোড়ায় চড়ে কেন্দুয়া থানার ওসি। ওসি মুসলমান। নাম হায়দার। এককড়ির উঠানে বসে ডাব খেতে খেতে বলেছেন, এককড়ি বাবু, মসজিদটা পুড়ায়ে দিয়ে ভালো করেন নাই।

হতভম্ব এককড়ি বললেন, মসজিদ পুড়ায়ে দিয়েছি, এটা কী বললেন ?

ওসি সাহেব বললেন, মসজিদের ইমাম সাহেব মারা গিয়েছেন, সেটা বড় কথা না। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় মানুষ মরবেই। কিন্তু মসজিদ— ধর্মস্থান পুড়ায়ে দেয়া বিরাট গর্হিত কাজ হয়েছে। হিসাবে ভুল করেছেন।

www.MurchOna.com

এককড়ি হতাশ গলায় বললেন, আমি কী ভুল করলাম! মসজিদ আমি জ্বালায়ে দিব কোন দুঃখে ?

দারোগা সাহেব গম্ভীর ভঙ্গিতে গোঁফে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, আমাদের কাছে খবর আছে। থানাওয়ালাদের খুশি করার ব্যবস্থা করেন, দেখি কী করা যায়। আপনি ব্যবসায়ী মানুষ হয়ে হিসাবে কীভাবে ভুল করলেন বুঝলাম না।

এককড়ি থানাওয়ালাদের খুশি করার জন্যে পাঁচশ' টাকা দিলেন।

দারোগা সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, এই টাকা তো এসপি সাহেবকেই পাঠায়ে দিতে হবে। লালমুখ ইংরেজ সাহেব। পাঁচশ' টাকা হাজার টাকা ছাড়া তাদের সামনেই যাওয়া যায় না।

এককড়ি আরো পাঁচশ' দিলেন।

ঘটনা এইখানেই শেষ হবে বলে এককড়ির মনে হচ্ছে না। থানাওয়ালারা তাঁতের মাকুর মতো আসা-যাওয়া করতেই থাকবে। প্রতিবারই তাদের খুশি করতে হবে।

এককড়ি হাতজোড় অবস্থায় চোখ বন্ধ করে আছেন। মন কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করছেন। রাধাকৃষ্ণকে একমনে কিছুক্ষণ ডাকতে হবে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ স্তব, তারপর শ্রীরাধিকা স্তব পাঠ করতে হবে। অবিনাশ ঠাকুর দু'টি স্তবই লিখে দিয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের স্তব মুখস্থ হয়েছে। শ্রীরাধিকারটা এখনো হয় নি। এককড়ি স্তব শুরু করলেন—

রক্ষ রক্ষ হরে মাং চ নিমগ্নং কামসাগরে
দুষ্কীর্ত্তিজল পূর্ণে চ দুষ্পারে বহু সংকটে
ভক্তি বিস্মৃতি বীজে চ বিপৎ সোপানদুস্তরে
অতীব নির্মল জ্ঞান চক্ষুঃ প্রচ্ছন্নকারিনে...

খুট করে শব্দ হলো। এককড়ির ধ্যান ভঙ্গ হলো। শ্রীনাথ দরজা খুলে ঢুকেছে। এককড়ি বললেন, ধ্যানে যখন থাকি হুটহাট শব্দ কর, এটা কেমন কথা!

শ্রীনাথ বলল, আপনি ধ্যানে আছেন বুঝব ক্যামনে ? দরজা বন্ধ। তারচে' বড় কথা, সামান্য শব্দে যে ধ্যান ভাঙে সেই ধ্যান কোনো ধ্যানের মধ্যেই পড়ে না।

এককড়ি বললেন, তুমি অতিরিক্ত মাতব্বর হয়ে গেছ শ্রীনাথ। তালেবরের মতো কথা বলা শুরু করেছ। শুনেছি তুমি নমশুদ্রর সাথে মারামারি করেছ।

শ্রীনাথ বলল, নরেশ আমারে অপমান করেছিল, আমি তারে দুই চারটা থাপ্পড় দিয়েছি। এটা কোনো বিষয় না। শ্রীরামচন্দ্র কী করেছিলেন শুনেন— শম্বুক নামের এক শূদ্র 'রাম রাম' বলে উঠল। শূদ্রের মুখে রামনাম নিষিদ্ধ। কাজেই শ্রীরাম চন্দ্র নিজের হাতে শম্বুককে হত্যা করলেন।

www.MurchOna.com

এককড়ি বললেন, তুমি কি রামচন্দ্র ? তুমি রামচন্দ্র না। তুমি শ্রীনাথ। বিরাট চোর।

চোর ?

অবশ্যই চোর। তুমি লাবুসের বাড়ি থেকে কৃষ্ণমূর্তি চুরি কর নাই ?

করেছি। আপনার জন্যে করেছি। নিজের জন্যে করি নাই।

এককড়ি বললেন, আমার মন বলতেছে— নানান দুষ্কর্ম তুমি ভবিষ্যতে করবা এবং পরে বলবা— কাজটা আপনার জন্যে করেছি। কাজেই তুমি বিদায়।

কী বললেন ?

বললাম, বিদায়। আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে নাই।

আমি যাব কই ? খাব কী ?

তুমি রামচন্দ্ররে ডাক। উনি ব্যবস্থা করে দিবেন। এখন সামনে থেকে যাও।

এককড়ি ধ্যানে মন দিলেন—

হে নাথ করুণাসিন্ধু
দীনবন্ধু কৃপাং করো
ত্বং মহেশ মহাজাতা
দুঃস্বপ্নং মাং ন দর্শয়॥

শ্রীনাথ ধনু শেখের কাছে গিয়েছে। ধনু শেখ লঞ্চের জন্যে নতুন টিকেট বাবু নেবেন। কাজটা যদি পাওয়া যায়।

ধনু শেখ বললেন, অবশ্যই তোমারে চাকরি দিব। লঞ্চের টিকেট বাবুর জন্যে চতুর লোক লাগে। তোমার মতো চতুর তো সচরাচর পাওয়া যায় না। গরু-ছাগল পাওয়া যায়। নির্বোধ পাওয়া যায়। চতুর পাওয়া যায় না।

শ্রীনাথ বিড়বিড় করে বলল, বিরাট কষ্টে আছি। বলতে পারেন না খায়া আছি।

এককড়ি বললেন, না খায়া কেন থাকবা ? লাবুসের লঙ্গরখানা আছে না ? সেখানে ভর্তি হয়ে যাও। একবেলা ভরপেট খিচুড়ি।

শ্রীনাথ বলল, সেটা সম্ভব না। একটা চাকরি দেন— আমি বাকি জীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

বলেছি তো চাকরি দিব। একটা শর্ত আছে। কঠিন কিছু না।

শ্রীনাথ বলল, যে শর্ত দেন সেটাই মানব।

ধনু শেখ বললেন, আমি ঠিক করেছি স্বজাতি ছাড়া চাকরি দিব না। মুসলমান হয়ে যাবে। জটিল কিছু না। তিনবার কলিমা পড়লেই হবে।

www.MurchOna.com

শ্রীনাথ হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছে। এখন মনে হচ্ছে, এই আধাপাগল মানুষটার কাছে আসাই ভুল হয়েছে।

ধনু শেখ পান মুখে দিতে দিতে বললেন, কলিমা পড়ার পর তোমার 'ধন' কাটা হবে। সামান্য রক্তপাত, তবে অনেকের 'ধন' জন্ম থেকে কাটা থাকে। তাদের কাটা লাগে না।

শ্রীনাথ বলল, এইগুলা কী বলতেছেন ?

ধনু শেখ বললেন, ধুতি খুলে তোমার ধনটা আমারে দেখাও। আমি দেখলেই বলতে পারব তোমার কাটা লাগবে কি-না।

শ্রীনাথ দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ধনু শেখ মনের আনন্দে অনেকক্ষণ হাসলেন। একটা বয়সের পর সহজে আনন্দ পাওয়া যায় না। আনন্দ খুঁজে খুঁজে নিতে হয়। জগতে আনন্দই সত্য। আর সব মিথ্যা।

তিনি গোপনে একটা আন্দোলন শুরু করেছেন। এই আন্দোলনের নাম 'বান্ধবপুর ছাড়'। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ছোটটা। কায়দা করে এই অঞ্চল থেকে হিন্দু দূর করা। দেশ ভাগাভাগি হবে বোঝাই যাচ্ছে। বান্ধবপুর হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল।

ধনু শেখের মনে হচ্ছে গান্ধিজি যেমন জেল থেকে ছাড়া পেয়েই নিজগ্রামে ফিরে গেছেন, ঠিক সেরকম আরেক গান্ধিও বান্ধবপুরে এসেছে। তার নাম মাওলানা ইদরিস। চুল দাড়ি ফেলে হাতে লাঠি নিয়ে উপস্থিত। হাঁটছেও কুজো হয়ে। দিনরাত নাকি কাকের ছবি আঁকছে। কলিকাতা থেকে এই বিদ্যা নিয়ে এসেছে।

সদরুল।

কর্তা বলেন।

ঝিমায়া বইসা আছ কেন ? কিছু কর।

কী করতে বলেন ?

সব আমাকে বলা লাগবে কেন ? বুদ্ধি খাটায়া কিছু বের কর।

সদরুল বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু বের করতে পারছে না। ধনু শেখ কী চাচ্ছেন বুঝতে পারছে না। গুরুত্বপূর্ণ কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে হতো। সে কারো সঙ্গে আলাপও করতে পারছে না। একবার ভাবল লাবুসের সঙ্গে আলাপ করবে। লাবুস মানুষটা শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ তা-না। ভালোমানুষও। ভালোমানুষের চিন্তা হবে ভালোমানুষের মতো। সেই চিন্তা কি ধনু শেখের পছন্দ হবে ?

শিবশংকর লঙ্গরখানা নিয়ে কঠিন পরিশ্রম করছে। জঙ্গল থেকে রান্নার খড়ি আনার মতো কাজও করছে। লাবুস তাকে বাধা দিচ্ছে না। মনিশংকর বলে দিয়েছেন,

www.MurchOna.com

ছেলে যা করতে চায় তাই যেন তাকে করতে দেয়া হয়। আমার ছেলের কোনো একটা বড় সমস্যা হয়েছে। কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকলে যদি সেই সমস্যাটা কাটে।

বাড়ির সামনে খুঁটি পুঁতে রাখার বিষয়েও তিনি ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন। ছেলে উত্তর দিয়েছে, সেই উত্তরের কোনোই অর্থ হয় না।

বাবা, খুঁটি কেন পুঁতে রাখ ? আমাকে বলতে যদি অসুবিধা না থাকে তাহলে বলো।

আমাকে একজন পুঁততে বলেছে।

সে তোমার পরিচিত ?

হুঁ।

হিন্দু না মুসলমান ?

বাবা, আমার ধর্মে বিশ্বাস নাই। আমি হিন্দু-মুসলমান আলাদা করি না।

যে তোমাকে খুঁটি পুঁততে বলেছে সে ছেলে না মেয়ে ?

মেয়ে।

তোমার পরিচিত কেউ ?

হ্যাঁ।

জীবিত না মৃত ?

বাবা সে মৃত।

এটা কি ভৌতিক কোনো ব্যাপার ?

জানি না।

মনিশংকর হরিদ্বার থেকে রক্ষাকবচ এনে ছেলেকে পরিয়েছিলেন। একদিন দেখেন সেই রক্ষাকবচ খুঁটির মাথায় লাগানো। মনিশংকর ছেলেকে ডেকে বললেন, কাজটা কেন করেছ ?

শিবশংকর বলল, কবচে আমার বিশ্বাস নাই।

কিসে তোমার বিশ্বাস ?

কিসে বিশ্বাস সেটা আমি জানি। কিন্তু আপনাকে বলব না।

কেন বলবে না ?

কারণ আপনি বুঝতে পারবেন না।

মনিশংকর ঠিক করেছেন ছেলেকে বান্ধবপুর থেকে কোলকাতা নিয়ে যাবেন। জাপানিরা বোমা ফেললে ফেলবে। কী আর করা। বোমার চেয়েও জরুরি ছেলের চিকিৎসা। ছেলেকে বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে সুস্থ করতে হবে। তিনি এই মুহূর্তে কাজটা করছেন না, কারণ খুঁটি পুঁতার সমস্যা ছাড়া ছেলে ভালো আছে। বিপুল

www.MurchOna.com

উৎসাহে লঙ্গরখানার কাজ করে যাচ্ছে। ইমাম করিমের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। কাজকর্মের ফাঁকে দু'জনে নানান কথা বলে।

করিম তার মনের অতি গোপন পরিকল্পনার কথাও শিবশংকরকে বলেছে। তার পরামর্শ চেয়েছে।

করিম ফিসফিস করে বলেছে, তিনজন মানুষকে খুন করা ফরজ হয়ে গেছে। বুঝেছ, ফরজ হয়ে গেছে।

শিবশংকর বলল, ফরজ কী ?

করিম বলল, ফরজ হলো অবশ্য কর্তব্য। তিনজনের মধ্যে একজন হলো ধনু শেখ।

বাকি দু'জনের নাম বলবেন না ?

না। দেখি তুমি অনুমান করে বার করতে পার কি না।

তারা কি পুরুষ ?

একজন পুরুষ। আরেকজন মহিলা।

তাদের বয়স কত ?

ইমাম বলল, থাক বেশি চিন্তার দরকার নাই। আমি নাম বলতেছি। গোপন রাখবা। পুরুষের নাম লাবুস।

লাবুস ?

হুঁ। আর মেয়েটার নাম আতর।

আতর ? সে তো খুব ভালো মেয়ে।

ইমাম অবাক হয়ে বলল, আতরের কারণে আমার স্ত্রী থাকে নটিবাড়িতে। ভালো কীভাবে হয় ?

আতরকে কীভাবে খুন করবেন ? সে তো বান্ধবপুরে থাকে না। বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে থাকে।

করিম বলল, শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা বের করেছি, সেখানে যাব।

মানুষ খুন করবেন, আপনার পাপ হবে না ?

হবে না। আমি পাগল তো— পাগলের পাপ নাই।

আপনার কথাবার্তা তো পাগলের মতো না।

করিম বলল, কথাবার্তা পাগলের মতো না। কিন্তু হাসি পাগলের মতো। এই দেখ আমি হাসব— পাগলের হাসি।

করিম শরীর দুলিয়ে বিকট শব্দে হাসতে লাগল।

শিবশংকর বলল, পাগলের কি ধর্ম আছে ?

করিম বলল, না। পাগলের ধর্ম নাই। তার কাছে আল্লাহ ভগবান সব এক।

www.MurchOna.com

কিন্তু আপনি তো নামাজ পড়েন। পাঁচ বেলাই পড়েন। তার অর্থ আপনি পুরোপুরি পাগল হন নাই। কিছু বাকি আছে।

কথা খারাপ বলো নাই।

এখন খুন করলে বিরাট পাপ হবে।

তাও ঠিক।

শিবশংকর বলল, পুরাপুরি পাগল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করেন।

করিম বলল, এছাড়া উপায় কী ?

শিবশংকর বলল, আতরের ঠিকানাটা আমাকে দিবেন ?

তুমি ঠিকানা দিয়া কী করবা ?

একটা চিঠি লিখব।

আচ্ছা ঠিকানা দিব, কোনো সমস্যা নাই। ঠিকানা তোমার কাছে থাকাই ভালো। আমি হারায়ে ফেলতে পারি।

শিবশংকর আতরকে চিঠি লিখেছে। চিঠিটা লিখেছে সংকেতে। তার ধারণা আতর সংকেত ধরতে পারবে। শিবশংকরের চিঠি—

A ১০০১২—দণ্ড—৩২০১—দণ্ড
৮৮৮৯—Pok—৫৫২—০১—N
MAGO TREE. ২১১—০০০
৬১১৯৩৭২ অ—আ—শ

আতর তার শ্বশুরবাড়িতে সুখেই আছে। তাদের বাড়িটা টিনের। বেশ বড় বাড়ি। বাড়ির পেছনে পুকুর। এই পুকুর মেয়েদের। মেয়েরাই শুধু সেখানে স্নান করবে, ধোয়া পাকলার কাজ করবে। পুরুষদের সেখানে যাওয়া নিষেধ। পুকুরের পেছনে ঘন বাঁশঝাড়। বাড়ির সামনে বড় উঠান। উঠানে কয়েকটা আমগাছ। একটা আমগাছে দোলনা টানানো। এই দোলনা কবি শাহনেয়াজের জন্যে। মাঝে মাঝে কবি সাহেব দোলনায় দোল খেতে খেতে কবিতা লিখতে পছন্দ করেন। এতে না-কি ছন্দের হিসাব রাখতে সুবিধা হয়।

আতরের দিন শুরু হয় তার শ্বশুর আব্দুল গনির গজগজানি দিয়ে। তিনি পুত্রকে দীর্ঘক্ষণ গালাগালি না করে তাঁর দিন শুরু করতে পারেন না। শাহনেয়াজ বাবার গালাগালি কিছুই শোনে না। কারণ সূর্য ওঠার পর পরই সে ঘুমাতে যায়। তার ঘুম ভাঙে দুপুরে। ঘুম ভাঙার পরপর দুপুরের খাবার খেয়ে আবার ঘুম। এই ঘুমের নাম ভাত ঘুম। ভাত ঘুম ভাঙে বিকালে। শাহনেয়াজ তখন গোসল সারে, দাঁত মাজে, ইস্ত্রি করা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে তার দিন শুরু করে।

www.MurchOna.com

শাহনেয়াজের বাবা আব্দুল গনি তাঁর দিন শুরু করেছেন। পুত্রকে নিয়ে গজগজানি শুরু হয়েছে— বিদ্বান গাধা এখন ঘুমে। বিদ্যার খেতায় আগুন। এমন বিদ্যার প্রয়োজন নাই। মূর্খ ভালো। টেকা পয়সা খরচ কইরা যে পুলারে বিদ্বান বানায় সে গাধা। তার বাপ গাধা। তার দাদা গাধা। তার চৌদ্দগুষ্ঠি গাধা। তার মাতুল বংশ গাধা। ইত্যাদি।

আতরের শাশুড়ি মোসাম্মত আমিনা বেগম নামাজ কালাম নিয়ে থাকেন। তার হাতে এক হাজার গুটির তসবি। একজন দাসী সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে থাকে এবং তসবির একটা মাথা ধরে থাকে। এই তসবি এক পীরসাহেব তাকে দিয়েছেন।

আমিনা বেগম অবসর সময় বাড়ির পেছনে পুকুরঘাটে বসে থাকেন। তিনি যেখানে সেখানে ভূত দেখেন। ভূতের গল্প বলায় তার আগ্রহ সীমাহীন। শ্রোতা হিসাবে আতরকে পেয়ে তিনি খুশি। তিনি তাঁর ছেলের বউকে ভূতবিষয়ক শিক্ষায় পুরোপুরি শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এই দায়িত্ব তিনি আগ্রহ এবং আনন্দের সঙ্গে পালন করছেন।

বৌমা শোন। ভূত পেতনি আর জিন কিন্তু এক না। ভূত পেতনি এক কিসিম, জিন আরেক কিসিম। জিনরার দেশ আছে। রাজত্ব আছে। রাজা আছে। ভূত পেতনির এইসব কিছু নাই। বুঝলা ঘটনা ?

জি আম্মা বুঝলাম।

ভূত পেতনি আবার দুই কিসিমের। শুকনার ভূত। এরা গাছে থাকে, মানুষের বাড়িঘরে থাকে। আরেক কিসিম হইল পাইন্যা ভূত। এরা থাকে পানিতে—খালে, বিলে, হাওরে। বুঝলা ঘটনা ?

জি আম্মা বুঝলাম। এই বাড়িতে কি ভূত আছে ?

অবশ্যই আছে। ভূত ছাড়া কি বাড়ি হয় ? তিন চাইরটা আছে, এর মধ্যে একটা বড়ই বজ্জাত— নাম 'হাম্বর'।

ভূতদের নাম থাকে ?

অবশ্যই থাকে।

আম্মা, 'হাম্বর' ছেলে না মেয়ে ?

ছেলে। সন্ধ্যাবেলা বাঁশঝাড়ের কাছে হাম্বর বলে ডাক দিও, দেখবা ঘটনা।

কী ঘটনা ?

বাতাস নাই কিছু নাই দেখবা সমানে বাঁশগাছ দুলতাছে।

মোসাম্মত আমিনা বেগম শুধু যে ভূতের গল্প করেন তা না—প্রতি অমাবশ্যায় ভূতদের উদ্দেশে ভোগ দেন। আস্ত গজার মাছ ভেজে বাঁশগাছের নিচে রেখে আসেন। গজার মাছ ভাজা ভূতপ্রেতের অতি পছন্দের খাবার। জিনরা আবার মাছ খায় না। তাদের পছন্দ ছানার মিষ্টি।

www.MurchOna.com

একদিন আতর বলল, আম্মা, গজার মাছ ভাজা দেওয়া ঠিক না। মাছ ভাজার লোভে অন্য ভূতরা চলে আসবে। বাড়ি ভর্তি হয়ে যাবে ভূত পেতনিতে।

আমিনা বেগম পুত্রবধূর অজ্ঞতায় খুব মজা পেলেন। তিনি বললেন, এক সীমানার ভূত অন্য সীমানায় যায় না। তাছাড়া হাম্বর আছে। হাম্বর কাউরে ধারে কাছে আসতে দিবে না।

হাম্বরকে কোনোদিন দেখেছেন ?

বৌমা, এদের চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না। তারপরেও কয়েকবার দেখেছি। খুবই খাটো। পায়ের পাতা অনেক বড়। মুখের কাটা ছোট। পুতি পুতি দাঁত। ইঁদুরের দাঁতের মতো।

আমাকে একদিন দেখাবেন ?

আচ্ছা যাও চেষ্টা নিব। দেখতে পাবা কি-না জানি না। সবাই দেখে না।

আমিনা বেগম চেষ্টা নিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা আতরকে বাঁশঝাড়ের কাছে নিয়ে গেছেন— হাম্বরের সঙ্গে আতরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। উঁচু গলায় বলেছেন, ঐ হাম্বর। বদের বাচ্চা কইরে ? বউমারে নিয়া আসছি। ভালো কইরা দেখ। এর সাথে বজ্জাতি ফাইজলামি করবি না। ভয় দেখাবি না। নজর দিবি না। অন্য কোনো বদের বাচ্চা যেন নজর না দেয় সেইটাও দেখবি। তুই যে আমার কথা শুনছস তার প্রমাণ দে। বাঁশঝারে ঝাঁকি দে বদের বাচ্চা।

বাঁশঝাড় সত্যি সত্যি দুলে উঠল। আতর ভয়ে তার শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরল। আমিনা বেগম বড়ই তৃপ্তি লাভ করলেন। কেউ ভূতের ভয়ে অস্থির হলে তিনি খুব আনন্দ পান। তাঁর মনে হলো— ভালো বৌ পেয়েছেন। মাশাল্লাহ!

অল্প কিছু দিনেই আতর বুঝে ফেলেছে তার স্বামী একজন ব্যর্থ মানুষ। সে যে ব্যর্থ তা নিজে জানে না। ব্যর্থ মানুষরা ক্ষতিকর হয়, এই লোকটা তা না। সে বাস করে প্রবল ঘোরে। এই ঘোর কোনোদিন কাটবে তাও মনে হয় না।

শাহনেয়াজের বর্তমান কর্মকাণ্ড দুই ভাগে ভাগ করা। কাব্যচর্চা এবং মূর্খ স্ত্রীকে শিক্ষিত করা। আতরকে প্রতিদিন গল্প-উপন্যাস পড়তে হচ্ছে। শুধু পড়াতেই শেষ না, মৌখিক পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

যে উপন্যাস পড়ে শেষ করেছ, তার নাম কী ?

নৌকাডুবি।

কে লিখেছেন ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নায়কের নাম কী ?

রমেশ।

www.MurchOna.com

নায়িকার নাম কী ?

সুশীলা।

পার্শ্বচরিত্রের নাম কী ?

আতর বলল, পার্শ্বচরিত্র কী জিনিস ?

শাহনেয়াজ বলল, যে নায়ক নায়িকা না, তবে তাদের আশেপাশের কেউ।

জানি না।

উপন্যাসটা তোমাকে আবার পড়তে হবে। কাগজ-কলম নিয়ে বসবে। যখনই কোনো নাম আসবে নাম লিখে ফেলবে।

আতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

আতরকে তার স্বামীর কিছু কবিতাও মুখস্থ করতে দেয়া হয়েছে। একটি কবিতার নাম 'চাতকের অশ্রু'।

**চাতকের অশ্রু**
নিশি পথের পেয়েছি নিমন্ত্রণ
শুনেছি ক্রন্দন।
ব্যথিত চাতক কাঁদে দুলে উঠে বন।
উড়ে যায় পক্ষীগণ।
বহে বায়ু উত্তরী, শন শন শন।
উচাটন হয়েছে তাহাদের মন।
হইতেছে দুঃখের শোণিত ক্ষরণ।

কবিতা মুখস্থ করা ছাড়াও আতরকে যে কাজটি করতে হচ্ছে তা হলো সেজেগুজে কবির সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকা। কারণ কবি প্রচুর প্রেমের কবিতা লেখেন। সেই সময় 'প্রেরণাদাত্রী' লাগে। বসে থাকার সময় হাসা যাবে না। নড়াচড়াও করা যাবে না। এতে কবির মনসংযোগে সমস্যা হয়।

আতর শিবশংকরের চিঠি পেয়েছে। চিঠির অর্থ, কে এই চিঠি পাঠিয়েছে, সে কিছুই বুঝতে পারে নি। সে চিঠি তার স্বামীকে দেখিয়েছে। তার বিদ্বান স্বামী চিঠির অর্থ সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছে। গম্ভীর গলায় বলেছে, এটা তাবিজ। কেউ একজন চিঠির মাধ্যমে তোমাকে তাবিজ করেছে।

তাবিজ কেন করেছে ?

তোমার আমার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়।

তাবিজ পানিতে ডুবিয়ে দিলে তার গুণ নষ্ট হয়। আয়োজন করে সেই তাবিজ পানিতে ডুবানো হলো। শাহনেয়াজ ঘোষণা করল, যেহেতু কেউ একজন তার

www.MurchOna.com

স্ত্রীকে তাবিজ করার চেষ্টা করছে, কাজেই সে স্ত্রীকে ফেলে কোলকাতা যাবে না এবং এবছর এমএ পরীক্ষা দেবে না।

আব্দুল গনি বলেছেন, ঠিক আছে দিস না। আগেও দুইবার ফেইল করছস, এইবারও করবি। লাভ কী ? পাস করলেও বিপদ। আরো বড় গাধা হবি।

শাহনেয়াজ বলল, বড় গাধা কেন হব ?

আব্দুল গনি হতাশ গলায় বললেন, ভুল বলেছি। বড় গাধা হবি না। তুই বড় গাধা হইয়াই জন্ম নিছস।

বাবার অপমানসূচক কথায় কবি সাহেবের কোনো ভাবান্তর হলো না। হালকা ধরনের কথাবার্তা শুনলে তার হবে না। সে জগতের মহৎ বিষয় অনুন্ধানে ব্যস্ত। তাছাড়া গতকাল রাত তিনটা একুশ মিনিটে তার মাথায় কবিতার একটা লাইন এসেছে। লাইনটা জেঁকে বসেছে। পিন আটকে যাওয়া রেকর্ডের মতো বেজে যাচ্ছে। লাইনটার ব্যবস্থা করা দরকার। লাইনটা হচ্ছে—

'সরবোরে নীল কমলিনি কাঁদে।'

নীল কমল কাঁদলে ঠিক ছিল। কিন্তু কমলের স্ত্রীলিঙ্গ 'কমলিনি' কেন মাথায় এসেছে তা কবি বুঝতে পারছে না।

রাত অনেক হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার। অসংখ্য তারা উঠেছে। পুকুরঘাটে বসে লাবুস তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তার চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। কী বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড! মানুষের বাস তার ক্ষুদ্র এক গ্রহে। না জানি অন্য গ্রহগুলিতে কী আছে। কী তাদের রহস্য।

হাসনাহেনা ফুল ফুটেছে। বাতাসে ফুলের সৌরভ ভেসে আসছে। তারস্বরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। লাবুসের মনে হলো ফুলের সৌরভ, ঝিঁঝির ডাক বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা না। বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এরাও একটা অংশ। এবং মোটেই তুচ্ছ না।

লাবুস।

মাওলানা ইদরিস এসে লাবুসের পাশে বসলেন। লাবুস তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বাড়িতে পা দেয়ার পর বাড়িটা হেসে উঠেছে।

ইদরিস বললেন, বাবা, তোমার কথা বুঝলাম না।

লাবুস বলল, কোনো কোনো মানুষ আছে যারা যেখানেই যান সেই জায়গা আনন্দে হেসে ওঠে। আবার উল্টাটাও হয়। কিছু মানুষের উপস্থিতিতে জায়গা কাঁদে।

www.MurchOna.com

বাবা, তোমার কথা কিছুই বুঝতেছি না।

লাবুস বলল, বুঝার দরকার নাই। আপনি যে কাজে গিয়েছিলেন সেই কাজ তো হয় নাই।

ঠিকই ধরেছ, কাজটা হয় নাই। তোমার অনেকগুলি টাকা নষ্ট করেছি। আমি শরমিন্দা।

আপনি যে সুস্থ অবস্থায় ফিরতে পেরেছেন এতেই আমি খুশি।

ফিরেছি ঠিকই, কিন্তু মনটা খারাপ। শশাংক পালের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারি নাই।

পূরণ হবে। আপনি যাকে খুঁজছেন সে খবর পাবে এবং একদিন ভরসন্ধ্যায় এই বাড়িতে সে উপস্থিত হবে।

ইদরিস তাকিয়ে আছেন। লাবুসের কোনো কথারই আগামাথা তিনি ধরতে পারছেন না। লাবুস বলল, মাঝে মাঝে আমি চোখের সামনে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।

ইদরিস বললেন, মানুষকে এই ক্ষমতা আল্লাহপাক দেন নাই বাবা।

লাবুস চুপ করে রইল। একটা কথা বলতে গিয়েও বলল না। সে যে কথাটা বলতে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে, আপনি যে মেয়ের সন্ধানে গিয়েছিলেন তার নাম আপনি আমাকে বলেন নাই। কিন্তু আমি তার নাম জানি। তার নাম ললিতা। মাওলানা ইদরিসকে চমকে দেয়ার কোনো অর্থ নাই।

কলিকাতা শহর কেমন দেখলেন ?

ভালো না। দমবন্ধ লাগে। তবে কয়েকজন অতি ভালোমানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এদের মধ্যে একজন স্কুল শিক্ষক। গোপালনগর স্কুল। বিভূতি বাবু।

লেখক ?

হ্যাঁ লেখক। অনেক বই লিখেছেন।

উনিও এখানে আসবেন। আপনি তাঁকে তিনবটের মাথা দেখাতে নিয়ে যাবেন।

মাওলানা ইদরিস অবাক হয়ে বললেন, বিভূতি বাবুকে আমি তিনবটের মাথার কথা বলেছি। উনি সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখতে পছন্দ করেন। উনি বলেছেন আসবেন। তাঁর শরীর সামান্য খারাপ। শরীর সারলেই আসবেন।

হঠাৎ লাবুস পরিষ্কার দেখতে পেল, লেখক মানুষটা পুকুরঘাটের শ্বেতপাথরে বসে আছেন। মুগ্ধ গলায় নিজের লেখা পড়ে যাচ্ছেন।

www.MurchOna.com

এককড়ির মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূলে গলাছিলা বিকটদর্শন এক শকুন এসে বসেছে। সে আকাশের দিকে গলা লম্বা করছে, আবার গুটিয়ে আনছে। পাখা মেলে দিচ্ছে এবং বন্ধ করছে। তার চকচকে ক্রুদ্ধ লাল চোখ দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে।

মন্দিরচূড়ায় শকুন বসা বিরাট অলক্ষণ। মহাবিপদের অগ্রিম ইশারা। শকুন তাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঢিল ছোড়া হচ্ছে। গুলতিতে করে মার্বেল ছোড়া হচ্ছে। শকুন নির্বিকার। এইসব কর্মকাণ্ড সে মোটেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে না। কিছুক্ষণ খোল করতাল বাজানো হলো। শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে সে উড়ে গেল ঠিকই, আবার এসে বসল। এই দফায় দেখা গেল তার ঠোঁটে মাংস। কিসের মাংস কে জানে! মরা গরুর মাংস হলে সর্বনাশ। মন্দির অশুদ্ধ হয়ে যাবে। মন্দিরশুদ্ধি বিরাট আয়োজনের ব্যাপার।

এককড়ির উপদেশে বাঁশের আগায় খড় বেঁধে সেই খড়ে আগুন লাগিয়ে চেষ্টা শুরু হয়েছে। পশুপাখি আগুন ভয় পায়। এই শকুনটা যত হারামিই হোক আগুন দেখে অবশ্যই পালাবে। এককড়ি বললেন, আধঘণ্টা সময়, এর মধ্যে শকুন দূর করবা। প্রয়োজনে একজন কেউ মন্দিরের মাথায় উঠ। এতগুলি মানুষ একটা শকুন দূর করতে পার না, এটা কেমন কথা!

এককড়ি তার আড়তে কিছুক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকল। মন অস্থির লাগছে। শকুন দূর না হওয়া পর্যন্ত অস্থিরতা কাটবে না। তাঁর ব্যক্তিগত মন্দিরে শকুন বসেছে, বিপদ যা হবার তার হবে। বিপদের কিছু সম্ভাবনা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। চালের দাম কমতে শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যে বোরো ফসল উঠবে। এইবার ফসল ভালো হয়েছে। ইংরেজ সরকার ঘোষণা দিয়েছে, যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই ভারতকে স্বাধীন করে দেয়া হবে। এটা আরেক যন্ত্রণা। ইংরেজ রাজার জাত। তারা যেভাবে রাজত্ব করেছে সেভাবে কে পারবে ? হিন্দু-মুসলমান কাটাকাটি করেই তো মরে যাবে।

এককড়ি শকুনের খবর নিল। শকুন এখনো যায় নাই। ঠিক হয়েছে একজন মন্দিরের চূড়ায় অলঙ্গা দিয়ে চেষ্টা করবে। অলঙ্গা সুপারিকাঠের বর্শা। বর্শাধারী

www.MurchOna.com

স্নান করে শুদ্ধ হয়ে নিচ্ছে। এককড়ি উঠে দাঁড়ালেন। ধনু শেখের সঙ্গে ব্যবসা বিষয়ে পরামর্শ করবেন। গুদামে রাখা চাল পার করতে ধনু শেখের সাহায্য লাগবে। একজন ব্যবসায়ী আরেকজনকে সাহায্য করে। এটাই নিয়ম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান থাকে না। এককড়ি ছোট্ট ভুল করে ফেলেছেন। সব চাল আগেই বিক্রি করে দেয়া উচিত ছিল। তবে সময় এখনো আছে।

ধনু শেখ যত্ন করে এককড়িকে বসিয়েছেন। পান-তামাক দেয়া হয়েছে। একজন গেছে মিষ্টি আনতে। মুসলমানের ঘরে দুগ্ধজাত খাদ্য ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করা যায় না। দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য সব অবস্থায় পবিত্র। ধনু শেখ বললেন, মসজিদটা ঠিক করে দিলা না ? এক মাসের উপর হয়ে গেল জুম্মার নামাজ বন্ধ।

এককড়ি বিস্মিত হয়ে বলল, আমি কেন মসজিদ ঠিক করে দেব ? এটা কেমন কথা ?

ধনু শেখ তামাক টানতে টানতে বললেন, থানার দারোগা সাহেব তদন্তে পেয়েছেন— তুমি মসজিদ পোড়ানোর সাথে জড়িত। অনেকে সাক্ষী দিয়েছে। অনেকে আমার কাছে এসেও বলেছে। তোমার নিজের লোকই আমাকে বলে গেছে।

আমার নিজের লোক আপনাকে বলেছে ? সে কে ? তার নামটা বলেন।

শ্রীনাথ বলেছে। টিকেট বাবুর চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছিল। তখন বলল। আমি যদিও তার কথার একটা বর্ণ বিশ্বাস করি নাই।

এককড়ি হতভম্ব হয়ে গেল। কী ভয়ংকর কথা। ধনু শেখ বললেন, শ্রীনাথকে ডেকে জিজ্ঞাস কর। তবে সে কিছু স্বীকার পাবে বলে মনে হয় না। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, এ ধরনের কথা যেন আর না বলে। মন্দ কথা লোকজন সহজে বিশ্বাস করে।

রাগে এককড়ির শরীর জ্বলে যাচ্ছে। শ্রীনাথের বিষয়ে এক্ষুনি ব্যবস্থা নিতে হবে। সে উঠে দাঁড়াল। ধনু শেখ বললেন, বসো, মিষ্টি আনতে গেছে। দুষ্ট লোকের কথায় এত অস্থির হলে চলে না। এককড়ি বসল। চাল বিক্রির বিষয়টা আলাপ করতে হবে। নৌকা করে এত চাল নেয়া যাবে না। ধনু শেখের লঞ্চের সাহায্য লাগবে।

এককড়ি বলল, আপনার কাছে একটা বিষয়ে সাহায্যের জন্যে এসেছি। সামান্য কিছু চাল কিনে রেখেছিলাম। বোরো ফসল উঠার আগে বিক্রি করে দিব। আপনার লঞ্চে করে চাল নিয়ে যাব কলিকাতা। কোনো সমস্যা আছে ?

ধনু শেখ বললেন, কোনো সমস্যা নাই। তবে লোকজনের চোখের সামনে চালের বস্তা লঞ্চে তোলা ঠিক হবে না। নিশিরাতে তুলতে হবে।

www.MurchOna.com

অবশ্যই।

ধনু শেখ বললেন, চাল পচে যায় নাই তো ?

এককড়ি বিস্মিত হয়ে বলল, চাল পচবে কী জন্যে ?

লুকায়া রাখা চাল। আলো বাতাস পায় নাই। অনেকের এরকম হয়েছে। সিউরাম নামের এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর এক হাজার বস্তা চাল পচে গোবর হয়ে গেছে। সে এখন ন্যাংটা হয়ে পথে পথে ঘুরতেছে।

আপনাকে বলেছে কে ?

কাগজে পড়লাম। *ঢাকা প্রকাশে* ছাপা হয়েছে।

আমার চাল ঠিক আছে।

তুমি সাবধানী মানুষ। তোমার সমস্যা হবার কথা না। যাই হোক, চাল কখন পাচার করতে চাও বলো। আমার লঞ্চ তৈয়ার থাকবে।

'পাচার' বলতেছেন কেন ? আমি সৎভাবে চাল নিয়া যাব। বিক্রি করব। আমার মধ্যে দুইনম্বরি নাই।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। কথার কথা বলেছি।

এককড়ি বাড়ি ফিরেই গুদামের চাল পরীক্ষা করল। তাকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হলো। দু'টা গুদামের চাল টিনের। টিনের ফুটা দিয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকেছে। চাল পচে গেজে উঠেছে। তালাবন্ধ গুদাম কেউ খুলে নাই। এতবড় সর্বনাশ যে হয়ে গেছে তা বোঝা যায় নাই।

একজন এসে এককড়িকে জানাল যে, শকুন দূর হয়েছে। ত্রিশূলে আবার যেন এসে না বসে তার জন্যে বড়ই গাছের ডাল ভেঙে ত্রিশূলকে ঘিরে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বড়ই কাটার জন্যে শকুন বসতে পারবে না।

বিপদ একা আসে না। সঙ্গী সাথী নিয়ে আসে। এককড়ি সন্ধ্যাবেলায় খবর পেল, কোলকাতায় তার দোকানটা লুট হয়েছে। এইখানেই শেষ না, তার নতুন খবরপাঠক দেবুকে টাকা ব্যাংকে জমা দিতে নেত্রকোনা পাঠানো হয়েছিল। সে টাকা জমা না দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এককড়ি সারারাত মন্দিরে বসে রইল। তার মধ্যে সে-রাতেই পাগলামির কিছু লক্ষণ প্রকাশিত হলো। তার কাছে মনে হলো, ঠাকুর তাকে পছন্দ করেছেন এবং তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে তার নিম্নরূপ কথাবার্তা হলো—

ঠাকুর : কিরে মন বেশি খারাপ ?

এককড়ি : আমি ধনেপ্রাণে গেছি ঠাকুর।

www.MurchOna.com

ঠাকুর : ধনে গেছিস ঠিক আছে। প্রাণ তো আছে।

এককড়ি : ধন বিনা প্রাণ দিয়ে কী করব ঠাকুর ?

ঠাকুর : ধনের ব্যবস্থা করছি। আমি আছি না ? গুপ্তধনের ব্যবস্থা হবে। এক কলসি মোহর। হবে না ?

এককড়ি : হবে। কবে পাব ?

ঠাকুর : লাবুসের বাড়িতে যা। শিউলি গাছের আশেপাশে মাটিতে পোঁতা গুপ্তধন। খুঁড়ে বের কর।

এককড়ি : এখনি যাব ?

ঠাকুর : তোর ইচ্ছা। তবে এত তাড়াহুড়া কী ? আয় গল্প করি।

এককড়ি মাটি কাটার দু'জন কামলা এবং কোদাল নিয়ে ভোরবেলায় লাবুসের বাড়িতে উপস্থিত। গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে একটা আলোচনা আছে।

লাবুস বলল, বলুন কী আলোচনা ?

এককড়ি বললেন, আমার যে মহাসর্বনাশ হয়েছে এই খবর কি পেয়েছ ?

কিছুটা শুনেছি।

আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে পাগল হয়ে গ্রামে বন্দরে ঘুরত। আমি বলেই এখনো ঠিক আছি। যাই হোক, মূল কথা এটা না। আমি একটা হাঁড়িতে কিছু সোনার মোহর ভরে তোমার ওই শিউলি গাছের গোড়ায় পুঁতে রেখেছিলাম।

ওইখানে কেন ?

গোপন করার জন্যেই অন্যের জায়গায় রেখেছি। হরিচরণ বাবু এই বিষয়ে জানতেন। আমার এখন মহাবিপদ। মোহরগুলি নিতে এসেছি। দু'টা মোহর তোমাকে আমি দিয়ে যাব।

লাবুস বলল, আমাকে কিছু দিতে হবে না। আপনার জিনিস আপনি নিয়ে যান।

ঠিক কোথায় পুঁতেছি এখন মনে নাই। অমাবশ্যার রাতে পুঁতেছি। দিক খেয়াল নাই। বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে।

করুন।

লাবুস, তুমি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তুমি না চাইলেও আমি তোমাকে দু'টা মোহর দিব। লঙ্গরখানার কাজে লাগবে।

লাবুস বলল, লঙ্গরখানা তো উঠায়ে দিয়েছি।

এককড়ি বললেন, দেশে আবার অভাব আসবে, তখন নতুন লঙ্গরখানা চালু করবা। অর্থের সব সময়ই প্রয়োজন। তাহলে খোঁড়া শুরু করি ?

www.MurchOna.com

করুন।

এককড়ি মহাউৎসাহে কাজ শুরু করলেন। রাতের দুশ্চিন্তার কিছুমাত্র এখন তাঁর চোখে-মুখে নাই। তাকে আনন্দিত এবং উৎফুল্ল লাগছে। তিনি পাটি বিছিয়ে বসেছেন। হাদিস উদ্দিন তার জন্যে বাজার থেকে ব্রাহ্মণের হুক্কা এনে দিয়েছে। এককড়ি হাদিস উদ্দিনের কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, গুপ্তধন পাবার পরপরই হাদিস উদ্দিনকেও খুশি করবেন। তাকে সোনার মোহর দেয়ার কিছু নাই ! টাকা-পয়সা কিছু দিয়ে দিবেন। তিনি হাদিস উদ্দিনকে গলা নিচু করে বলে দিয়েছেন, তুমি কামলা দু'জনের দিকে নজর রাখবা। কঠিন নজর। এরা যেন কিছু পাচার করতে না পারে।

ভাঙা হাঁড়ি, মাটির ঢাকনি জাতীয় জিনিস উঠে আসছে। আসল জিনিস এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। তবে অস্থির হবার কিছু নাই। ধৈর্য ধরতে হবে।

খোঁড়াখুঁড়ি দেখার জন্যে অনেকেই জড়ো হয়েছে। গুপ্তধন খোঁজা হচ্ছে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটায় এককড়ি খুবই বিরক্ত। তিনি ধমকাধমকিও করেছেন— লাভ হচ্ছে না।

রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি এবং খোঁড়াখুঁড়ির উত্তেজনায় দুপুরের দিকে এককড়ির ঝিমুনির মতো হলো। এই ঝিমুনির মধ্যেই তিনি ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখলেন। ঠাকুরকে লজ্জিত এবং দুঃখিত দেখাচ্ছিল।

এককড়ি! ছোট্ট ভুল হয়েছে রে।

কী ভুল ?

জায়গা ভুল। গুপ্তধন পোঁতা আছে পুরনো কালীবাড়িতে, এখানে না।

কালীবাড়ির কোন জায়গায় ?

যেখানে বলি দেয়া হয় ঠিক তার নিচে। হাঁড়িকাঠির নিচে। বেশি খুঁড়তে হবে না। ছয় সাত হাত।

মোহর কয়টা আছে জানেন ?

না। তবে বাদশাহি মোহর।

কোন বাদশাহ ? বাদশাহ জাহাঙ্গীর ?

হুঁ। বাদশাহ জাহাঙ্গীর। আসল গিনি সোনার মোহর।

হাঁড়িটা কত বড় সেটা বলেন।

হাঁড়ি না। কলসি। মাঝারি সাইজের কলসি।

এককড়ি হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

www.MurchOna.com

মাটি কামলাদের নিয়ে বিদায় হবার আগে কানে কানে লাবুসকে বললেন, জিনিসটা কোথায় পুঁতেছিলাম ভুলে গেছি, এখন মনে পড়েছে। চলে যাচ্ছি, তবে তুমি নিশ্চিত থাক— তোমাকে একটা মোহর দিব। তোমার জায়গায় হলে দু'টাই দিতাম।

লাবুস বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা খারাপ। আপনি গোসল করে খাওয়াদাওয়া করুন। বিশ্রাম করুন।

জিনিসটা বাড়িতে নিয়া তারপর স্নান করে খাওয়াদাওয়া করব। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়কার মোহর। এখন দর হবে তিনশ' টাকার উপর। হবে না ?

জানি না, হতে পারে।

আচ্ছা আমি যাই। আমি কাজ শেষ করে কামলা দু'টাকে পাঠায়ে দিব। এরা গর্ত বন্ধ করে দিয়ে যাবে।

এককড়ি হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। নষ্ট করার মতো সময় তাঁর হাতে নাই। কালীবাড়ির হাঁড়িকাঠের নিচটা খুঁড়ে সাত-আট ফুট গর্ত করা হয়েছে। ভাঙা ইট এবং ভাঙা কলসি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় নি। সন্ধ্যাবেলা প্রবল জ্বর নিয়ে এককড়ি ফিরলেন। তাঁর দৃষ্টি এলোমেলো। চোখ রক্তবর্ণ। হাঁপানির টান উঠেছে। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তারপরেও ফুসফুস ভরাতে পারছেন না।

জ্বর এসেছে মাওলানা ইদরিসেরও। বেশ ভালো জ্বর। তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। প্রায়ই জ্বরজ্বারি হচ্ছে। শরীর ভেঙে পড়েছে বলে তিনি অল্পতেই কাহিল হয়ে পড়েছেন। এই কাহিল অবস্থাতেও তাঁকে ছবি আঁকতে বসতে হয়েছে। মীরা মানছে না।

কাকের ছবি হলে কোনো সমস্যা ছিল না। দু'টা টান দিয়েই তিনি কাক আঁকতে পারেন। মীরা বলছে কাক আঁকলে হবে না, মীরাকে আঁকতে হবে। মানুষের ছবি আঁকা গুনাহর কাজ। আল্লাহপাক অপছন্দ করবেন। বাম কাঁধে বসে থাকা ফেরেশতা বদি লিখবে। কিন্তু তিনি মীরাকে মানাতে পারছেন না। সে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে বসে আছে।

মীরা শান্তভঙ্গিতে কোলে হাত রেখে বসে আছে। ইদরিস মীরার সামনে বসেছেন। ছবি আঁকার কাগজ মেঝেতে বিছানো। কাক আঁকা আর মানুষ আঁকা তো এক না। শুরু করবেন কোত্থেকে ? চোখ থেকে শুরু করবেন। প্রথমে বাম চোখ। হিসাব করে ডান চোখ। তারপর ঠোঁট।

www.MurchOna.com

মাওলানা কয়লা হাতে নিয়ে বললেন, বিসমিল্লাহ। বলেই মনটা খারাপ হলো, একটা নিষিদ্ধ কাজ তিনি বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতে যাচ্ছেন! ভুলের উপর ভুল।

মীরা বলল, বাবা, শুরু কর।

ইদরিস তার কন্যার বাঁ চোখের মণির কালো অংশ এঁকে ফেললেন। এই চোখ চকচক করছে। চকচকে ভাবটা আনতে হবে। চোখের মণির কালো এখান থেকে একরকম লাগছে না। কোথাও বেশি কোথাও কম। চোখের মণি ঠিক করতে করতেই ডান চোখের মণির জায়গাটা একটা বিন্দু এঁকে ঠিক করলেন। তারপর ঠোঁটের জায়গাটা ঠিক করা হলো। এখন তাঁর মূল কাজ হচ্ছে, একটা চোখ আঁকতে আঁকতে মুখের অবয়বের জায়গাগুলি ঠিক করা।

মাওলানা আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন। তার সামনে এখন মীরা ছাড়া কিছু নেই। মীরা কয়েকবার ডাকল, বাবা! বাবা! মাওলানা জবাব দিলেন না।

ঠোঁট আঁকা হয়েছে। ঠোঁট হয়েছে হাসি হাসি। এটা তো ঠিক না, মীরার ঠোঁটে কান্নাভাব প্রবল। হাসিকে কান্নায় নিয়ে আসতে হলে কী করতে হয় তা তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি যে জানেন না এটাও ঠিক না। তাঁর মাথার ভেতরে কেউ একজন বসে আছে। সে জানে। সে অবশ্যই জানে।

আঁকা শেষ করে মাওলানা ছবিটির দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। আহারে, কী সুন্দর হয়েছে ছবিটা! একটা অবাক শিশু অভিমানে ঠোঁট বাঁকিয়ে বসে আছে। তার চোখে পানি নেই, কিন্তু চোখ দেখে মনে হচ্ছে সে এক্ষুনি কাঁদবে।

মীরা বলল, বাবা, কাঁদছ কেন ? ছবিটা তো সুন্দর।

এই জন্যেই কাঁদছি রে মা।

মাওলানা অজু করে নামাজ পড়তে বসলেন। 'তওবা ওস্তাগফেরুল্লাহ' বলে আল্লাহপাকের কাছে অন্যায় এই কাজের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। একটা অবোধ শিশুর মনতুষ্টির জন্যে এত বড় একটা অন্যায় কাজ তাকে করতে হয়েছে।

হাদিস উদ্দিন মীরার ছবি নিয়ে গেল লাবুসের কাছে। লাবুস হতভম্ব হয়ে বলল, একী!

হাদিস উদ্দিন বলল, মওলানা সাব এঁকেছেন।

লাবুস বলল, কী অবিশ্বাস্য কথা!

হাদিস উদ্দিন বলল, আমি ভাবছিলাম উনি কাউয়া ছাড়া কিছুই আঁকতে পারেন না। এখন দেখলেন অবস্থা!

www.MurchOna.com

লাবুস বলল, আমি এত সুন্দর এত জীবন্ত ছবি কোনোদিন দেখি নাই। দেখে কি মনে হয় জানো ? ডাকলে মীরা উত্তর দিবে।

লাবুস সত্যি সত্যি ছবির দিকে তাকিয়ে ডাকল, মীরা। মীরা। এই পুষ্পরানি।

ধনু শেখ ডেকে পাঠিয়েছেন মাওলানা ইদরিসকে। তিনি জুম্মাঘর তৈরি করে দিয়েছেন। জুম্মাঘরের দায়িত্ব মাওলানাকে দিতে চাচ্ছেন। ইমাম করিমকে দায়িত্ব দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সে এখন জুটেছে এককড়ির সঙ্গে। কোদাল নিয়ে সে এককড়ির সঙ্গে আছে। এককড়ি কোনো জায়গা দেখিয়ে দেয়া মাত্র কোদাল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ধনু শেখ বললেন, মাওলানা, আপনার খবর কী ?

জি জনাব। আমার খবর ভালো।

লোকে আপনাকে ডাকে কাউয়া মাওলানা। শুনলাম আপনার এখন একমাত্র কাজ কাউয়া আঁকা। ঘটনা কী ?

ইদরিস জবাব দিলেন না। ধনু শেখ বললেন, কাউয়া কেন আঁকেন ?

জনাব, মেয়েটারে খুশি করার জন্যে আঁকি।

কাউয়া একটা বদপাখি। ময়লা খায়। দেখতে অসুন্দর। তার ডাক অসুন্দর—কা কা কা। তারে আঁকার দরকার কী ? দুনিয়াতে সুন্দর পাখির কি অভাব আছে ? ময়ুর আছে, টিয়া আছে, কাকাতুয়া আছে। আছে কিনা বলেন ?

জি জনাব আছে।

হাঁস মুরগিও তো সুন্দর। এদের মাংসও খাওয়া যায়। হাঁস মুরগিও তো আঁকতে পারেন।

ইদরিস চুপ করে আছেন। ধনু শেখের নির্দেশে সদরুল মাওলানার সামনে কাজল এবং পেনসিল রাখল। ধনু শেখ বললেন, দেখি একটা কাউয়া আঁকেন। সবাই আপনার কাউয়া আঁকা দেখেছে, আমি দেখি নাই। তাড়াতাড়ি আঁকেন। আমার হাতে সময় নাই।

মাওলানা আঁকলেন। ধনু শেখ বললেন, খারাপ না। দেখি এখন একটা মুরগি আঁকেন।

মাওলানা আঁকলেন।

মুরগির সাথে কয়েকটা বাচ্চা দিয়ে দেন। মায়ের পিছনে পিছনে বাচ্চা ঘুরছে।

www.MurchOna.com

মাওলানা আদেশ পালন করলেন।

ধনু শেখ বললেন, কার ভেতরে কী গুণ থাকে কেউ জানে না। আপনার ভিতরে যে এই গুণ ছিল কে ভেবেছে। যাই হোক, জুম্মাঘরের ইমামতি শুরু করেন। আইজ থাইকা শুরু। আছর ওয়াক্তে আজান দিয়া শুরু করেন।

মাওলানা বললেন, আমি বিরাট পাপী মানুষ। একজন পাপী মানুষ মসজিদের ইমাম হইতে পারে না। আমি প্রতিদিন পাপ করি। অবস্থা এমন হয়েছে যে পাপ ছাড়া থাকতে পারি না। আজকেও পাপ করেছি।

কী পাপ করেছেন ?

ছবি এঁকেছি।

এটা কি পাপ ?

জি জনাব পাপ।

তওবা করেন। তওবা করলেই তো পাপ শেষ। পাপ করবেন, তারপর আল্লাহপাকের কাছে তওবা করে পাপমুক্ত হবেন, আবার পাপ করবেন।

মাওলানা বললেন, এটা আল্লাহপাককে ফাঁকি দেওয়া। এই কাজ আমি করব না।

মসজিদের ইমামতি তাহলে করবেন না ?

জি-না জনাব।

আপনি তো বেয়াদবও আছেন। আমার মুখের উপর 'না' বলা বিরাট বেয়াদবি।

আল্লাহপাকের কোনো হুকুমে না বলা বেয়াদবি এবং মহাগুনাহর কাজ। আপনাকে না বলা বেয়াদবি না। তারপরেও 'না' বলায় যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন আমি ক্ষমা চাই। মানুষের মনে কষ্ট দেয়া নিষেধ আছে।

ধনু শেখ বললেন, আপনি আমার সামনে থেকে যান। কাউয়াদের কাছে যান। তাদেরকে নিয়া কা কা করেন।

ইদরিস বের হয়ে এলেন। আসরের নামাজের পর বড়গাঙের পাড়ে বসলেন। হাতে কাগজ এবং পেনসিল। আজ তিনি গাছের ছবি আঁকবেন। গাছের ছবি আঁকাতে কোনো পাপ নেই। গাছ তো আর জীবজন্তু না। সন্ধ্যা নাগাদ ছবি শেষ হলো। প্রাণ, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যে ঝলমলে একটা লেবুগাছ। লেবু ফলে আছে। লেবু ফুল ফুটে আছে। ছবির দিকে তাকালে লেবু ফুলের গন্ধ নাকে লাগে।

মাওলানা বাড়ির দিকে রওনা হয়েছেন। গাঙের পাড়েই মাগরেবের নামাজ শেষ করেছেন। নামাজে পুরোপুরি মন দিতে পারেন নি। দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল

www.MurchOna.com

আকাশের দিকে। সন্ধ্যার আকাশের কী সুন্দর রঙ। পেনসিল দিয়ে এই রঙ আনা যাবে না। রঙ তিনি পাবেন কোথায় ? কাঁচাহলুদের রস থেকে হলুদ রঙ পাওয়া যাবে। সেগুন গাছের কচিপাতা বাটা থেকে লাল রঙ। নীল পাবেন কোথায় ? সাদা কাপড়ে যে 'নীল' দেয়া হয় সেই নীল কি ব্যবহার করা যায় ? আকাশে আছে সাদা মেঘের স্তূপ। সাদা রঙ হিসেবে চকখড়ি কেমন হবে ?

মাওলানা সাহেব, আদাব।

ইদরিস চমকে তাকালেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছিলেন বলেই হঠাৎ মনে হয়েছে আকাশ থেকে কেউ একজন বলেছে, আদাব।

আদব বলেছেন এককড়ি। তিনি উবু হয়ে সড়কে বসে আছেন। সড়কের পাশেই গর্ত করা হচ্ছে। গর্ত করছে ইমাম করিম। ঠাকুর স্বপ্নে এককড়িকে দেখা দিয়ে বলছেন, ডিসট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা বরাবর গর্ত করে যেতে। রাস্তার পাশেই আছে। ঠিক কোথায় তা বলা যাচ্ছে না।

ইদরিস বললেন, ভালো আছেন ?

এককড়ি বললেন, সামান্য পেরেশানির মধ্যে আছি। তবে আজ পেরেশানির অবসান হবে। কলসি পাওয়া যাবে। আজ দিন শুভ। শুক্লা পঞ্চমী।

ইমাম করিম ঝপাঝপ কোদালের কোপ দিচ্ছে। তার সারা গা দিয়ে ঘাম পড়ছে।

টং করে শব্দ হলো। এককড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন, আস্তে আস্তে। কলসি যেন না ভাঙে।

কলসি না। ইটের টুকরায় কোদালের কোপ পড়েছে। এককড়ি তাতে হতাশ হলেন না। হতাশ নামের মানবিক বিষয়টি পাগলদের মধ্যে অনুপস্থিত। তারা বাস করে সম্পূর্ণ হতাশামুক্ত জগতে।

ইমাম করিম বলল, মাওলানা ঘরে যান। আমাদের কাজের অসুবিধা হইতেছে। দাঁড়ায়া দেখার কিছু নাই। জিনিস যখন পাব সবেই জানবেন। আমাদের মধ্যে লুকাছাপা কিছু নাই।

মাওলানা বাড়ির দিকে রওনা হলেন। তাঁর মন বিষণ্ন। তিনি খবর পেয়েছেন করিমের পাগলামি অনেক বেড়েছে। এখন সে রেগে গেলেই কোদাল নিয়ে তাড়া করে। দূরের কোনো শহর বন্দরে ছেড়ে দিয়ে আসা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সবার ধারণা করিমের মাথার যে অবস্থা দূরে ছেড়ে দিয়ে এলে সে পথ চিনে আসতে পারবে না।

www.MurchOna.com

অঞ্চলে একজন পাগল থাকা ভালো। এতে অঞ্চলের 'বরকত' হয়। কিন্তু বিপদজনক পাগল থাকা ভালো না। এরা কখন কী করবে তার ঠিক নেই। ইমাম করিম বিপদজনক পাগলের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কে বিপদজনক পাগল কে না তা ঠিক করে অঞ্চলের শিশুরা। তারা যখন কোনো পাগল দেখামাত্র বিপুল উৎসাহে তার দিকে ঢিল ছুড়তে শুরু করে তখন ধরেই নিতে হবে সে বিপদজনক পাগল।

বান্ধবপুরের শিশুরা ইমাম করিমকে দেখামাত্র ঢিল ছুড়ছে। এককড়িকে কিছু বলছে না।

সন্ধ্যার পরও খোঁড়াখুঁড়ি চলতে লাগল। এককড়ি আরো দু'জন কামলা নিয়ে এসেছে। রাতচুক্তি কামলা। সারারাত কাজ করবে। সূর্য ওঠার পর মজুরি নিয়ে বিদায় হবে। একটা হ্যাজাক লাইট জোগাড় করা হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। কেমন উৎসব উৎসব ভাব।

রঙিলা বাড়ি থেকে পালকি যাচ্ছে ধনু শেখের বাড়িতে। চার বেহারার পালকি। সঙ্গে একজন চরণদার। পালকিতে শরিফা। অনেকদিন পর আজ তার ডাক পড়েছে।

পালকি হ্যাজাক বাতির কাছে আসতেই শরিফা বলল, থামেন।

পালকি থামল।

শরিফা চরণদারকে বলল, ইমাম করিম সাহেবরে একটু কাছে আসতে বলেন। আমি তারে দুইটা কথা বলতে চাই।

এককড়ি বললেন, পালকিতে কে যায় ?

চরণদার বলল, রঙিলা বাড়ির কইন্যা যায়।

খাড়াইলা কেন ? কাজের মধ্যে ঝামেলা। চইল্যা যাও।

চরণদার বলল, সামান্য কাজ আছে। কাজ শেষ হলে চলে যাব।

সে করিমের কাছে গেল। করিম কোনো আপত্তি ছাড়াই পালকির পাশে এসে দাঁড়াল।

শরিফা বলল, ভালো আছেন ?

করিম বলল, ভালো আছি।

শরিফা বলল, আপনি আমারে দেখতে পাইতেছেন না। আমি দেখতেছি। আপনার শরীর ভালো না। লোকে বলে আপনার না-কি মাথাও নষ্ট হয়েছে।

হুঁ।

www.MurchOna.com

আপনি কি আমাকে চিনেছেন ?

হুঁ।

বলেন, আমি কে ?

তুমি শরিফা।

এখন আমি শরিফা না। আমি রঙিলা বাড়ির নটি। আমার নাম—ফুলকুমারী। নাম সুন্দর না ?

হুঁ।

এককড়ি ধমক দিল, কাজকাম ফালায়া কী শুরু করলা ?

করিম কোদাল হাতে নেমে গেল। শরিফার পালকিও চলতে শুরু করল। বেহারারা হুম হাম শব্দ করছে। তারা নিঃশব্দ হলে শরিফার কান্নার শব্দ শুনতে পেত।

ধনু শেখের শরীর খারাপ করেছে। মাথায় যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব। শরীরে চুলকানিও হয়েছে। কিছুক্ষণ চুলকালেই জায়গাটা ফুলে লাল হয়ে যাচ্ছে। সতীশ কবিরাজ সন্ধ্যাবেলা এসে দেখে গেছে। তার কথামতো চুন এবং নিমপাতা বাটা লাগানো হচ্ছে। বমিভাব কাটানোর জন্যে গন্ধভাদালির বড়া খেয়েছেন। এতে বমিভাব আরো বেড়েছে। বমি হয়ে গেলে শরীর ভালো লাগবে— এই ভেবে গলায় আঙুল দিয়ে বমির চেষ্টাও করেছেন। বমি হয় নি। মনে হচ্ছে একগাদা খাবার গলার কাছে আটকে আছে।

শরীরের এই অবস্থায় কোনো কিছুই ভালো লাগে না। শরিফাকে তিনি বললেন, যাও চলে যাও। ভাগো।

শরিফা বলল, কোথায় যাব ?

যেখান থেকে আসছ সেখানে যাবে। আমার শরীর ভালো না।

শরীরে কী হয়েছে ?

চুলকানি হয়েছে।

শরিফা আগ্রহ নিয়ে বলল, দেখি ?

ধনু শেখ বললেন, কী দেখবা ? তুমি কি ডাক্তার কবিরাজ ?

শরিফা বলল, আপনার কুষ্ঠরোগ হয়েছে কি-না এইটা দেখব। আপনার কুষ্ঠরোগ হওনের কথা।

ধনু শেখ থমথমে গলায় বললেন, কী বললা ?

www.MurchOna.com

শরিফা স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি অন্তর থেকে অনেকবার বলেছি আপনার যেন কুষ্ঠ হয়। অন্তর থেকে যে যা চায় তাই হয়।

ধনু শেখ বললেন, তুমি তো অন্তর থেকে তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিলে। যেতে পেরেছ ?

শরিফা বলল, অন্তর থেকে তখন চাই নাই। এখন চাই।

তোমার ধারণা ইমাম করিম তোমার মতো এক নটিকে বিবাহ করে সংসার শুরু করবে ?

হুঁ।

ধনু শেখ বললেন, সে ইচ্ছা করলেও তো পারবে না। আমি তোমারে এখনো তালাক দেই নাই।

শরিফা বলল, আমি এখনো আপনার স্ত্রী ?

অবশ্যই।

তাহলে আমি আর রঙিলাবাড়িতে যাব না। এইখানেই থাকব। আপনার লোকজনদের বলেন গরম পানি করতে, আমি সিনান করব।

ধনু শেখ বললেন, তুমি এক্ষণ বিদায় হবা।

শরিফা বলল, অবশ্যই না। আমি আপনার স্ত্রী।

বলতে বলতে শরিফা শব্দ করে হাসল। ধনু শেখ বললেন, হাসো কেন ?

শরিফা বলল, আমি আপনার স্ত্রী। থাকি রঙিলাবাড়িতে। একদিন মনে করেন আপনার মেয়েজামাই আমোদ ফুর্তি করতে রঙিলাবাড়িতে উপস্থিত। তার আবার মনে ধরল আমারে... হি হি হি।

ধনু শেখ বললেন, চুপ কর মাগি!

শরিফা বলল, ভালো বুদ্ধি দেই শুনেন। আমারে তালাক দিয়া নিজের ইজ্জত রক্ষা করেন।

ধনু শেখ বললেন, তালাক তালাক তালাক। এখন তুই বিদায় হ।

শরিফা বলল, আজ আর যাব না।

তোরে লাথায়া বিদায় করব।

শরিফা বলল, এইটা পারবেন না। একটা মোটে ঠ্যাং। এক ঠ্যাং-এ লাথালাথি করা যায় না। আচ্ছা শুনেন, আপনার পায়ের পাতা কি চুলকায় ? কুষ্ঠরোগের আরেক লক্ষণ পায়ের পাতা চুলকানি।

www.MurchOna.com

রাত অনেক হয়েছে। তারপরেও ঘুম থেকে তুলে সতীশ কবিরাজকে আনা হয়েছে ধনু শেখের কাছে।

ধনু শেখ বললেন, ঠিকমতো বলো। আমার কি কুষ্ঠ হয়েছে?

সতীশ কবিরাজ বললেন, কুষ্ঠ কেন হবে?

ধনু শেখ বললেন, কেন হবে, কেন হবে না এই বিবেচনা পরে। আগে দেখ হয়েছে কি-না।

না।

ধনু শেখ বিরক্ত গলায় বললেন, না দেইখাই বললা— না। আগে দেখ।

সতীশ কবিরাজ বললেন, কুষ্ঠ যে জায়গায় হবে সেই জায়গা অসাড় হয়ে যাবে। সুঁচ ফুটালে ব্যথা লাগবে না।

সুঁচ ফুটায়া দেখ।

তার প্রয়োজন নাই।

ধনু শেখ বিরক্ত মুখে বললেন, প্রয়োজন আছে কি নাই সেই বাহাস পরে করবা, আগে সুঁচ ফুটাও।

সতীশ কবিরাজ সুঁচ ফুটালেন। ধনু শেখ ব্যথায় বিকট চিৎকার দিলেন। সতীশ কবিরাজ বললেন, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান। আপনার যকৃত দুষ্ট হয়েছে। যকৃত দুষ্ট হলে চুলকানি হয়। সকালে ওষুধ দিব। অনুপান দিয়ে দিব। নিয়মিত খাবেন। ওষুধ যে কদিন খাবেন সেই কদিন মদ্যপান করবেন না।

আজ তো খেতে পারব? ওষুধ তো শুরু হয় নাই।

সতীশ কবিরাজ বললেন, নিয়ম রক্ষার জন্যে সামান্য চলতে পারে। তবে না খাওয়াই উত্তম।

ধনু শেখ বললেন, উত্তমের আমি গুষ্ঠি কিলাই।

প্রচুর মদ্যপান করে তিনি ঘুমুতে গেলেন। বিকট স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভাঙল। স্বপ্নে তিনি একজন কুষ্ঠরোগী। ভিক্ষা করছেন কোলকাতা রেলস্টেশনে। তাঁর শরীরের মাংস গলে গলে পড়ছে। মাছি চারদিকে ভনভন করছে। তাঁর গা থেকে খসে পড়া মাংস একটা মোটা তাজা কুকুর খপ খপ করে খাচ্ছে। কুকুরটা এবার সরাসরি গা থেকে মাংস ছিঁড়ে নিতে এগিয়ে এলো। ভয়ঙ্কর দাঁত নিয়ে সে এগিয়ে আসছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে। 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে তিনি চিৎকার করছেন। সবাই তার চিৎকার শুনছে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসছে না। বরং তারা মজা পাচ্ছে।

www.MurchOna.com

ধনু শেখের চিৎকার শুনে শরিফা ঘরে ঢুকল। সে রঙিলাবাড়িতে ফিরে যায় নি। পাশের কামরায় পাটি পেতে শুয়েছিল। শরিফা বলল, আপনার কী হয়েছে? বোবায় ধরেছে?

ধনু শেখ বললেন, বোবায় ধরে নাই। কুত্তায় ধরেছে।

শরিফা বলল, মেয়েরে খবর দিয়া নিয়া আসেন। যে অসুখ আপনি বাঁধায়েছেন আপনার ভালো সেবা দরকার।

চুপ। সতীশ কবিরাজ দেখে গেছে। সে বলেছে কিছু হয় নাই।

কলিকাতা শহরে যান। বড় ডাক্তার দেখান।

চুপ বললাম। চুপ।

আমি পাশের ঘরেই আছি। আবার যদি কুত্তায় ধরে ডাক দিয়েন।

ধনু শেখ ঘুমুতে গেলেন না। ভোর হওয়া পর্যন্ত জেগে বসে রইলেন। নিজে আরো একবার সুঁচের পরীক্ষাটা করলেন। সুঁচ ফুটালেন এবং প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন। না, অবশ্যই তার কুষ্ঠরোগ হয় নি। তারপরেও কোলকাতার বড় ডাক্তারকে দেখাতে তো অসুবিধা নাই। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, দু'একদিনের মধ্যে কোলকাতা যাবেন। প্রয়োজনে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের কাছে যাবেন।

ডাক্তারের নাম কার্তিক বসু। ক্যাম্মেল হাসপাতালের চর্মরোগের অধ্যাপক। তিনি ধনু শেখকে যত্ন করে দেখলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, এলার্জিঘটিত ব্যাধি।

ধনু শেখ বললেন, কুষ্ঠ না তো? আমার তো মনে হচ্ছে কুষ্ঠ।

কার্তিক বসু বললেন, আপনার মনে হলে তো হবে না। আমার মনে হতে হবে।

সুঁচ ফুটানোর পরীক্ষা করবেন না?

সুঁচ ফুটানোর কী পরীক্ষা?

সুঁচ ফুটালে ব্যথা পাই কি না।

আপনি আগে যে ডাক্তারকে দেখিয়েছেন তার কাছেই যান। আমার যা বলার বলে দিয়েছি।

ধনু শেখ বললেন, এলার্জি হয়েছে বলেছেন, ঠিক আছে মানলাম। এলার্জির চিকিৎসা করুন।

এলার্জির কোনো চিকিৎসা নেই।

তার মানে কী? এটা কী বললেন?

www.MurchOna.com

পৃথিবীর অনেক ব্যাধি আছে যার চিকিৎসা নেই। অবাক হবার কিছু নেই।

ধনু শেখ বললেন, আমি আপনার সব কথাই মানলাম। বুঝলাম যে আমার কুষ্ঠ হয় নাই। তারপরেও আমি যদি কুষ্ঠরোগের ওষুধ খাই তাতে অসুবিধা আছে? আমাকে কুষ্ঠরোগের ওষুধ দিন।

কার্তিক বসু উঠে পড়লেন। এই রোগীর পেছনে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না।

ধনু শেখের চুলকানি অসুখ খুবই বাড়ল। বরফ ঘষলে কম থাকে। বরফ ঘষা বন্ধ করলেই অসহ্য চুলকানি। তিনি একজন লোক রেখেছিলেন, যার একমাত্র কাজ চিরুনি দিয়ে তার গায়ে আঁচড়ানো। মাঝে মাঝে বরফ ঘষা।

তাঁর রাতের ঘুম একেবারেই কমে গেল। চোখে ঘুম আসামাত্রই বিকট দুঃস্বপ্ন। এর মধ্যে একটা দুঃস্বপ্ন ভয়ঙ্কর। যেন তার একটা পায়ে দড়ি বেঁধে লঞ্চঘাটের কাছে লম্বা বকুল গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর গা থেকে মাংস গলে গলে পড়ছে। বিকট দুর্গন্ধ। লঞ্চ থেকে যাত্রীরা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে নামছে এবং সবাই তার গায়ে থুথু দিচ্ছে।

ধনু শেখ স্বপ্নটা যখন দেখছেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের দিকে। হিটলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইটালির সর্বেসর্বা বেনিতো মুসোলিনীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁকে এবং তার বান্ধবীকে গুলি করে হত্যার পর পায়ে দড়ি বেঁধে লরেটা স্কয়ারে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে ইটালির মানুষ এদের গায়ে থুথু দিতে পারে। *

---

* অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলি— ১৯৩০ সনের দিকে ইউরোপ ভ্রমণের সময় বেনিতো মুসোলিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়। মুসোলিনীর লেখা উপন্যাস 'দ্য কার্ডিনালস মিসট্রেস' (ইংরেজি অনুবাদ) পড়েও খুশি হন। মুসোলিনীর আতিথেয়তা এবং ভদ্রতায় রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। মুসোলিনী বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সাহায্যও করেন। রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, মুসোলিনী একজন অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক এবং তাঁর অতি পছন্দের। বড় মানুষদের ভুলগুলিও সাধারণত বড় হয়ে থাকে।

www.MurchOna.com

১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাস। রুশ সৈন্যরা এগিয়ে আসছে বার্লিনের দিকে। তাদের দলপতি মার্শাল জর্জি ঝুকভ। তাঁর প্রধান দুই সহকারীর একজন জেনারেল আইভান কোনেভ। অন্যজন জেনারেল ভাসিল চুইকভ। তাদের সৈন্যসংখ্যা ২৫ লাখ। ট্রাকের ওপর বসানো কাতুশা রকেটের সংখ্যা ৩ হাজার ২৫৫, ট্যাংকের সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি। দূরপাল্লার কামান আছে ৪১ হাজার। ঝুকভের বাহিনীকে সাহায্যকারী বিমানের সংখ্যা ৭ হাজার। চলে এসেছে বার্লিনের কাছাকাছি। এরা যে-কোনো সময় বার্লিনে ঢুকে পড়বে। তাদের দূরপাল্লার কামানের আওয়াজ বার্লিনবাসী সারাক্ষণ শুনছে। হিটলার নিজেও শুনছেন। তিনি সেই শব্দ শুনতে শুনতে বললেন, যে-কোনো মূল্যে বার্লিন রক্ষা করতে হবে। রুশরা বার্লিনে ঢুকে পড়লে একদিক দিয়ে ভালো হবে, ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা এটা পছন্দ করবে না। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করবে।

রাজধানীর কমান্ডান্ট মেজর জেনারেল হেলমুট রেম্যান। তিনি হিটলারের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলেও পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পারছিলেন। হিটলার বললেন, আমার বিমানবাহিনী কোথায় ?

হেলমুট বললেন, বিমান আকাশে উড়তে পারছে না। জ্বালানি নেই।

হিটলার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, জ্বালানি নেই কেন ? জেনারেল গথার্ড হেইনরিচকে টেলিফোনে ধর। সে বলুক বিমানবাহিনীর জন্যে জ্বালানি কেন নেই।

জেনারেল হেইনরিচকে টেলিফোনে ধরা গেল না। জেনারেল উইলহেম মোনকিকে পাওয়া গেল।

জেনারেল মোনকি বললেন, আপনি যাতে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে পারেন তার জন্যে আমি বিশেষ ব্যবস্থায় দু'টি বিমান প্রস্তুত রেখেছি।

হতভম্ব হিটলার বললেন, আমি পালিয়ে যাব ?

জার্মান জাতিকে রক্ষার জন্যে আপনার বেঁচে থাকা জরুরি।

হিটলার কঠিন গলায় বললেন, আমাকে পালিয়ে যেতে হবে ? আমাকে রক্ষা করার জন্যে আমার জেনারেলরা কোথায় ?

www.MurchOna.com

জেনারেলের বক্তব্য শোনা গেল না, কারণ কাতুশা রকেট, যার আরেক নাম স্টালিন অরগান্স, বৃষ্টির মতো বার্লিনে আসতে শুরু করেছে।

২০ এপ্রিল হিটলারের জন্মদিন। হিটলার তাঁর বান্ধবীকে পাশে নিয়ে বাঙ্কারে বসে ছিলেন। জন্মদিন উপলক্ষে শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হয়েছে। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেনারেল আলফ্রেড জোডল। তিনি শ্যাম্পেনের গ্লাস হাতে নিয়ে বললেন, জার্মান জাতি তার শ্রেষ্ঠত্ব আবারো প্রমাণ করবে। অবশ্যই আমরা বার্লিন রক্ষা করব। হিটলার শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে নিয়মমাফিক গ্লাস ছুড়ে ফেললেন এবং বললেন, আজ কি অন্যদিনের চেয়ে বেশি গোলাবর্ষণ হচ্ছে?

ইভা ব্রাউন বললেন, যুদ্ধের আলাপ কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ থাকুক। আসুন আমরা আনন্দময় কোনোকিছু নিয়ে আলাপ করি।

কেউ কোনো জবাব দিল না। হিটলার ইভা ব্রাউনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এসে বললেন, আমি তোমাকে বিয়ে করব।

ইভা ব্রাউন বললেন, হঠাৎ বিয়ের কথা আসছে কেন?

হিটলার বললেন, আমার ধারণা আমরা পরাজিত হতে যাচ্ছি। যদি সত্যি তাই ঘটে আমি আত্মসমর্পণ করব না। নিজেকে হত্যা করব। আমার মৃত্যুর পর ইতিহাসে লেখা হবে আমার একজন রক্ষিতা ছিল, তা আমি চাই না।

হিটলার দ্বিতীয় দফায় শ্যাম্পেন নিলেন। টোস্ট করলেন তার বান্ধবীর সঙ্গে। নরম গলায় বললেন, আমার সুখ এবং দুঃখের চিরসঙ্গী ইভা ব্রাউন।

হিটলার এবং ইভা ব্রাউন মাটির অনেক গভীরে বাঙ্কারে অবস্থান নিয়েছেন। আমাদের বান্ধবপুরের একজন (হাদিস উদ্দিন) বাঙ্কারের মতোই একটি জায়গায় বেশির ভাগ সময় কাটাচ্ছে। হরিচরণের মাটির নিচের গুপ্তঘর। যে ঘরে যাবার একটাই পথ, সিন্দুকের ভেতর দিয়ে। হাদিস উদ্দিনের গুপ্তঘরে সময় কাটানোর পেছনে কারণ আছে। সে নানান জিনিসপত্র গুপ্তঘরে রাখছে। এর মধ্যে রেশমি রুমালে মোড়া একান্নটা স্বর্ণমুদ্রাও আছে। হাদিস উদ্দিন যতবারই গুপ্তঘরে যায় স্বর্ণমুদ্রা গুনে দেখে। দুভাবে গুনে। প্রথমে এক থেকে একান্ন, তারপর শুরু হয় উল্টোদিকে গুনা। ৫১-৫০-৪৯-৪৮...

গুপ্তঘর সে ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে। সেখানে পাটি বিছানো আছে। বালিশ আছে। কলসিভর্তি পানি আছে। মোমবাতি, দেয়াশলাই আছে। একটা টর্চও আছে। হাদিস উদ্দিন পাটিতে শুয়ে গুনগুন করে মাঝে মধ্যে গান গায়। গান তার নিজের রচনা। সুরও তার নিজের। বদ্ধঘরের কারণে গানের শব্দ দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসে। হাদিস উদ্দিনের বড় ভালো লাগে।

www.MurchOna.com

ভরদুপুর। গুপ্তঘর অন্ধকার। পাটিতে শুয়ে হাদিস উদ্দিন নিচুগলায় গান করছে—

ও আমার সোনার মোহররে
মোহররে মোহররে মোহররে
তোর মনে দুঃখ ? দুঃখ ? দুঃখ ?
আমার মনে সুখ।
ও আমার সোনার মোহররে
মোহররে মোহররে মোহররে...

হাদিস উদ্দিন 'মোহররে' বলে টান দিচ্ছে, দেয়ালে বাড়ি খেয়ে সেই শব্দ অনেকবার করে ফিরে আসছে। হাদিস উদ্দিনের মনে হচ্ছে ঘরভর্তি মানুষ একসঙ্গে 'মোহররে' বলে গান করছে।

এই সময় হঠাৎ করে বাচ্চামেয়ের হাসির শব্দের মতো শব্দ হলো। রিনরিনে গলায় কে যেন হাসল। হাদিস উদ্দিন শোয়া থেকে উঠে বসল। ঘর অন্ধকার, তবে সিন্দুকের খোলা ডালা দিয়ে কিছু আলো আসছে। গুপ্তঘরের ভেতরটা আবছা আবছা চোখে আসে। হাদিস উদ্দিনের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। এটা সে কী দেখছে ? ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করে দশ বছরের বাচ্চা একটা মেয়ে বসে আছে। নিজের মনে খেলছে। এমন কি হতে পারে কোনো বিচিত্র উপায়ে মীরা নেমে এসেছে ? না, তা কখনোই না। মেয়েটা মীরার চেয়ে অনেক বড়।

হাদিস উদ্দিন বিড়বিড় করে বলল, আল্লাহপাক রক্ষা কর। তুমি গরিব বান্দাকে রক্ষা কর। ইয়া রহমানু ইয়া রহিমু ইয়া মালিকু। হাদিস উদ্দিন চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করেই মনে হলো বিরাট বোকামি হয়েছে। তার মৃত্যু হবে চোখবন্ধ অবস্থায়। সে যে মারা গেছে এই খবরটাও কেউ পাবে না। কে আসবে গুপ্তঘরে খোঁজ নিতে ? হাদিস উদ্দিন চোখ মেলল। মেয়েটা এখনো আছে, তবে সে দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। হাদিস উদ্দিন মেয়েটাকে মোটামুটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। গোল মুখ, কোঁকড়া চুল। খাড়া নাক। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

হাদিস উদ্দিন বলল, এই। এই।

মেয়েটা ফিরেও তাকাল না। হাতে কী নিয়ে যেন খেলছে। সুতার মতো কিছু। মেয়েটার হাতে কয়েক গোছা করে চুড়িও আছে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে।

হাদিস উদ্দিন দেয়াশলাই হাতে নিল। কাঁপা কাঁপা হাতে দেয়াশলাই জ্বালাল। মোমবাতি ধরাল। এখন আর মেয়েটা নেই। তবে সুতাগুলি আছে। লাল নীল কিছু সুতা। হাদিস উদ্দিন গুপ্তঘর থেকে উঠে এলো। কানে ধরে প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে কখনো গুপ্তঘরে নামবে না। বিনা কারণে প্রাণ দিয়ে লাভ কী ?

www.MurchOna.com

আতরের শ্বশুরবাড়িতে ভূত হাম্বর খুব যন্ত্রণা করছে। গত অমাবশ্যায় তাকে দেয়া গজার মাছ সে খায় নি। বাঁশঝাড় উলটপালট করে এক কাণ্ড করেছে। তার সমস্যা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে পুকুরে ঢিল মারছে। টিনের চালে ঢিল মারছে। ছোটখাটো ঢিল না। চষাক্ষেত থেকে তুলে আনা মাটির বড় বড় চাঙ্গড়। গভীর রাতে ছোট বাচ্চাদের মতো ওয়াও ওয়াও কান্নার শব্দ করছে।

আমিনা বেগম বললেন, ঘটনা বুঝেছি।

আতর ভীত গলায় বলল, কী বুঝেছেন ?

তোমার সন্তান হবে। এই কারণে হাম্বরের মিজাজ খারাপ। এখন তুমি আমাকে বলো, সন্তান কি হবে ?

আতর মাথা নিচু করে থাকল, কিছু বলল না।

আমিনা বেগম বিরক্ত হয়ে বললেন, এত বড় ঘটনা আমারে তুমি জানাবা না ? শাহনেয়াজ জানে ?

না।

আমিনা বেগম বললেন, হাম্বর যে ভাব ধরেছে তোমারে এখানে রাখা বিপদজনক। তোমারে বাপের বাড়ি পাঠায়া দিতেছি। সন্তানের চল্লিশ দিন না হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়িতে থাকবা। তারপর আসবা।

আতর বলল, আমি এইখানে থাকব। কোনোখানে যাব না।

বৌমা, তুমি তো কোনো বিবেচনার কথা বললা না।

আতর বলল, আমি এইখানেই থাকব। বাপের বাড়িতে যাব না। হাম্বর যদি আমারে মেরেও ফেলে আমি যাব না।

আমিনা বেগম বিরাট দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বাড়িবন্ধন নতুন করে দিলেন। হামিদাকে কঠিন নির্দেশ দিলেন— সব সময় আতরের হাত বা শাড়ির অংশ ধরে থাকতে হবে। আতর যখন গোসলখানায় যাবে বা বাথরুমে যাবে তখনো এই অবস্থা। রাতে তার ঘুমানোর ব্যবস্থা হয়েছে আমিনা বেগমের সঙ্গে। তিনি ছেলের বৌকে নিয়ে খাটে শুচ্ছেন। মেঝেতে ঘুমাচ্ছে দু'জন দাসী। ঘরের চারকোনায় সারারাত চারটা হারিকেন জ্বলে। খাটের নিচে মাটির সরায় থাকে কয়লার আগুন।

নতুন জীবনযাপন আতরের ভালো লাগছে। কী অদ্ভুত অনুভূতি! তার শরীরের ভেতর একজন কেউ বড় হচ্ছে। একদিন সে পৃথিবীর আলো দেখবে। আতরকে ডাকবে 'মা'। হামাগুড়ি দিয়ে একা একা বারান্দা থেকে উঠানে নেমে যাবে। উঠানে শুকাতে দেয়া ধান মুখে দিয়ে কাঁদবে। আতর তাকে কোলে নিয়ে বলবে, 'আমার বাবা গরু। আমার বাবা ধান খাওয়া গরু।'

www.MurchOna.com

আতরের পেটের সন্তান ছেলে না মেয়ে জানার জন্যে আমিনা বেগম গণক আনিয়েছেন। শ্রীপুরের বিখ্যাত গণক কাশেম মিয়া। এই গণকের গনা অভ্রান্ত। তিনি কাঁঠাল পাতা দিয়ে গনা গুনেন। একটা কাঁঠাল পাতায় খেজুর কাঁটা দিয়ে ছেলে লিখে কাঁসার বদনায় রাখা হয়। তুলারাশির দুইজন তর্জনী দিয়ে বদনার কানা শূন্যে তুলে ধরেন। কাশেম মিয়া মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে যদি বদনা আপনা আপনি ঘুরতে থাকে তাহলে ছেলে। আর বদনা যদি স্থির থাকে তাহলে মেয়ে। তিনবার পরীক্ষা হলো। তিনবারই পাওয়া গেল মেয়ে। আমিনা বেগম হতাশ গলায় বললেন, হায় হায়, কী সর্বনাশ!

আতরের শ্বশুর আব্দুল গনি সাহেবের মনটাও খুব খারাপ হয়েছে। তারপরেও তিনি মনের দুঃখ চাপতে চাপতে বলেছেন, সংসারে প্রথম সন্তান কন্যা হওয়া ভাগ্যের কথা। রসুলে করিম নিজে বলেছেন।

গণক কাশেম মিয়ার ভাগ্য খারাপ। গণনায় মেয়ে পাওয়া গেলে বখশিশ তেমন পাওয়া যায় না। দুঃসংবাদ দেবার পর আবার বখশিশ কী ? মেয়ে আসা মানে তো দুঃসংবাদই।

শুধু কবি শাহনেয়াজকে 'মেয়ে আসছে' সংবাদে অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে হলো। ছেলেদের সুন্দর নাম নাই বললেই হয়। সেই তুলনায় মেয়েদের কত বাহারি নাম আছে! মেয়ের নাম দিয়ে অন্তমিল দেবার শব্দও অনেক থাকে। কবি শাহনেয়াজ দুইনম্বরি এক হাতিমার্কা খাতায় মেয়েদের নাম লেখা শুরু করেছে।

### আঁখি

নাম সুন্দর। তবে চন্দ্রবিন্দু খারাপ লাগছে। চন্দ্রবিন্দু বাদ দিয়ে 'নয়না' রাখা যেতে পারে। নয়ন থেকে নয়না। আবার নয়নতারাও খারাপ না। ডাবল অর্থ। চোখের মণি এবং নয়নতারা ফুল। এক থেকে দশের ভেতর নম্বর দেয়া হলে যা দাঁড়ায়।

আঁখি ৫
নয়না ৬
নয়নতারা ৭

### ধবলিমা

কন্যার গাত্রবর্ণ যদি ধবল হয় তাহলে এই নাম সুন্দর। ধবলিমার বদলে সিতিমা দেয়া যেতে পারে। সিতিমা'র অর্থ

www.MurchOna.com

ধবল। দ্বৈত অর্থবাহক আরেকটি নাম আছে। সফেদা। একই সঙ্গে শুভ্র এবং ফল। এক থেকে দশের ভেতরে নম্বর নিম্নরূপ

ধবলিমা ৭
সিতিমা ৫
সফেদা ৬

[কবি শাহনেয়াজের সত্যি সত্যি একটা কন্যাসন্তান হয়। কবি নামের খাতা নিয়ে কন্যার সামনে উপস্থিত হবার পর আব্দুল গনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন, নামের খাতা নিয়া দূর হ। আমি এর নাম দিলাম তোজল্লী খানম। শাহনেয়াজকে মাথা নিচু করে তাই মেনে নিতে হয়।]

আব্দুল গনি তাঁর বাড়ি হাম্বরমুক্ত রাখার জন্যে একজন পাশ করা ভালো মাওলানা লজিং মাস্টার হিসাবে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মাওলানা চব্বিশ ঘণ্টা এই বাড়িতেই থাকবেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত আজান দিয়ে নামাজ পড়বেন। ভূতপ্রেতরা না-কি আজানের শব্দকে অত্যন্ত ভয় পায়। মাওলানা পাওয়া যাচ্ছে না।

ধনু শেখের নতুন করে বানিয়ে দেয়া জামে মসজিদে আজ অনেকদিন পর আছরের আজান হলো। আজান দিলেন নতুন ইমাম নিয়ামত হোসেন। নিয়ামত হোসেন ধনু শেখের লঞ্চ কোম্পানির টিকেট মাস্টার। তার পড়াশোনা মাদ্রাসা লাইনে। উলা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পাশ করতে পারেন নি। টিকেট মাস্টারের দায়িত্বের অতিরিক্ত মসজিদের ইমামতির দায়িত্বও তিনি পালন করবেন। নিয়ামত হোসেন মহিষের মতো বলশালী একজন মানুষ। হুঙ্কার দিয়ে কথা বলেন। তবে ক্বারী হিসাবে ভালো।

প্রথম দিনেই নামাজের শেষে বেহেশতের বর্ণনা দিয়ে তিনি সবার চিত্ত চাঞ্চল্য তৈরি করলেন।

> ফল ফুরুট খেতে চান? বেহেশতের ফল ফুরুটের কেরামত শুনবেন? তাহলে শুনেন, বেহেশতের বেদানার একটা দানা মুখে দিবেন, সত্তুর বছর লাগবে তার রস খেয়ে শেষ করতে...।

ইমাম করিম প্রথম দিনের নামাজে সামিল হতে এসেছিল। তাকে মসজিদে ঢুকতে দেয়া হয় নি। তার গা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। সারা শরীর নোংরায় মাখামাখি। লুঙ্গি বারবার খুলে পড়ে যাচ্ছে।

www.MurchOna.com

ইমাম করিম হুঙ্কার দিয়ে বলেছে, নামাজ পড়তে দেয় না কোন বান্দির পুত! আমি কিন্তু মসজিদ জ্বালায়ে দিব। খুন খারাবি করব। আমি পাগল মানুষ। খুন খারাবি করলে আমার কিছু হবে না।

ইমাম করিমকে দূরের কোনো গঞ্জে ফেলে আসা হবে— এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তার পাগলামি যেভাবে বাড়ছে তাতে এর কোনো বিকল্প নাই। বান্ধবপুরের বেশ কিছু মানুষকে সে হয় মেরেছে নয় তাড়া করে পুকুরে ফেলেছে। একদিন বের হয়েছিল রামদা নিয়ে। এমন বিপদজনক পাগল গ্রামে রাখা ঠিক না।

আগামী হাটবারে ইমাম করিমকে লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হবে। কোনো এক লঞ্চঘাটে নামিয়ে দেয়া হবে এরকম ঠিক হয়েছে। ইমাম করিম ব্যাপারটা জানে। তার যে খুব আপত্তি তাও না। সে মোটামুটি আনুষ্ঠানিকভাবে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে। একদিন গেল লাবুসের কাছে। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি বয়সে আমার ছোট। যদি বয়সে ছোট না হইতা আমি পায়ে ধরে তোমার কাছে ক্ষমা চাইতাম। বিরাট অপরাধ করেছি। তোমারে খুন করার জন্যে লোক ঠিক করেছিলাম। ওই হারামজাদা কাজটা করে নাই। হারামজাদা যদি কাজটা করত আমার এই দশা হয় না। আমি স্ত্রী নিয়া সুখে থাকতাম। কেন সুখে থাকতাম বুঝায়ে বলব ?

লাবুস বলল, বলুন।

ইমাম করিম বলল, একশ' টাকার মামলা। তোমারে খুন করলে একশ' টাকা ওই হারামজাদা নিত। আমার স্ত্রীর হাতে টাকা পড়ত না। ঝগড়া ফ্যাসাদের কারণে তালাক হইত না। বুঝেছ ?

লাবুস চুপ করে রইল। করিম বলল, তুমি কি আমাকে ক্ষমা দিয়েছ ?

লাবুস বলল, জি দিয়েছি।

এরা বুধবারে আমাকে লঞ্চে করে নিয়ে যাবে। কোনোখানে ছেড়ে দিয়ে আসবে। আধা ন্যাংটা তো যেতে পারি না। বলো যেতে পারি কি-না ?

এইভাবে যাওয়া ঠিক হবে না।

আমাকে নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি কিনে দেওয়া কি তোমার পক্ষে সম্ভব ?

সম্ভব।

সুন্দর একটা ফেজ টুপি কিনে দিও।

আচ্ছা দেব।

একজোড়া কাবলি স্যান্ডেল।

আপনি যা চাচ্ছেন সবই দিব।

তুমি লোক অত্যন্ত ভালো। আগে বুঝতে পারি নাই। না বুঝে ভুল করেছি।

www.MurchOna.com

লাবুস বলল, আমরা সবাই ভুল করি। না বুঝে করি, বুঝে করি।

ইমাম বলল, ভুলের জন্যে তওবা করলে আমি ক্ষমা পাব। কিন্তু তওবা করব না।

লাবুস বলল, কেন তওবা করবেন না ?

ইমাম বলল, আমি ভুলের শাস্তি পেতে চাই।

অনেক শাস্তি তো পেয়েছেন। আর কত ?

ইমাম বলল, আরো অনেক বাকি আছে। আচ্ছা লাবুস, আমার আরেকটা আবদার আছে। বলব ?

বলুন।

আমি যাব বুধবারে। লঞ্চ ছাড়বে তিনটায়। দুপুরে তোমার এখানে ভাত খাওয়া কি সম্ভব ? খাওয়াদাওয়া করে লঞ্চে উঠলাম। পরে খাওয়া আর জুটে কি-না কে জানে। খাওয়াবা ভাত ?

লাবুস বলল, অবশ্যই খাবেন।

করিম বলল, পাবদা মাছের সালুন দিয়া ভাত খাওয়ার ইচ্ছা। শরিফা একবার রেঁধেছিল। স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। ভাটি অঞ্চলের পাবদা মাছ।

লাবুস বলল, ভাটি অঞ্চলের বড় পাবদা মাছ আমি জোগাড় করব।

করিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, লাবুস, তোমার অনেক মেহেরবানি।

রঙিলা বাড়িতে শরিফা একটি চিঠি পেয়েছে। চিঠি নিয়ে এসেছে লাবুসের লোক। চিঠিতে লেখা—

মা,

আমি আপনার এক সন্তান লাবুস। আমার খুবই ইচ্ছা বুধবার দুপুরে আপনার হাতে রান্না পাবদা মাছ খাই। এটা কি সম্ভব যে আপনি আমার বাড়িতে এসে রান্না করবেন ?

ইতি

আপনার পুত্র

লাবুস।

বুধবার দুপুরে ইমাম করিম একা খেতে বসেছেন। মাওলানা ইদরিস কী কারণে যেন রোজা রেখেছেন। লাবুস একবেলা খায়। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা এক মহিলা করিমের পাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন। করিমের গায়ে নতুন পায়জামা-

www.MurchOna.com

পাঞ্জাবি। মাথায় ফেজ টুপি। করিম নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে। একবার শুধু বলল, রান্না ভালো হয়েছে। আল্লাহপাকের দরবারে সুখাদ্যের জন্যে শুকরিয়া। বোরকা পরা মহিলা কিছুই বললেন না।

লঞ্চঘাটে করিমকে বিদায় দিতে অনেকেই এসেছে। পালকিতে করে বোরকাপরা সেই মহিলাও এসেছেন। যে দু'জন করিমকে নিয়ে যাবে, অচেনা ঘাটে ছেড়ে দিয়ে আসবে, করিম তাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে বলল, আপনাদের যেতে হবে না। আমি দূরের কোনো ঘাটে নেমে যাব। ফিরে আসব না। আপনাদের অনেক ত্যক্ত করেছি। আর করব না। আমি সবার কাছে ক্ষমা চাই।

করিমের সঙ্গের চরনদার দু'জন নেমে গেল। লঞ্চ ছাড়ার ঠিক আগে আগে পালকি থেকে বোরকাপরা মহিলা নেমে সিঁড়ি বেয়ে লঞ্চে উঠে গেল এবং দাঁড়াল ইমাম করিমের পাশে।

ইমাম করিম বললেন, ভালো আছ শরিফা ?

শরিফা জবাব দিল না। সে মুখ থেকে বোরকার ঢাকনা তুলে দিয়েছে। শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছে বান্ধবপুরের রঙিলা বাড়ি। আর কোনোদিন সে এখানে ফিরবে না।

অনেক রাতে আতরকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। তার কাছে দু'জন মেহমান এসেছে। মেহমান দু'জনকে কেউ চিনতে পারছে না। একজন মাওলানা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন। আতর মেহমানদের দেখে হতভম্ব। ইমাম করিম এবং শরিফা।

আতর বলল, নতুন মা। তুমি ?

শরিফা বলল, মাগো, আমার কোথাও যাবার জায়গা নাই। আজ রাতটা কি তুমি আমাদের থাকতে দিবা ?

আতর কিছু না বলে ছুটে গেল তার স্বামীর কাছে। হড়বড় করে বলল, আমার এক দুঃখী মা এসেছেন। আপনি তাকে সমাদর করে এই বাড়িতে তুলবেন— এটা আমার অনুরোধ। শাহনেয়াজ সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলো। শরিফাকে কদমবুসি করে বলল, মাগো! আমি আপনার এক অধম পুত্র। মা, অতি আশ্চর্য যোগাযোগ। এই মুহূর্তে পয়ারছন্দে একটা কবিতা লিখছিলাম। কবিতার নাম 'মাগো'। আপনি আপনার অধম কবিপুত্রের বাড়িতে বাকিজীবন থাকবেন এটা আমার আবদার।

[অপদার্থ কবি শাহনেয়াজ শরিফাকে বাকিজীবন অতি আদরে নিজের বাড়িতে রেখেছে। প্রতিবার খাবার সময় নিজে উপস্থিত থেকেছে। অতি আদরে অতি যত্নে নিজে খাবার তুলে দিয়েছে। হঠাৎ করে এই মহিলার প্রতি শাহনেয়াজের এত ভক্তির কারণ স্পষ্ট না। জগৎ রহস্যময়। প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে।]

www.MurchOna.com

ইমাম করিম আতরের বাড়িতে সংসার শুরু করলেন। তাঁর প্রধান কাজ হলো, আজান দিয়ে ভূত হাম্বরকে দূরে রাখা। তাঁর মাথা কখনোই পুরোপুরি সারে না। প্রায়ই দেখা যায় তিনি বাড়িকে ঘিরে অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে চক্কর দিচ্ছেন। আতরের শ্বশুরবাড়ির সবার ধারণা, ভূত হাম্বরের কারণে ভালোমানুষ ইমাম সাহেবের এই সমস্যা হচ্ছে। হাম্বর কোনো সহজ জিনিস না। তবে ইমাম করিমও সহজ পাত্র না। বলা যায়, সমানে সমান। ইমামের আসার পর হাম্বরের উপদ্রব কিছু কমেছে। টিনের চালে তার হাঁটাহাঁটি বন্ধ হয়েছে বলেই মনে হয়।

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ ঘাটশিলা থেকে বান্ধবপুর উপস্থিত হলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল বান্ধবপুরের তিনবটের মাথা পানির সময় দেখতে হয়। পানিতে অঞ্চল ডুবে যায়, বটের মাথা বের হয়ে থাকে। পাখিদের মেলা বসে। সবই হরিয়াল পাখি।

লঞ্চঘাটে নেমে বিভূতি বাবু ভালো ঝামেলায় পড়লেন। যার কাছে তিনি যাবেন কেউ তাকে চেনে না। নামও আগে কখনো শোনে নি। যাকে জিজ্ঞাস করেন সে-ই বলে ইন্নাস নামে কেউ এই অঞ্চলে থাকে না। মাওলানা ইদরিস নাম তিনি ভুলে গেছেন।

ইন্নাস করেন কী ?

কী করেন জানি না। কলিকাতা গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। তিনি যমুনার আত্মীয়। যমুনা রায়।

মুসলমান ইন্নাস, হিন্দুর আত্মীয় ? এইসব কী বলেন ? উনার চেহারা কেমন ?

বিভূতি বাবু চেহারার যথাসাধ্য বর্ণনা দিলেন। কেউ কিছু বুঝতে পারল না। তবে তিনবটের মাথা নামের একটা জায়গা আছে। দূরদেশ থেকে একজন শুধুমাত্র তিনবটের মাথা দেখতে এসেছে— এটাও কারো হিসাবে মিলছে না।

আপনি আসছেন তিনবটের মাথা দেখতে ?

হুঁ।

আর কিছু না ? শুধু বটগাছ দেখবেন ?

এর বাইরেও দেখার মতো কিছু থাকলে দেখব। শুনেছি বড় জঙ্গল আছে। বনজঙ্গল দেখতে আমার ভালো লাগে।

বর্ষাকালে বনজঙ্গল কী দেখবেন ? সাপে কাটব। জোঁকে ধরবে।

বনের ভেতর দিয়ে শুনেছি একটা বড় খাল গিয়েছে। নৌকা নিয়ে খালের ভেতর ঘুরব। খাল আছে না ?

আছে। খাল আছে। নৌকাও আছে।

www.MurchOna.com

তাহলে সমস্যা কী ?

সমস্যা কিছু নাই।

বিভূতিভূষণ বললেন, ইন্নাস সাহেবের খোঁজটা শুধু যদি বের করতে পারি।

এই নামে কেউ আমাদের অঞ্চলে নাই। কোনোদিন ছিলও না। আপনারে কেউ ধোঁকা দিয়েছে।

উনি ধোঁকা দেয়ার মানুষ না। সুফি মানুষ। দরবেশ।

আমাদের অঞ্চলে কোনো পীর দরবেশও নাই। সবই সাধারণ।

বিভূতি বাবু কী করবেন বুঝতে পারলেন না। লঞ্চে কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। ক্ষুর্ধাত অবস্থায় নেমেছেন। সেই ক্ষুধা চরমে পৌঁছেছে। বান্ধবপুরে ভাতের হোটেল আছে, তবে হোটেলগুলি খোলে দুই হাটের দিনে। আজ হাটবার না। মুদির দোকান থেকে চিড়া এবং পাটালি গুড় কিনে খেলেন। লঞ্চে করে ফেরত যাবেন সেই উপায় নেই। ফিরতি লঞ্চ পরদিন দুপুরে। তাছাড়া এতদূর এসে তিনবটের মাথা না দেখে ফেরত যাবার অর্থ হয় না। রাত কাটাবার জন্যে একটা আশ্রয় দরকার। ধর্মশালা জাতীয় কিছু আছে কি-না খোঁজ করতে হবে। থাকার কথা না। বান্ধবপুর সম্পন্ন অঞ্চল না। অনেক খুঁজে পেতে একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল, সেখানে গুড়ের লাল চা ভাঁড়ে করে বিক্রি করে।

চায়ের দোকানির পরামর্শে বিভূতি বাবু ধনু শেখের বাংলাঘরে উপস্থিত হলেন। ধনু শেখকে তাঁর সমস্যার কথা বললেন। ধনু শেখ বিরক্ত হয়ে বললেন, নাম ঠিকানা ছাড়া চলে আসছেন ? আপনি তো বিরাট 'বুরবাক'। করেন কী ?

শিক্ষকতা করি। স্কুল মাস্টার।

বুরবাকের মতো বুদ্ধি শিক্ষকদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

রাতটা কাটাবার মতো একটা জায়গা পাওয়া গেলে বাধিত হতাম।

ধনু শেখ বললেন, রঙিলা বাড়িতে চলে যান। আরামে থাকবেন, সেবা পাবেন। সেবার প্রয়োজন সকলের। আমার এখানে রাখতে পারতাম, তা সম্ভব না। আমার কুষ্ঠ রোগ হয়েছে। কুষ্ঠ রোগীর বাড়িতে থাকা ঠিক না। এখন বিদায় হন।

বিভূতি বাবু শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা করলেন। রাত কাটাবেন নৌকায়। নৌকার মাঝি চাল ফুটিয়ে ভাত রেঁধে দিবে। নদীর ওপর ডাল দিয়ে ভাত খেতে ভালো লাগবে।

এই নৌকা নিয়ে তিনি বিকালের মধ্যেই খালে ঢুকলেন। খাল দিয়ে নৌকা যাবে, তিনি বনভূমির সৌন্দর্য দেখবেন। তার মতে বঙ্গদেশের প্রতিটি বনভূমির চরিত্র এক হলেও প্রতিটির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য ধরতে পারার মধ্যে

www.MurchOna.com

আনন্দ আছে। নৌকার মাঝির নাম হাশেম। হাশেম তার আরোহীর কর্মকাণ্ডে অবাক হচ্ছে। কোনো কাজ ছাড়া একটা লোক খালে খালে ঘুরছে। বনজঙ্গল দেখার কী আছে? লোকটার হাতে খাতা-কলম। সে মাঝে-মাঝে নৌকা থামাতে বলে। নৌকা থামলেই গুট গুট করে কী যেন লেখে।

ঔপন্যাসিক লিখছিলেন—

> বাতাবি লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনী ফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কী একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলি কাঁটা গাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। ...

আপনার নাম কি বিভূতিভূষণ?

বিভূতি বাবু চমকে তাকালেন। খালের পাড়ে অতি রূপবান এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর মনে এক ধরনের ভ্রান্তি উপস্থিত হলো। মনে হলো বনের দেবতা হঠাৎ দেখা দিয়েছেন। হঠাৎ করে একজন কেউ 'আপনার নাম কি বিভূতিভূষণ' বলে জঙ্গলে উদয় হওয়ার মধ্যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে।

আজ্ঞে আমি বিভূতিভূষণ।

আমার নাম লাবুস, আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

বিভূতি বাবু অবাক হয়ে বললেন, আপনি কীভাবে জানেন যে আমি খালের ভেতর নৌকা করে যাচ্ছি?

লাবুস বলল, আমি আপনাকে পেয়েছি এটাই বড় কথা। কীভাবে পেয়েছি এটা বড় কথা না।

লাবুস নৌকায় উঠে এলো। বিভূতিভূষণ বললেন, আপনি কি আমার কোনো রচনা পড়েছেন?

লাবুস বলল, না। এখানে আমরা বইপত্র পাই না। হরিচরণ বাবু *প্রবাসী* পত্রিকা রাখতেন। সেখানে আপনার উপন্যাসের ছোট্ট একটা অংশ পড়েছি।

নাম মনে আছে?

না। শুনেছি আপনি সুখাদ্য পছন্দ করেন। রাতে কী খেতে চান?

যা খেতে চাইব তাই খাওয়াবেন?

অবশ্যই।

বনমোরগের ঝোল খাওয়াতে পারবেন?

না।

মহাশোল মাছ। দোপেয়াজির মতো রান্না।

এটাও পারব না। মহাশোল পাহাড়ি মাছ, এখানে পাওয়া যায় না।

www.MurchOna.com

বকফুলের বড়া খাওয়াতে পারবেন ?

পারব। আমার বাড়িতেই বকফুল গাছ। প্রচুর ফুল ফুটেছে।

সজনের গাছ আছে ?

আছে।

সজনের ঝোল করতে বলবেন। আমার পছন্দের জিনিস।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিভূতি বাবু খাতা-কলম নিয়ে নৌকার ছইয়ের ভেতরে চলে গেছেন। লাবুস বাইরে আছে। বৃষ্টিতে ভিজছে। তাকে দেখাচ্ছে মূর্তির মতো। তার দৃষ্টি খালের পানির স্রোতের দিকে। একঝাঁক বক হঠাৎ তার মাথার ওপর দিয়ে কক কক শব্দ করে উড়ে গেল। অন্য যে-কেউ চমকে বকগুলির দিকে তাকাতো। লাবুস তাকালো না।

লাবুসের বাড়িতে যে আদর এবং যত্ন লেখকের জন্যে অপেক্ষা করছিল তার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতের খাবারের বিপুল আয়োজন। যেখানে তিনি খেতে বসেছেন তার কাছেই তোলা উনুন আনা হয়েছে। সেখানে তেল ফুটছে। বেসনে ডুবিয়ে বকফুল ভেজে লেখকের পাতে দেয়া হচ্ছে। বাটির পর বাটি আসছে। বিভূতি বাবু বললেন, আমার মতো অভাজনের জন্যে এত আয়োজন!

মাওলানা ইদরিস বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্যে। তিনি আপনার রিজিকের এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

বিভূতি বাবু বললেন, রেঁধেছে কে ?

হাদিস উদ্দিন বলল, আমি রান্না করেছি জনাব।

বিভূতি বাবু বললেন, তোমার দু'টা হাত সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা দরকার। আমার একটা উপন্যাসের নাম 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। সেই হোটেলের পাচক বামুন হাজারির চেয়েও তোমার রান্না ভালো।

হাদিস উদ্দিনের চোখে সঙ্গে সঙ্গে পানি এসে গেল। সে তার জীবনে রান্নার এরকম প্রশংসা শোনে নি। ছোটকর্তা লাবুস এমন মানুষ যাকে লবণ ছাড়া তরকারি রেঁধে দিলেও হাসিমুখে খেয়ে উঠবে, কিচ্ছু বলবে না। মাওলানা ইদরিসেরও একই অবস্থা, বেগুনপোড়া চটকে দিলে তাই মুখে নিয়ে বলবে—শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

শ্রাবণ মাসের ঝুম বৃষ্টি নেমেছে। বিভূতি বাবু পান মুখে দিয়ে বিছানায় শুতে গিয়েছেন। হাদিস উদ্দিন হুক্কা নিয়ে গেছে। তিনি হুক্কায় টান দিচ্ছেন। হাদিস উদ্দিন বলল, জনাব! আপনার পায়ে একটু তেল দিয়ে দেই ? পরিশ্রম করে এসেছেন। আরাম পাবেন।

www.MurchOna.com

বিভূতি বাবু বললেন, দাও। সেবা যখন নিচ্ছি ভালোমতোই নেই।

সকালে আপনাকে ছিটা পিঠা খাওয়াব। হাঁসের মাংস আর ছিটা পিঠা।

আচ্ছা।

হাঁসের মাংস দিয়ে ছিটা পিঠা খাওয়ার পরে আপনি বলবেন, হাদিস উদ্দিনের শুধু হাত না, তার পাও দু'টাও সোনা দিয়া বান্ধায়া দাও। আচ্ছা জনাব, হাজারি বলে বাবুর্চির কথা বললেন, তার দেশের বাড়ি কই ?

ওটা কল্পনার এক চরিত্র। এরকম কেউ নেই।

বিভূতি বাবু হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, একটা মেয়ে দেখলাম, কোঁকড়া চুল, গোল মুখ, মেয়েটা কে ? দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখছিল। আমি তাকাতেই চট করে সরে গেল।

হাদিস উদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, চোখে ধান্ধা দেখছেন। এই রকম মেয়ে কেউ নাই।

আমি কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম।

হাদিস উদ্দিন বলল, আমিও আপনার মতো ধান্ধা দেখি। ছোটকর্তারে নিয়া একটা ধান্ধা দেখি।

কী দেখ ?

পুসকুনির পাড়ে উনি যখন বইসা থাকেন তখন দেখি একজন না, মানুষ দুইজন।

একই মানুষ দু'জন ?

জে। পেট গরম থাকলে মানুষ ধান্ধা দেখে। মনে হয় আমার পেট গরম ছিল।

শেষরাতে বৃষ্টি থেমে গেল। মেঘ কেটে চাঁদ ভেসে উঠল। বৃষ্টিধোয়া অপূর্ব জোছনা। বিভূতি বাবুর ঘুম ভেঙেছে। তিনি জোছনা দেখার জন্যে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করলেন, পুকুরের শ্বেতপাথরের ঘাটে দু'জন লাবুস বসে আছে। দু'জনই তাকিয়ে আছে দূরের বনভূমির দিকে।

একদিন থাকার জন্যে এসে তিনদিন থাকলেন। তিনবটের মাথা দেখে খুব আনন্দ পেলেন। কয়েকবার বললেন, আহারে, কী দৃশ্য ! এই বলেই ভগবতগীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করলেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ
অজো নিত্যঃ শ্বাশতোহায়ং পুরানো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

www.MurchOna.com

মাওলানা ইদরিসের ছবি আঁকা কর্মকাণ্ডেও বিস্মিত হলেন। কী অনায়াসে কী সুন্দর ছবিই না বৃদ্ধ মানুষটা আঁকছে! ছবি নিয়ে তাঁর লজ্জারও সীমা নেই। তাঁর ধারণা তিনি বিরাট পাপ করছেন। বিভূতি বাবু অনেক চেষ্টা করলেন অদ্ভুত এই মানুষটার ভুল ভাঙাতে। লাভ হলো না। ঘাটশিলায় ফিরে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখলেন লাবুসকে।

পো. অ. গোপালনগর
গ্রাম : বারাকপুর
যশোহর।

প্রীতিভাজনেষু

নমস্কার। অতিব আনন্দ নিয়ে আপনার অতিথি হয়েছিলাম। যদিও নিজেকে কখনো অতিথি মনে হয় নাই। তিনবটের মাথা দেখে তৃপ্তি পেয়েছি। মাঝে মাঝে অতি সাধারণ দৃশ্য অজ্ঞাত কারণে অসাধারণ মনে হয়। তিনবটের মাথা সেরকম একটি স্থান। কলকাকলিতে মুখরিত পাখির ঝাঁক এক বটগাছ থেকে আরেক বটগাছে উড়াউড়ি করছে, এই দৃশ্য এখনো চোখে ভাসছে।

আমি আপনাকে আমার একটি উপন্যাস পাঠালাম। নাম 'দৃষ্টি প্রদীপ'। উপন্যাসটি পড়লে আনন্দ পাবেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নাম জিতু। সে অদৃশ্য দৃশ্য দেখে। মৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়। আমার কেন জানি মনে হয় আপনি জিতুর মতো একজন।

আরেকটি বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। আমার ধারণা আপনার বাড়িতে একটি বিদেহী শিশুকন্যার উপস্থিতি আছে। অতৃপ্ত আত্মারা প্রায়ই পৃথিবীর মায়ায় আটকে যায়। তাদের জন্যে বিষয়টি কষ্টের। আপনি কিশোরী মেয়েটির মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এই আশা করছি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ইতি
শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতি বাবুর চিঠির তারিখ ৬ আগস্ট ১৯৪৫ সন। ওই দিনে জাপানের হিরোশিমা শহরে একটা বোমা পড়ে। বোমাটির নাম 'লিটল বয়'। পৃথিবীতে প্রথম আণবিক

www.MurchOna.com

বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। ষাট হাজার মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে। কয়েক ঘণ্টা পর মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার।

যে বিমানটি আণবিক বোমা নিয়ে যাচ্ছিল তার নাম এনোলা গে। বৈমানিকের নাম পল টিবেটিস। পল টিবেটিসের মায়ের নামেই বিমানটির নাম রাখা হয়েছিল মাত্র একদিন আগে, ৫ আগস্ট ১৯৪৫।

বোমা বিস্ফোরিত হবার পর পল টিবেটিস পেছনে ফিরে দেখলেন, ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর এক ব্যাঙের ছাতা আকাশের দিকে উঠছে। তিনি হতভম্ব গলায় বললেন, হায় ঈশ্বর, আমরা এটা কী করেছি!

আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর পর বহু দূরের একজন মানুষ, বান্ধবপুরের লাবুস অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনোরকম কারণ ছাড়াই তার শরীর ঝলসে যায়। মাথার চুল পড়ে যায়। সে গোঙানির মতো শব্দ করতে থাকে।

মনে হচ্ছিল সেও আণবিক বোমায় ঝলসে যাওয়া মানুষদের একজন। সতীশ কবিরাজ তাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, বিনা কারণে শরীর পুড়ে গেছে। এটা কী বলেন?

লাবুস ক্ষীণ গলায় বলল, আগুনের একটা ঝলকানি দেখেছি, আর কিছু না।

সতীশ কবিরাজ বললেন, আগুন কই যে আগুনের ঝলকানি দেখবেন?

মাওলানা ইদরিসের ধারণা হয়, তার পাপে লাবুসের এই সমস্যা হয়েছে। তিনি একই বাড়িতে থেকে ছবির পর ছবি আঁকছেন, এরকম তো হবেই।

এক সন্ধ্যাবেলা তিনি তাঁর সব ছবি ছিঁড়ে ফেলে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

www.MurchOna.com

স্থান বোম্বে (মুম্বাই) শহর। জায়গার নাম মালাবার হিল। রাজপ্রাসাদের মতো এক বাড়ি। আরব সাগরের তীরে আড়াই একর জমিতে অপূর্ব এই প্রাসাদের ডিজাইন করেছেন ব্রিটিশ স্থপতি ক্লদ ব্যাটনি। প্রাসাদটির মালিক মুসলিম লীগের সভাপতি মোহম্মদ আলি জিন্নাহ। এই প্রাসাদে আজ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এসেছেন। তাঁর নাম মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধি। গান্ধিজির মুখ বিষণ্ন। মুসলিম লীগের ডাকে ডাইরেক্ট অ্যাকশান কর্মসূচি পালিত হয়েছে (১৬ জুলাই ১৯৪৬), দাঙ্গা শুরু হয়েছে। কোলকাতার দাঙ্গায় সাত হাজার মুসলমান এবং তিন হাজার হিন্দু নিহত হয়েছে। দাঙ্গা পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে।

তাঁরা দু'জন প্রাসাদের লবিতে বসেছেন। এখান থেকে আরব সাগরের ঢেউ দেখা যায়। গান্ধিজি সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদেরকে কিছুক্ষণ আগে লেবু চা দেয়া হয়েছে। দু'জনের কেউ সেই চা স্পর্শ করেন নি। মোহম্মদ আলি জিন্নাহর হাতে সিগারেট। তিনি একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সামনে দামি অ্যাসট্রে আছে, তারপরেও তিনি সিগারেটের ছাই ফেলছেন এইমাত্র আনা চায়ের কাপে। তাকে খুবই অস্থির লাগছে। লবিতে তাঁর কন্যা দিনা এসেছিল গান্ধিজিকে সালাম জানাতে। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মেয়ের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বলেছেন, এখন বিরক্ত করবে না। দিনা অপ্রস্তুত হয়ে দ্রুত চলে গেছে।

দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে ইংরেজিতে। গান্ধিজি স্বভাবসুলভ নরম স্বরে কথা বলছেন। মোহম্মদ আলি জিন্নাহ স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলছেন।

গান্ধিজির মুখ হাসিহাসি, কিন্তু জিন্নাহর মুখে হাসি নেই। তাদের কথাবার্তা নিম্নরূপ।

গান্ধিজি : আপনি কি চান যে আমাদের মাতৃভূমি ভেঙে টুকরা টুকরা হয়ে যাক ?

জিন্নাহ : আমি যে এটা কখনো চাই নি এবং এখনো চাচ্ছি না তা আপনি জানেন। রাজনীতিবিদদের একটি অস্ত্র 'মিথ্যা'। আমি এই অস্ত্র ব্যবহার করি না।

www.MurchOna.com

গান্ধিজি : ডাইরেক্ট অ্যাকশান কি আমাদের সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে না ?

জিন্নাহ : হ্যাঁ যাচ্ছে। তার জন্যে দায়ী কংগ্রেস। আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে যে চুক্তি করেছিলাম (লক্ষ্ণৌ চুক্তি) সেই চুক্তি থেকে কংগ্রেস কি সরে যায় নি ?

গান্ধিজি : (চুপ করে আছেন। দৃষ্টি সাগরের ঢেউয়ের দিকে)

জিন্নাহ : কংগ্রেস এখন কী করছে ? মুসলিম লীগকে একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বীকার না করে খেলাফত আন্দোলনকে স্বীকার করছে।

গান্ধিজি : মাতৃভূমি ভাঙার দুঃখ আমি নিতে পারব না। আমি এবং আপনি কি এটা বন্ধ করতে পারি না ?

জিন্নাহ : না, পারেন না। পণ্ডিত নেহেরু কিন্তু এই ভাগাভাগি চাচ্ছেন।

গান্ধিজি : আপনি ভুল করছেন। ভারত বিভক্তি কারোই কাম্য নয়। নেহেরুর তো কখনোই না। *

---

* ভুল গান্ধিজি করেছিলেন। নেহেরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসকে রাজি করান যেন ভারত দু'টি দেশে ভাগ হয়। ভারতের নতুন ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভক্তির পরিকল্পনা শুরু করেন। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় মৃত্যুর দিনরাত্রি।

www.MurchOna.com

বান্ধবপুর লঞ্চঘাটে এমএল আড়িয়াল খাঁ লঞ্চ ভিড়েছে। ছয়জন যাত্রী ডেকে চাদর বিছিয়ে তাস খেলতে খেলতে আসছিল। তাদের তাসখেলা শেষ হয় নি। লঞ্চ ভিড়ার অনেকক্ষণ পরেও তারা খেলা নিয়ে মত্ত রইল। যাত্রীদের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে, এদের তাড়া নেই। এদের সঙ্গে মালামালও নেই। লঞ্চের কেবিন বয় বলল, আপনারা নামবেন না ? তাদের একজন উদাস গলায় বলল, নামতেও পারি, আবার নাও নামতে পারি।

তেমন কোনো হাসির কথা না। কিন্তু সবাই হাসছে।

কেবিন বয় বলল, যাবেন কই ?

যাব দোজখে।

আবার হাসির শব্দ। এবারের হাসি আরো উচ্চকিত। তবে তার মধ্যে আনন্দ নেই।

ছয়জনের এই দলটি ভাড়া করে এনেছেন ধনু শেখ। এরা দাঙ্গাহাঙ্গামায় অত্যন্ত দক্ষ। তাদের সঙ্গে ধনু শেখের একটাই কথা— মালাউন কমায়ে চলে যাবে। লুটের মাল সবই তোমাদের। স্থানীয় সাহায্য যা করার তিনি করবেন। শোনা যাচ্ছে কোন জায়গা পাকিস্তানে পড়বে তা ঠিক হবে মুসলমানের সংখ্যা দিয়ে। ভোটাভুটি হবার সম্ভাবনা। বান্ধবপুরকে অবশ্যই পাকিস্তানে ঢুকাতে হবে। যে-কোনো ভালো কাজের সঙ্গে সামান্য মন্দ কাজ করতে হয়। স্বাধীন পাকিস্তান বিরাট ভালো কাজ। তার জন্যে কিছু রক্তপাত হতেই পারে। স্বাভাবিকভাবে একটা শিশুর জন্ম দিতে গিয়েও মায়েদের প্রচুর রক্ত দেখতে হয়। সেখানে নতুন দেশের জন্ম হচ্ছে। সহজ কথা তো না।

ধনু শেখ খবর দিয়ে শ্রীনাথকে এনেছেন। মূল্য উদ্দেশ্য গল্পগুজব করা। মানুষ হয়ে জন্মানোর এই এক সমস্যা। গল্প করার সঙ্গী লাগে। ধনু শেখের প্রায়ই মনে হয়, গরু হয়ে জন্মালে ভালো ছিল। ঘাস খেয়ে জীবনটা পার করে দিতে পারতেন। চিন্তা নাই, ভাবনা নাই। জগতের একমাত্র বিষয় সবুজ ঘাস। সকাল

www.MurchOna.com

থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘাস খাওয়া। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেই ঘাস জাবর কাটা। জাবর কাটার সময় মশা বিরক্ত করলে লেজের বাড়ি দিয়ে মশা মারা।

শ্রীনাথ, আছ কেমন ?

আজ্ঞে ভালো আছি।

চারদিকে দাঙ্গা লেগে গেছে, শুনেছ বোধহয় ?

শুনেছি।

বান্ধবপুরে দাঙ্গা নাই, কিছু নাই, ব্যাপারটা কী বলো দেখি ?

শ্রীনাথ বলল, আপনার মতো বিশিষ্টজনরা থাকতে দাঙ্গা কেন হবে ?

ধনু শেখ বললেন, আমি বিশিষ্টজন তোমারে কে বলল ? আমি অবশিষ্টজন। দুই ঠ্যাং-এর মধ্যে একটা চলে গেছে, একটা আছে অবশিষ্ট। এখন বলো আমি অবশিষ্টজন না ?

শ্রীনাথ চুপ করে রইল। ধনু শেখ তাকে কী জন্যে ডাকিয়েছেন সে বুঝতে পারছে না। এই লোক বিনা উদ্দেশ্যে কিছু করবে না।

ধনু শেখ বললেন, শুনলাম তোমরা দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি করেছ। নমশুদ্র, চামার, ঢুলি সব দলে টেনেছ। রামদা সড়কির ব্যবস্থা করেছ। মুসলমান মারা শুরু করবা কবে ? পঞ্জিকা দেখে একটা শুভদিন বের কর। অশুভ দিনে মারামারি শুরু করলা, দেখা গেল ফল হয়েছে খারাপ। নিজেরাই শেষ।

শ্রীনাথ বলল, অনুমতি দেন যাই। আমার শরীরটা ভালো না।

শরীর তো আমারও ভালো না। পচন ধরেছে। শশাংক পালের শরীর যেমন পচে গিয়েছিল আমারও যাচ্ছে। আবার শুনলাম লাবুসের শরীরেও পচন ধরেছে। ভালো কথা মনে পড়েছে। শশাংক পালের ভূতের গল্পটা পুরা শুনা হয় নাই।

'আমি উঠলাম' বলে শ্রীনাথ উঠতে যাওয়ার আগেই ধনু শেখের লোকজন চলে এলো। ধনু শেখ বললেন, তোমরা চলে এসেছ ভালো করেছ। এর নাম শ্রীনাথ। আমার নিজের লোক। কাজকর্ম যা করবা এরে সাথে নিয়া করবা। সে প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ি চিনে। কোন কোন বাড়িতে ডবকা যুবতী আছে তাও জানে। কলিকাতার দাঙ্গায় বহুত মুসলমান মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে— শোধ নেয়ার প্রয়োজন আছে।

শ্রীনাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু এইটুকু বুঝছে তার মহাবিপদ।

মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন গলা নামিয়ে বলল, কাজ কি আজ রাতেই শুরু হবে ?

www.MurchOna.com

ধনু শেখ বললেন, আরে না। বিশ্রাম কর। খাওয়াদাওয়া কর। অবস্থা বিবেচনা কর। তবে শ্রীনাথ যেন পালায়া না যায়। তাকে প্রয়োজন আছে।

এরা শ্রীনাথকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে লঞ্চঘাটের দিকে। তারা হাঁটছে দ্রুত। শ্রীনাথ তাদের সঙ্গে তাল মিলাতে পারছে না। শ্রীনাথ বলল, আমাকে কোথায় নিয়ে যান ?

বসন্তের দাগওয়ালা লোকটি বলল, শ্বশুরবাড়ি নিয়া যাই। তোমার শ্বশুর সাব কী করব জানো ? তোমার বিচি ফালায়া তোমারে খাসি করব।

দলের সবাই হো হো করে হেসে উঠল। তাদের মনে চাপা আনন্দ।

মনিশংকর লাবুসকে দেখতে এসেছেন। তিনি রোজই আসেন। অনেকক্ষণ বসে থাকেন। তাঁকে পুরাপুরি বিভ্রান্ত মনে হয়।

পুকুরঘাটে শীতলপাটি বিছানো। শীতলপাটির ওপর কলাপাতা। লাবুস কলাপাতার ওপর শুয়ে থাকে। তাকে সারাক্ষণ পাখা দিয়ে বাতাস করে হাদিস উদ্দিন। মাওলানা ইদরিস তাঁর মেয়েকে নিয়ে পাশেই থাকেন। তিনি নফল রোজা রাখছেন। এবং মনে মনে কোরান খতম দিচ্ছেন।

লাবুস বেশির ভাগ সময় থাকে ঘোরের মধ্যে। তখন অদ্ভুত অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখে। অপরিচিত নানানজনের সঙ্গে কথা বলে। যেসব ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে হুবহু সেই ঘটনাও ঘটতে দেখে। একদিন দেখল পুকুরঘাটে বসে বিভূতি বাবু মুগ্ধ গলায় নিজের বই পড়ে শুনাচ্ছেন। লাবুস এবং হাদিস উদ্দিন পাঠ শুনছে। কী পড়া হচ্ছে তাও লাবুসের মনে আসে। একটি শব্দও এদিক ওদিক হয় না।

> কুড়ুলে বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায় সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটার সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেছে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটরগাড়ি এদেশের লোক কখনো দেখে নি।

একদিন সে তার মা জুলেখাকে দেখল। দোতলা পাকাদালানের একটা বড় ঘরে জুলেখা সতরঞ্চির ওপর বসে। তাঁর সামনে হারমোনিয়াম। একপাশে রূপার পানদানিতে পান। ঘরের এক কোনায় জুলেখার কাছ থেকে বেশ দূরে তবলা এবং তানপুরা নিয়ে একজন বসেছে। একজন বংশীবাদক আছে, সে বসেছে জুলেখার

www.MurchOna.com

পাশে। জুলেখা গান করছে এবং বৃদ্ধ এক শেরওয়ানি পরা মানুষ গান শুনছেন। গানের কথা—

কেবা কার পর, কে কার আপন,
কালশয্যা পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে
দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

হঠাৎ গান থেমে যায়। হৈচৈ-এর শব্দ শোনা যায়। একদল মানুষ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। ভাঙচুরের শব্দ। আর্তনাদ। কালো ধোঁয়া। লাবুসের সামনে সব অস্পষ্ট হয়ে যায়।

লাবুস প্রায়ই বাচ্চা একটা মেয়েকে তার চারপাশে ঘুরতে দেখে। মেয়েটার মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল। গোল মুখ। চোখ বড় বড়। মেয়েটা সব সময় খেলছে। কখনো তার হাতে সুতা, কখনো কাপড়ের টুকরা। লাবুস তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। মেয়েটা খেলায় এতই মগ্ন থাকে যে বেশির ভাগ সময়ই লাবুসের প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

নাম কী গো তোমার ?

ভুলে গেছি।

মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। তার নাম ভুলে না।

আমি ভুলে গেছি।

তুমি এই বাড়িতে থাক ?

হুঁ। মাটির নিচে গুপ্তঘরে থাকি।

কতদিন ধরে থাক ?

অনেক দিন। অনেক অনেক দিন। কতদিন ভুলে গেছি। আমি সব ভুলে গেছি।

তোমার বাবা মা, এদের কথা মনে আছে ?

ভুলে গেছি। আমি আর কথা বলব না।

মেয়েটা উঠে চলে যায়। আবারো আসে। লাবুসের আশেপাশেই বসে খেলায় মগ্ন হয়ে যায়।

মনিশংকর বললেন, আজ শরীরটা কেমন বোধ হচ্ছে ?

লাবুস বলল, ভালো।

মনিশংকর হতাশ গলায় বললেন, এই কি ভালোর নমুনা ? তুমি তো মরতে বসেছ। চলো তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাই। বড় বড় ডাক্তাররা তোমাকে দেখুক। দেখে বলুক কী হয়েছে।

www.MurchOna.com

লাবুস বলল, আমার কী হয়েছে আমি জানি। কেউ তা বিশ্বাস করবে না। জগৎ বড়ই বিচিত্র।

জগৎ বিচিত্র হোক, যাই হোক, তোমার দরকার চিকিৎসা।

আমার সময় হয়ে গেছে। চিকিৎসায় কিছু হবে না।

তোমার সময় হয়ে গেছে, তুমি বুঝে ফেললা ? তুমি কি ভগবান ? আমি তোমাকে এইভাবে মরতে দেব না।

লাবুস বলল, আমি কাউকে যে কথা কোনোদিন বলি নাই আপনাকে বলতে চাই। মাওলানা সাহেবকে আর হাদিস উদ্দিনকে দূরে যেতে বলেন।

আমাকে বলতে চাও কেন ?

আপনি বিশ্বাসী মানুষ। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন।

মাওলানা এবং হাদিস উদ্দিন উঠে গেল। হাদিস উদ্দিনের খুব শখ ছিল ছোটকর্তার কথাগুলি শোনে। সে ছোটকর্তার বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানে, কাউকে তা বলতে পারছে না। এখন সময় হয়েছে বলার।

লাবুস বলল, আমি চোখের সামনে অনেক কিছু দেখি। ছোটবেলা থেকে দেখতাম। তখন ভাবতাম সবাই আমার মতো দেখে। অনেক পরে জানলাম, সবাই আমার মতো দেখে না।

কী দেখ ?

ভবিষ্যতের ঘটনা দেখি। আমার মা যে আমাদের ছেড়ে খারাপ জায়গায় চলে যাবে— এটা অনেক ছোটবেলায় দেখেছি। আমি মৃত মানুষজনদের দেখি। তাদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে।

কী কথা বলে ?

অনেক কথা। বেশির ভাগ কথার অর্থ আমি বুঝি না। তখন আমার খুব কষ্ট হয়।

লাবুস হাঁপাতে লাগল। মনিশংকর বললেন, এখন আর কথা বলার প্রয়োজন নাই। বিশ্রাম কর।

আপনাকে অতি জরুরি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আমি স্পষ্ট দেখেছি, বান্ধবপুর জায়গাটা হিন্দুস্থানের মধ্যে পড়েছে। এখানের বহু মুসলমান মারা যাবে। তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মনিশংকর বললেন, জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বরের সময় বিকার উপস্থিত হয়। বিকারের ঘোরে মানুষ অনেক কিছু দেখে। তোমার জ্বর কমুক। শরীর স্বাভাবিক হোক। তখন তোমার কথা শুনব।

www.MurchOna.com

লাবুস বলল, আমার শরীর এখন জ্বলে যাচ্ছে। হাদিস উদ্দিনকে বলেন যেন শরীরে পানি ঢালে।

মনিশংকর নিজেই আজলা ভরে পানি লাবুসের শরীরে ঢালতে লাগলেন। লাবুস বিড়বিড় করে বলল, বান্ধবপুরের মহাবিপদ। অনেক মানুষ মারা যাবে। অনেক মানুষ মারা যাবে।

মনিশংকর বললেন, বাবা শান্ত হও।

মসজিদের নতুন ইমাম নিয়ামত হোসেন প্রবহমান পানিতে অজু করেন। বদ্ধপানিতে অজু করার চেয়ে প্রবহমান পানিতে অজুর সোয়াব বেশি। তিনি ঘাটে বসে অজু শেষ করে উঠতে যাবেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। ভাসতে ভাসতে কী যেন এগিয়ে আসছে। ফজরের ওয়াক্ত। আকাশ এখনো অন্ধকার। পরিষ্কার কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু নদীর পানি চকচক করছে। নিয়ামত হোসেন ভাসমান বস্তুটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। একসময় তিনি বিড়বিড় করে বললেন, গাফুরুর রহিম, এটা কী ?

নদীর পানিতে চিৎ হয়ে ভাসছে শ্রীনাথ। নিয়ামত হোসেন কাউকে কিছু না বলে মসজিদে গেলেন। টিউবকলের পানিতে আবার অজু করলেন। ফজরের নামাজ আদায় করলেন। মসজিদে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় নামাজি কেউ নেই। ফজরের নামাজে কখনোই লোক হয় না। নামাজ শেষ করে তিনি ধনু শেখের বাড়িতে গেলেন। ঘুমন্ত ধনু শেখের ঘুম ভাঙালেন। নদীতে কী দেখে এসেছেন বললেন। বর্ণনার সময় নিয়ামত হোসেনের গলা কাঁপতে লাগল।

ধনু শেখ বললেন, এটা বলার জন্যে তুমি আমার ঘুম ভাঙায়েছ ? শ্রীনাথের মৃত্যুর খবর ঘুম ভাঙায়ে আমাকে দিবার কী আছে ? শ্রীনাথ কি আমার ভায়রা ভাই ? মরছে গেছে ফুরাইছে। সবাই মারা যাবে। আমিও যাব তুমিও যাবে।

নিয়ামত হোসেন বললেন, কালরাতে শ্রীনাথ বাবুকে আমি দেখেছি।

কোথায় দেখেছ ?

এশার নামাজ পড়ে ফিরতেছি, হঠাৎ দেখি হাত ধরে তাকে টেনে লঞ্চে নিয়ে তুলতেছে। আপনার লোকজন তুলতেছে।

আমার লোকজনটা কে ?

লঞ্চে করে এরা এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করেছে।

ধনু শেখ বললেন, তুমি কি বলতে চাও আমি শ্রীনাথকে খুন করায়েছি ?

নিয়ামত হোসেন বললেন, জি-না।

ধনু শেখ বললেন, তাহলে আমাকে এই ঘটনা বলার মানে কী ?

www.MurchOna.com

গোস্তাকি হয়েছে।

নিয়ামত শোন, বেশি বেশি বুঝার চেষ্টা নিবা না এবং বেশি বেশি দেখবা না। কম দেখা ভালো। কম বুঝাও ভালো।

জি আচ্ছা।

হিন্দুরা সব মুসলমান মেরে শেষ করে ফেলতেছে, এইটা জানো ?

জানি না।

দাঙ্গার খবর পড় নাই ? কলিকাতায় কী হয়েছে ? বিহারে কী হয়েছে ? মুসলমান সব শেষ। আর এদিকে পা পিছলায়ে পানিতে পড়ে মালাউন একটা মারা গেছে, আর তুমি হয়ে গেছ বেচাইন। বুরবাক কোথাকার। যাও সামনে থেকে। একটা কথা মনে রাখবা, তুমি কিছুই দেখ নাই। বুঝেছ ?

জি।

আগামীকাল জুম্মাবার না ?

জি।

জুম্মার নামাজের পরে তুমি সুন্দর কইরা ওয়াজ করবা। তুমি বলবা সব মুসলমানের দায়িত্ব নিজেদের রক্ষা করা। পরিবার রক্ষা করা এবং পাকিস্তান হাসেলের জন্য কাজ করা। বলতে পারবা ?

পারব।

তার জন্যে প্রয়োজনে রক্তপাত করতে হবে। শহীদ হতে হবে। বলতে পারবা না ?

পারব।

মিনমিন কর বলতেছ কেন ? জোর গলায় বলো। গলায় জোর নাই ? তুমি কি মেন্দামারা মুসলমান ? শরীর তো বানায়েছ মহিষের মতো। অনেক কথা বলে ফেলেছি, এখন সামনে থেকে যাও। তুমি আমার সকালের ঘুম নষ্ট করেছ। বুরবাক কোথাকার।

নিয়ামত হোসেন ঘর থেকে বের হলেন। এখন তার লঞ্চের টিকেট ঘরে যাবার কথা, তা না করে তিনি মসজিদে গেলেন। দু'রাকাত নফল নামাজ পড়লেন। কিছুক্ষণ কোরান পাঠের চেষ্টা করলেন। মন বসল না। তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে টিকেট ঘরে গেলেন।

টিকেট ঘর থেকে দেখা যায় অনেক লোকজন নদীর পাড়ে ভিড় করেছে। শ্রীনাথকে ডাঙ্গায় তোলা হচ্ছে। বল হরি, হরি বল ধ্বনি উঠছে। নিয়ামত হোসেন আবার টিকেট ঘর থেকে বের হলেন। তিনি গেলেন মনিশংকরের কাছে। মাথা নিচু করে ফিসফিস করে কথা বললেন। তাঁর বেশির ভাগ কথাই অস্পষ্ট।

www.MurchOna.com

মনিশংকর বললেন, কাল জুম্মার নামাজের পরে দাঙ্গা শুরু হবে। কী বলেন আপনি ?

নিয়ামত হোসেন বললেন, এই জন্যে বাইরে থেকে লোক আসছে।

লোক কে এনেছে ? ধনু শেখ ?

নিয়ামত হোসেন জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বড়ই ভয় লাগছে।

আজ জুম্মাবার।

ধনু শেখ আগে জুম্মার নামাজে আসতেন। ঠ্যাং কাটা যাবার পর আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। বসে বসে নামাজ পড়ার মানে হয় না। সবাই যেন করে তাকায়। তবে আজ তিনি জুম্মার নামাজে এসেছেন। তাঁর লোকজন কেউ আসে নি। তারা লঞ্চে অপেক্ষা করছে। তাদেরকে বলা হয়েছে জুম্মার নামাজ শেষ হবার পর তিনি যখন বাড়ি ফিরবেন তখন আসল কাজ শুরু হবে।

আজ জুম্মার নামাজে ভালো জমায়েত হয়েছে। অনেক অপরিচিত মানুষও দেখা যাচ্ছে। মাওলানা ইদরিস এসেছেন। তিনি ইমাম নিয়ামত হোসেনের পাশেই বসেছেন।

নামাজ শেষে খুতবা পাঠের পর ইমাম নিয়ামত হোসেন বললেন, হাফেজ মাওলানা ইদরিস আপনাদের কিছু বলবেন।

মাওলানা ইদরিস উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, চারদিকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসতেছে। এই বিষয়ে সামান্য কিছু বলব। আমার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন। আল্লাহপাক সুরা হুজুরাত-এর তের নম্বর আয়াতে বলেছেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে বড় সাবধানী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।" এর বেশি আমার আর কিছুই বলার নাই। মূল আয়াতটা আমি আপনাদের আরবিতে পাঠ করে শুনাব। তার আগে ছোট্ট একটা ঘোষণা আছে— আপনারা জানেন লাবুস খুবই অসুস্থ। তার জন্যে আমি দরুদে শেফা পাঠ শুরু করেছি। যেন আল্লাহপাক তার রোগযন্ত্রণার অবসান করেন। আপনারা তার জন্যে দোয়ায় সামিল হবেন। লাবুস তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি দান করেছে। দানপত্রে আজই বাদ জুম্মা সে দস্তখত করবে। আপনারা সবাই সাক্ষী। তার দানপত্র মতে এই অঞ্চলের মানুষের কল্যাণে

www.MurchOna.com

তার সবকিছু ব্যয় হবে। স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়। আপনারা সবাই বলেন, মারহাবা। অন্তর থেকে বলেন।

সবাই মারহাবা বলল। ধনু শেখও বললেন।

এরপর দোয়া পাঠ হলো এবং ইমাম নিয়ামত হোসেন আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন বান্ধবপুরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা না হয়।

ধনু শেখ বাড়ি ফিরছেন। হিসাবমতো তাঁর লোকজনের কর্মকাণ্ড শুরু হবার কথা। তা হচ্ছে না, কারণ লঞ্চঘাটে নমশুদ্রদের একটা বিশাল দল লাঠি, সড়কি, রামদা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের সঙ্গে আছেন মনিশংকর। তাঁর নির্দেশে এমএল আড়িয়াল খাঁ লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে। লঞ্চের কেবিনে ধনু শেখের লোকজন বসা। তারা হতভম্ব।

মনিশংকর ধনু শেখের বাড়িতে এসেছেন। ঘরে ঢুকেছেন একা। তাঁর লোকজন সব বাইরে।

ধনু শেখ বললেন, আমার কাছে কী চান?

মনিশংকর বললেন, কিছু চাই না। খবর কি জানেন?

কী খবর?

দেশ ভাগাভাগির সব ঠিকঠাক হয়েছে। সীমানা নির্ধারণ হয়েছে। বান্ধবপুরে বড়গাঙ বরাবর সীমানা। আপনি পড়েছেন হিন্দুস্থানে।

ধনু শেখ তাকিয়ে আছেন।

আমার বাড়িতে ব্যাটারিতে রেডিও বাজে। খবর শুনে আপনাকে বললাম। যাই, নমস্কার।

হিন্দু বাড়িতে শাঁখ বাজছে। ঘণ্টা বাজছে। বড়ই আনন্দময় সময়।

রাত অনেক। আকাশে সুন্দর চাঁদ উঠেছে।

ফকফকা জোছনা।

লাবুস পুকুরপাড়ে পাটির ওপর শুয়ে আছে। সে একা, আর কেউ নেই। সবাইকে সে কিছুক্ষণ আগে সরিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে একা থাকতে ইচ্ছা করে। আজ যেমন করছে। লাবুসের শরীর খুবই খারাপ করেছে। জ্বলুনি অনেক বেড়েছে। তারপরেও জোছনা দেখতে ভালো লাগছে। এই সুন্দর চাঁদের আলো সে আর বেশিদিন দেখবে না। নিস্তব্ধ রাতে ঝিঁঝিপোকার ডাক শুনবে না। হঠাৎ লেবু ফুলের ঘ্রাণে শরীর মন অবশ হবে না। ভাবতেই কী অদ্ভুত লাগে। দীর্ঘদিন পর হঠাৎ আজ তার মা'কে দেখতে ইচ্ছা হলো।

www.MurchOna.com

বাবা জহির!

লাবুস চমকে তাকালো। এটা কি কোনো ভ্রান্তি ? মন চাইছে বলে সে মায়ের গলা শুনতে পাচ্ছে ? সারা শরীর চাদরে ঢাকা একজন মহিলা পুসকুনির সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ নামলেন।

বাবা, তোমার কী হয়েছে ?

লাবুস জবাব দিল না। মহিলা বললেন, বাবা, তোমার কপালে একটু হাত রাখব ?

লাবুস বলল, রাখ।

জুলেখা লাবুসের কপাল স্পর্শ করে ফুঁপিয়ে উঠল। বাবাগো, তোমার কী হয়েছে ? আমার বাবার সোনার অঙ্গ কীভাবে জ্বলে গেছে ?

লাবুস বলল, মা, যন্ত্রণায় অনেকদিন ঘুমাতে পারি না। একটু ঘুম পাড়ায়ে দাও।

ছোটবেলায় গুনগুন করতে করতে জুলেখা দুষ্ট জহিরকে ঘুম পাড়াত। আশ্চর্য, একটা সুরও মনে আসছে না।

মীরা বারান্দায় এসেছিল। সে পুকুরঘাটের দিকে তাকাল এবং দৌড়ে ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল। রিনরিনে গলায় বলল, তুমি কে ?

জুলেখা তাকাল।

ছোট মীরা বলল, তুমি কি আমার আর লাবুসের মা ?

জুলেখা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন। তাঁর মাথায় সুর এসেছে— আমার দুষ্ট ঘুমায়রে। আমার ন্যাওলা ঘুমায়রে। আমার ভুটু ঘুমায়রে।

মওলানা ইদরিস ঘর থেকে বের হয়েছেন, হাদিস উদ্দিন বের হয়েছে।

পুকুরঘাট থেকে যে সুরধ্বনি বের হয়ে আসছে তার জন্ম এই পৃথিবীতে নয়, অন্য কোনোখানে।

[দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত]

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত পঁয়ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত...* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তাঁর বেশ কটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একটি উপন্যাস 'গৌরীপুর জংশন' সাতটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে এই উপন্যাসের ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি ও ফার্সি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।

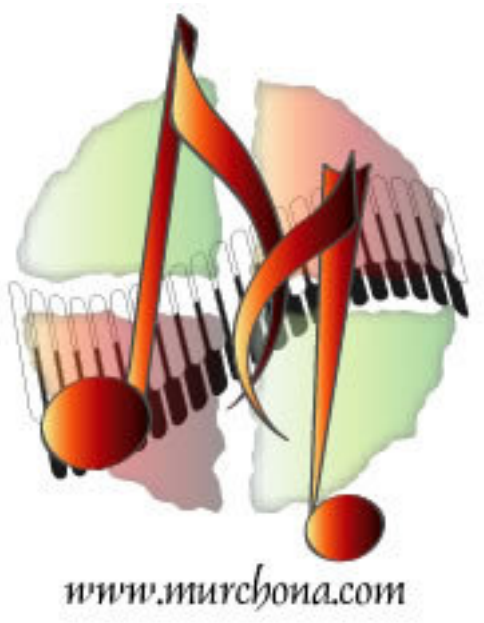

# Maddhanya.2 by Humayun Ahmed

## [Part.2]

**For More Books & Music Visit www.MurchOna.com**
**MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum**
**suman_ahm@yahoo.com**